CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • ধোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
সিস্টার
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 10 June 2019 ■ আগরতলা, ১০ জুন, ২০১৯ ইং ■ ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আর রক্ষা নেই, এবার কোমড় বেঁধে নামল বিজেপি জোট সরকার, ৯৮ কোটি টাকারও বেশী তছরূপের দায়ে

রোজভ্যালীর বিরূদ্ধে সিবিআই চেয়ে ফের কেন্দ্রে চিঠি রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন।। রোজভ্যালী কেলেঙ্কারীর সিবিআই তদন্তের জন্য অনুরোধ জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চিঠি দিয়েছে রাজ্য সরকার। চিঠিতে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে নন ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল সার্ভিস তথা চিটফান্ডের অন্যান্য মামলাগুলির চাইতে রোজভ্যালীর মামলার তদন্ত যাতে অধিক গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়। রোজভ্যালীর তিনটি পৃথক মামলায় মোট ৯৮ কোটি ১৬ লক্ষ ৭৯ হাজার ৬৮৫ টাকা তছরূপ হয়েছে বলে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় জন অভিযোগ এবং পেনশন মন্ত্রকের সচিবকে লেখা চিঠিতে উল্লেখ করা হয়। গত ২২ মে এই চিঠি দিল্লীতে পাঠানো হয়েছে। চিঠির কপি সিবিআইয়ের নয়াদিল্লীস্থিত অফিসের অধিকর্তা এবং গুয়াহাটিস্থিত সিবিআইয়ের পূর্বোত্তর জোন অফিসের যুগ্ম অধিকর্তাকে পাঠানো হয়েছে।

রাজ্যে জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির নির্বাচনী প্রচারের অন্যতম এজেন্ডা ছিল রোজভ্যালী কেলেঙ্কারীর সিবিআই তদন্ত করানো। বিজেপির ভিশন ডকুমেন্টেও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল বিজেপি ক্ষমতায় আসলে রাজ্যে সিবিআই সহ অন্যান্য চিটফান্ড সংস্থার আর্থিক কেলেঙ্কারীর সিবিআই তদন্ত করা হবে। যদিও নির্বাচনের আগে সিবিআই রাজ্যে এসেছিল চিটফান্ড সংস্থার আর্থিক ঘোটালার তদন্ত করতে। কয়েক দফায় এখানে এসে বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রিসভার একজন মহিলা মন্ত্রী সহ সিপিএমের প্রভাবশালী এক নেতৃত্বকে জেরা করেছিল। তারপর সিবিআই আর তেমন কোন তৎপরতা দেখায়নি। এরপর বিধানসভা নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং বিজেপি জোট সরকার ক্ষমতায় আসে। ক্ষমতায় আরোহণের প্রায় সতের মাস পর বিজেপি জোট সরকার রোজভ্যালীর আর্থিক ঘোটালার সিবিআই তদন্তের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চিঠি দিল।

রাজ্য সরকারের পাঠানো চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, চিটফান্ড তথা এনবিএফসির ৭৪ মামলা ছাড়াও রাজ্যে রোজভ্যালীর বিরুদ্ধে আরও তিনটি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছিল। এই তিনটি মামলা হচ্ছে পশ্চিম আগরতলা থানায় মামলার নম্বর ১৩২/২০১৩, কুমারঘাট থানায় মামলার নম্বর ৫৭/২০১৫ এবং বীরগঞ্জ থানায় মামলার নম্বর ২৯/২০১৫। এই তিনটি মামলায় রোজভ্যালী মোট ৯৮ কোটি ১৬ লক্ষ ৭৯ হাজার ৬৮৫ টাকা তছরূপ করেছে। তাই, চিটফান্ডের যে ৭৪টি মামলা সিবিআইয়ের কাছে পাঠানো হয়েছে তদন্তের জন্য সেই সাথে রোজভ্যালী কেলেঙ্কারীর উক্ত তিনটি মামলাও যাতে সিবিআই গ্রহণ করে এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তদন্ত করে। রাজ্য সরকারের আন্ডার সেক্রেটারি অরূপ দেব গত ২২ মে কেন্দ্রীয় সরকারের জন অভিযোগ এবং পেনশন মন্ত্রকের সচিবকে চিঠিটি দিয়েছেন।

চিটফান্ড কেলেঙ্কারী নিয়ে কংগ্রেস আন্দোলনমুখী হয়েছিল। সিবিআই তদন্তের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্থ আমানতাকারীদের কষ্টার্জিত আমানত ফিরিয়ে

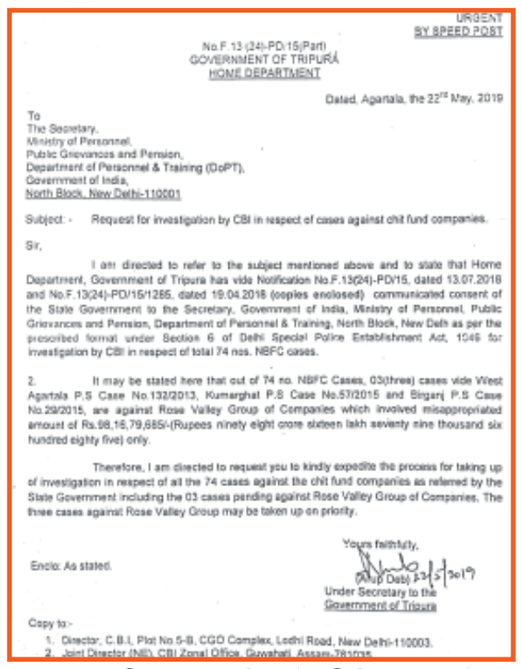

URGENT
BY SPEED POST

No.F.13 (24)-PD/15(Part)
GOVERNMENT OF TRIPURA
HOME DEPARTMENT

Dated, Agartala, the 22nd May, 2019

To
The Secretary,
Ministry of Personnel,
Public Grievances and Pension,
Department of Personnel & Training (DoPT),
Government of India,
North Block, New Delhi-110001

Subject: - Request for investigation by CBI in respect of cases against chit fund companies.

Sir,

I am directed to refer to the subject mentioned above and to state that Home Department, Government of Tripura has vide Notification No.F.13(24)-PD/15, dated 13.07.2018 and No.F.13(24)-PD/15/1285, dated 19.04.2018 (copies enclosed) communicated consent of the State Government to the Secretary, Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training, North Block, New Delh as per the prescribed format under Section 6 of Delhi Special Police Establishment Act, 1946 for investigation by CBI in respect of total 74 nos. NBFC cases.

2. It may be stated here that out of 74 no. NBFC Cases, 03(three) cases vide West Agartala P.S Case No.132/2013, Kumarghat P.S Case No.57/2015 and Birganj P.S Case No.29/2015, are against Rose Valley Group of Companies which involved misappropriated amount of Rs.98,16,79,685/-(Rupees ninety eight crore sixteen lakh seventy nine thousand six hundred eighty five) only.

Therefore, I am directed to request you to kindly expedite the process for taking up of investigation in respect of all the 74 cases against the chit fund companies as referred by the State Government including the 03 cases pending against Rose Valley Group of Companies. The three cases against Rose Valley Group may be taken up on priority.

Yours faithfully,
(Dilip Das) 23/5/2019
Under Secretary to the
Government of Tripura

Encls: As stated.

Copy to:-
1. Director, C.B.I, Plot No.5-B, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.
2. Joint Director (NE), CBI Zonal Office, Guwahati, Assam-781005

দেওয়ার জন্য দাবী জানানো হয়েছিল। এই দাবী নিয়ে কংগ্রেস ওইসময় দিল্লীতে ধর্ণাও দিয়েছিল। তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্যোগ নিয়েছিল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ না হওয়ায় তারা রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সাথে দেখা করে দাবী সনদ পেশ করেছিলেন। তখন কংগ্রেসে ছিলেন বর্তমানের বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। সুদীপ রায় বর্মন সহ রাজ্য কংগ্রেসের বেশ কয়েকজন শীর্ষ নেতৃত্ব দিল্লীতে ধর্ণা দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। এমনকি রাজ্যে তখন কংগ্রেসের তরফ থেকে একটি সেল খোলা হয়েছিল চিটফান্ডের কেলেংকারীতে ক্ষতিগ্রস্থ আমানতকারীদের কাছ থেকে নথিপত্র সংগ্রহ করার এবং সেই নথিপত্রের ভিত্তিতে কংগ্রেসের আইনজীবী সেল আদালতের দ্বারস্থ হবে বলে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। মোটের উপর রোজভ্যালী সহ অন্যান্য চিটফান্ড সংস্থার প্রতারণার শিকার হওয়া আমনাতকারীদের আমানত ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কংগ্রেস আইনী লড়াইয়ের পথে হেটেছিল। কিন্তু, বেশীদূর এগুতে পারেনি। রাজনৈতিক ভাবে কংগ্রেস ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। গণহারে নেতা নেত্রীরা দলবদল করেছেন। তাতে চিটফান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ আমানতাকীরদের স্বার্থ উপেক্ষিতই থেকে গেল।

এদিকে, বাম জমানায় চিটফান্ড সংস্থাগুলির রমরমা বাণিজ্য ছিল। রোজভ্যালীর সাম্রাজ্যের বিস্তার হয় গোটা রাজ্যের আনাচে কানাচে। একশ্রেণীর এজেন্ট সিপিএম ক্যাডার রাতারাতি বিত্তশালী বনে যান। রোজভ্যালীর প্রতারণার ফাঁদ ক্রমশ বড় হতে থাকে। আর এই প্রতারক সংস্থার উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে বিভিন্ন সময়ে বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার একাধিক মন্ত্রী ও বিধায়ক উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রেখেছিলেন। আর তাতে করেই প্রতিশ্রুতির ডালি নিয়ে এরাজ্যে শাখা প্রশাখা বিস্তার করেছে রোজভ্যালী। কোথাও হোটেল, কোথাও চা বাগিচা, জলের কারখানা, সংবাদ মাধ্যমের ব্যবসা শুরু করে। আমতলীতে বিনোদন পার্ক পর্যন্ত খোলা হয়। আর এই পার্ক খোলার জন্য জমি তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের তরফ থেকেই দেওয়া হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত রোজভ্যালীর প্রতারণা প্রকাশ্যে আসে। আমনতকারীরা পথে নামে। বামফ্রন্ট সরকারের প্রশাসনের কুম্ভনিদ্রা ভঙ্গ হয়। শুরু হয় আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রক্রিয়া। গণহারে ধরপাকর। বিভিন্ন সম্পত্তি আদালতের নির্দেশে দখল নেওয়া ইত্যাদি। রোজভ্যালীর রাঘাববোয়ালরা রাজ্যান্তরি হয়ে যায়।

বিরোধীদের চাপের মুখে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার বিধানসভায় চিটফান্ড সংক্রান্ত আইনের সংশোধনী আনে। বিভিন্ন মামলা সিবিআই তদন্তের জন্য পাঠাতে বাধ্য হয়। কিন্তু, তাতেও অভিযোগ উঠেছিল রোজভ্যালী সংক্রান্ত মামলাটির আর্থিক তছরূপের অংক মাত্র ৪৫ হাজার টাকা দেখানো হয়। এই অল্প পরিমান টাকার বিষয়টি মামলার গুরুত্ব কমিয়ে দেয়। সিবিআই মামলাটি নিতে অক্ষমতা প্রকাশ করে। তারপর এই নিয়ে কমজল ঘোলা হয়নি। শেষ পর্যন্ত ক্ষমতার পালাবাদল হয়। বিজেপি জোট সরকার রাজ্যে সরকার গঠন করে এবং এখন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এবার চিহ্নিত হবে দোষীরা ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন।। রোজভ্যালির বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত হলে এই কেলেঙ্কারির কুশিলবদের আসল চেহারা বেরিয়ে আসবে। সেই সাথে দোষীরা চিহ্নিত বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন বিজেপির মুখপাত্র ডঃ শ্রী সিন্‌হা। চিট ফাণ্ডের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের দাবি শীঘ্রই বাস্তবায়িত হচ্ছে। জানালেন বিজেপির দলীয় মুখপাত্র ডঃ অশোক কুমার সিন্‌হা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রক থেকে গত ২২ মে এসংক্রান্ত একটি চিঠি সিবিআই-এর কাছে পাঠানো হয়েছে বলে তিনি জানান। রোজভ্যালি নামে চিটফাণ্ড সংস্থার বিরুদ্ধেও সিবিআই তদন্ত হচ্ছে বলে জানান ডাঃ অশোক সিনহা।

বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে রাজ্যের আনাচে কানাচে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠেছিল বহু সংখ্যক চিট ফাণ্ড সংস্থা। রাজ্যের মানুষের কষ্টার্জিত কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে চম্পট দিয়েছে এইসব চিটফাণ্ড সংস্থাগুলি। তৎকালীন সময়ে বিরোধী দলগুলি এবং প্রতারিতরা রাস্তায় নেমে আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। বিধানসভাতেও বিরোধিরা সরকার পক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্ট্রীট লাইট প্রকল্পের করুণ অবস্থা শীঘ্রই ব্যবস্থা নেবে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব যেখানে আগরতলা শহরকে স্মার্ট করার জন্য তৎপর রয়েছেন সেখানে আগরতলা পুর নিগমের তরফে একপ্রকার উদাসীনতা দেখাচ্ছে। রাজধানী আগরতলা শহরের তথা পুর নিগম এলাকার প্রায় চল্লিশ শতাংশ স্ট্রীট লাইট জ্বলছে না। তাতে জনগণের নানা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

অভিযোগ উঠেছে আগরতলা পুর নিগম যে সংস্থাকে এই স্ট্রীট লাইট সরবরাহ এবং সংযোগের দায়িত্ব দিয়েছে সেই সংস্থা সঠিক ভাবে কাজ করছে না। বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে নেয়া হয়েছে বলে খবর। খুব শীঘ্রই এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চলেছে।

জানা গিয়েছে, বাম শাসিত আগরতলা পুর নিগমের তরফ থেকে স্ট্রীট লাইট প্রকল্পের বরাত কেরালার একটি সংস্থাকে দিয়েছিল সাত বছরের জন্য। কিন্তু, গত এক বছর যাবত দেখা দিয়েছে শহরের স্ট্রীট লাইটগুলি ঠিকঠাক ভাবে কাজ করছে না। বর্তমানে অন্য একটি সংস্থা এই কাজের বরাত নেওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে বলে খবর।

রাস্তা সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণে পূর্ত দপ্তরে হচ্ছে নতুন ইউনিট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন।। রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ত দপ্তরের বিভিন্ন কাজের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি নতুন ইউনিট গঠন করার। এই ইউনিটটি হবে মূলত পরিকল্পনা, বাজেট এবং তদারকির জন্য। দপ্তরের চীফ ইঞ্জিনীয়ারের তত্বাবধানে এই ইউনিট রাজ্যের সমস্ত রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি দেখবে। সম্প্রতি এই সংক্রান্ত একটি নোটিফিকেশন পূর্ত দপ্তরের তরফ থেকে জারি করা হয়েছে। এই ইউনিট গঠন করা হচ্ছে অ্যাডিশনাল চীফ ইঞ্জিনীয়ার বা সুপারিনটেন্ডেন্ট ইঞ্জিনীয়ার এর নেতৃত্বে। ইউনিটে থাকবেন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, দুজন এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার, জুনিয়র ইঞ্জিনীয়াররা, দুজন ড্রাফফট ম্যান এবং দুজন কম্পিউটার অপারেটর। তারা প্রত্যেকেই সরাসরি পূর্ত দপ্তরের (রোড ও বিল্ডিং) চীফ ইঞ্জিনীয়ারের অধীনে। তাছাড়াও দপ্তরের তরফ থেকে আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, রাস্তা সংস্কার, তৈরী এবং রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে নতুন কিছু প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। তাছাড়া পুরনো পন্থা অবলম্বন করে যে পরিবেশ দূষণ হত তা রোধ করার ক্ষেত্রেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দুঃসাহসিক চুরি কদমতলা বাজারে আতঙ্কে ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৯ জুন।। নিশিকুটুম্বদের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ জনগণ। প্রতিদিন রাতেই গৃহস্থের ঘর,দোকানিদের দোকান সহ মূল্যবান আগর গাছ চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে চোরের দল। আবারো উত্তর জেলার কদমতলা থানাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে থানার নাকের ডগায় কদমতলা বাজারে দুঃসাহসিক চুরি কান্ড সংগঠিত করে চোরের দল।কদমতলা বাজারের রতন নাথ নামের এক ব্যক্তির মুদি দোকানে চুরি কান্ড সংগঠিত করে চোরের দল। গতকাল গভীর রাতে কদমতলা বাজারের মূল প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত রতন নাথের মুদি দোকানের ঘরের চালের টিন কেটে দোকানে প্রবেশ করে চোরের দল। বেশ কিছু সামগ্রী সহ দোকানের ক্যাশ থেকে টাকা নিয়ে যায় বলে দোকানের মালিক রতন নাথের অভিযোগ।দোকানের মালিক রতন নাথ জানান,আজ রবিবার থাকাতে সাপ্তাহিক বন্ধ বার সুতরাং মালিক সকাল আটটা থেকে সাড়ে আটটা নাগাদ দোকানে একবার আসেন। কিন্তু দোকানে এসে পিছনের গোডাউনে গিয়ে দেখতে পান গোডাউনের ছাউনির টিন কাটা। তারপর দোকান মালিক রতন নাথ ক্যাশ বাক্স ভাঙ্গা ও বিভিন্ন সামগ্রী এলোমেলো দেখতে পেয়ে কদমতলা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজনৈতিক সংঘর্ষে রক্ত বইছে পশ্চিমবঙ্গে, হত ৩, নিখোঁজ বহু

কলকাতা, ৯ জুন(হি.স): শনিবার সন্ধ্যার পর থেকে রাজনৈতিক হিংসায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল সন্দেশখালি ১ নম্বর ব্লকের হাটগাছি পঞ্চায়েতের ভাঙ্গি পাড়া এলাকায়। ঘটনায় সরকারিভাবে তিনজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেলেও বিজেপির তরপে আরো বহু কর্মী নিখোঁজ এর খবর উঠে এসেছে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তুলে রবিবার বসিরহাট পুলিশ জেলার এসপি অফিস ঘেরাও কর্মসূচি গ্রহণ করে বসিরহাট বিজেপি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে। শনিবার সন্দেশখালি ভাঙ্গি পাড়া গ্রামে রাজনৈতিক হিংসায় মৃত্যু হয় তৃণমূলের কাইয়ুম মোল্লা ও বিজেপির প্রদীপ মণ্ডল আর সুকান্ত মন্ডলের। এই ঘটনায় বিজেপির আরো বেশ কয়েকজন দলীয় কর্মী নিখোঁজ রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিজেপি কর্মীদের উপরে নির্বিচারে হামলার অভিযোগে রবিবার বসিরহাট এসপি অফিস ঘেরাও কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বলে জানান বসিরহাট বিজেপির জেলা কমিটির সভাপতি গণেশ ঘোষ। রবিবার সকাল দশটা নাগাদ এই কর্মসূচি পালনের জন্য সমস্ত বিজেপি কর্মীকে এসপি অফিসে আসার জন্য জানানো হয় দলের পক্ষ থেকে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাপে পড়ে প্রেমিকাকে বিয়ে করলেন বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন ।। একপ্রকার চাপের মুখেই প্রেমিকাকে বিয়ে করলেন রাইমাভ্যালীর আইপিএফটির বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা। সামাজিক রীতি মেনেই চৌদ্দ দেবতার মন্দিরে তিনি তার প্রেমিকাকে বিয়ে করেছেন। এই বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুই পরিবারের সদস্যরা। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়াও। প্রসঙ্গত, ধনঞ্জয় ত্রিপুরার বিরুদ্ধে প্রতারণা ও ধর্ষণের মামলা দায়ের করেছিলেন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিলচর রেলস্টেশনে তিরুবনন্তপুরম এক্সপ্রেসে অগ্নিকাণ্ড, ভস্ম তিনটি কোচ

শিলচর, ৯ জুন (হি.স.) ।। দক্ষিণ অসমের সদর শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ডে ১২৫১৬ তিরুবনন্তপুরম এক্সপ্রেসের তিনটি স্লিপার কোচ ভস্মীভূত হয়ে গেছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রবিবার সকালে শিলচর রেল স্টেশনের তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিল শিলচর-তিরুবনন্তপুরম এক্সপ্রেস। আচমকা ট্রেনের প্যান্ট্রকার সংলগ্ন কামরা থেকে ধুয়ো বের হচ্ছে দেখে উপস্থিতদের মধ্যে দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়। খবর পেয়ে ছুটে আসে কয়েকটি দমকলের ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের প্রচেষ্টায় বেশ কিছুক্ষণ পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ইতিমধ্যে ট্রেনের তিনটি স্লিপার কোচ পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে। সৌভাগ্যবশত ট্রেনে কোনও যাত্রী ছিলেন না। তাই হতাহতেরও মতো কোনও দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়নি।আগুনের সূত্রপাত সম্পর্কে এখনও কোনও স্পষ্ট মতামত দিতে পারছেন না কেউ। তবে ধারণা করা হচ্ছে, প্যান্টিকার থেকেই শিলচর-তিরুবনন্তপুরম এক্সপ্রেসে আগুন ধরেছে। স্থানীয় রেল কর্তৃপক্ষ জানান, ঘটনাটি তদন্তসাপেক্ষ। প্যান্টিকারকে অভিযুক্ত করেই তদন্ত প্রক্রিয়া চলবে। ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন রেল কর্তৃপক্ষ।এ-ঘটনায় রেল দফতরের বহু কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। ১২৫১৬ নম্বরের এক্সপ্রেসটি আজ রাত ২০:০৫ (৮:০৫) মিনিটে তিরুবনন্তপুরমের উদ্দেশে যাত্রা করার কথা ছিল।

পাঁচ বাইক চোর গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৯ জুন।। ৫ বাইকচোর পুলিশের জালে। বেশ কিছু দিন ধরে ধর্মনগর বিভিন্ন জায়গা থেকে বাইক চুরির হিড়িক পড়েছে, প্রতিদিন শহরের কোথাও না কোথাও বাইক চুরির ঘটনা ঘটছে। এখন পর্যন্ত ধর্মনগর থেকে বেশ কিছু বাইক চুরি হলেও ধর্মনগর থানা কিছু বাইক উদ্ধার করে মালিকের হাতে তুলে দিয়েছে, এর মধ্যে ৭টি বাইক চুরির মামলা থানায় রয়েছে। ইদানিং ধর্মনগরে বাইক চুরি বেড়ে যাওয়ায় পুলিসের ভুমিকায় ক্ষোভ ছিল সাধারণ মানুষের, উত্তর জেলা পুলিস বেকফুটে ছিল। ইদানিং কালের প্রথম বাইক চুরির ঘটনার পর পুলিস সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী দফায় দফায় কয়েক বার বিভিন্ন থানার পুলিস অফিসারদের নিয়ে বৈঠক

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের প্রতিবাদে আগরতলায় যুব কংগ্রেসের গণঅবস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন।। নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের প্রতিবাদে প্রদেশ যুব কংগ্রেস রবিবার দুপুর থেকে রাজধানী আগরতলা শহরের প্যারাডাইস চৌমুহনী সংলগ্নস্থানে দুদিনের গণঅবস্থান আন্দোলনে সামিল হয়েছে। রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিজনিত কারণে যুব কংগ্রেস স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পদ থেকে পদত্যাগেরও দাবি জানিয়েছে।

লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পক্ষকাল অতিবাহিত হওয়ার পরও রাজ্যে বিরোধীদলের নেতা কর্মী সমর্থকদের উপর শাসক বাহিনীর হামলা হুজ্জুতি ও সন্ত্রাস বন্ধ হয়নি। বিরোধীদল কংগ্রেসের নেতা কর্মীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে হয়রানী করা হচ্ছে। কংগ্রেসের দলীয় অফিস জবর দখল, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হচ্ছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সরকার কঠোর মনোভাব গ্রহণ করছে না বলে অভিযোগ যুব কংগ্রেসের। এরই প্রতিবাদে রবিবার দুপুর থেকে দুদিনের গণ অবস্থানে সামিল হয় যুব কংগ্রেস। রাজধানীর গুরুজী কনফারেন্স হলের সামনে গণ অবস্থানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গোপাল চন্দ্র রায় বলেন, বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার রাজ্যে ক্ষমতাসীন হয়েছে ১৫ মাস আগে। তারা এই সময়ের মধ্যে কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূচনা করেছে। বিগত লোকসভা নির্বাচনে প্রহসনে পরিণত করেছে। রাজ্যের মানুষ ২৫ বছরের বামেদের দুর্নীতি, নারী নির্যাতন, বেকাল বঞ্চনা, কর্মচারী বঞ্চনা, শ্রমিক বিরোধী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে বহু প্রত্যাশা নিয়ে বিজেপিকে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্যারাডাইস চৌমুহনীতে যুব কংগ্রেসের গণঅবস্থান। ছবি নিজস্ব।

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৫ ◻ সংখ্যা ২৩৭ ◻ ১০ জুন ২০১৯ ইং ◻ ২৬ জ্যৈষ্ঠ ◻ সোমবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

জাগিয়া উঠিবে সিবিআই

আবার রোজভ্যালী। সিবিআই যখন ত্রিপুরায় রোজভ্যালী কেলেংকারী নিয়া একরকম ঘুমাইয়া আছে তখন আবার ঘুম ভাঙ্গানোর চেষ্টা। তদন্ত কি বলিবে তাহার চাইতেও বড় এরাজ্যের মানুষের কি অভিজ্ঞতা? এই পার্বতী রাজ্যের বহু মানুষকে সর্বস্বান্ত করিয়াছে এই রোজভ্যালী। এই চিটফান্ডের সঙ্গে কাহাদের দহরম মহরম ছিল রাজ্যবাসী তাহা অবগত আছেন। কাহারা মোটা টাকার ঋণ নিয়া আর ফেরৎ দেননি সেই তালিকাও থাকিবার কথা। এতসব দিনে ডাকাতির ঘটনা সত্বেও সিবিআই ত্রিপুরায় মাঝে মাঝে পদার্পন করিয়াই যেন হারাইয়া যায়। অনেকটা পরিযায়ী পাখীর মতন। অথচ রাজ্যের প্রতারিত মানুষের অর্থ ফিরাইয়া দিবার কোনও উদ্যোগ নাই। সিবিআই তদন্তের দাবীতে এরাজ্যে কংগ্রেস আন্দোলন করিয়াছে। দিল্লী পর্যন্ত ধর্ণা দেওয়া হইয়াছে। সেই আন্দোলনে বর্তমান অপসারিত মন্ত্রী ও প্রাক্তন কংগ্রেস নেতার নেতৃত্বে দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জীর সঙ্গে দেখা করিয়া দাবী সনদ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেখানে মুখ্য দাবী ছিল ত্রিপুরার রোজভ্যালী সহ বিভিন্ন চিটফান্ডগুলির কেলেংকারীর সিবিআই তদন্ত। এত আন্দোলন দাবী সত্বেও সিবিআই এরাজ্যে কোমড় বাঁধিয়া নামে নাই। নামকাওয়াস্তে কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া আবার তদন্ত গিয়াছে অস্তাচলে। বাম আমলে মন্ত্রী বিজিতা নাথকেও সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছে। এর পরই সব চুপচাপ। যেন এই রাজ্যে মানুষের টাকা লুট হয় নাই। সবই ঠিকঠাক। আন্দোলনও তেজী ভাব দেখাইতে পারে নাই। এইভাবেই প্রতারিত মানুষ ভাগ্যের উপর সব ছাড়িয়া দিয়া যেন শান্তনা খুঁজিয়াছেন।

গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির অন্যতম নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল ক্ষমতায় আসিলে রোজভ্যালী কেলেংকারীর সিবিআই তদন্ত করানো হইবে। সম্ভবত বিজেপি জোট সরকার প্রতিশ্রুতি পালনে এতদিন পর ব্রতী হইয়াছেন। সিবিআইকে চিঠি দিয়া রোজভ্যালী কেলেংকারীর তদন্তের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ভারত সরকারের পার্সোনাল পাবলিক গ্রিভেনন্স অ্যান্ড পেনশন বিভাগকে গত ২২ মে লেখা চিঠিতে রাজ্য সরকার জানাইয়াছে রোজভ্যালীর বিরুদ্ধে ৯৮ কোটি ১৬ লক্ষ ৭৯ হাজার ৬৮৫ টাকা তছরূপের অভিযোগ আছে। ৭৪টি মামলার মধ্যে তিনটি মামলার তদন্তের অনুরোধ রাখিয়াছে রাজ্য সরকার। অভিযোগ উঠিয়াছে যে, পূর্বতন বাম সরকার রোজভ্যালীর বিরুদ্ধে মাত্র ৪৫ হাজার টাকার তছরূপের তথ্য জানায় সিবিআইকে। আর এইজন্যই নাকি সিবিআই মামলা সম্পর্কে উদাসীনতা দেখাইয়াছে। রাজ্য সরকার মামলার নম্বর উল্লেখ করিয়া আবার চিঠি দিয়া তাগাদা দিয়াছেন। বিজেপি জোট সরকার ক্ষমতাসীন হইয়াই গত ১৯ এপ্রিল ২০১৮ তে সিবিআই তদন্তের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককেও অনুরোধ জানিয়েছিল। একথা ঠিক, চিটফান্ড কেলেংকারীর সিবিআই তদন্তের জন্য বামফ্রন্ট সরকার সম্মতি দিয়াছিল। কিন্তু, মামলাগুলি ছিল একেবারেই নামকাওয়াস্তে। সিবিআই তদন্তের লিখিত সম্মতি দিলেও আসলে এই তদন্ত যাহাতে না হয় বাস্তবে সেই পথে হাটিয়াছে বাম সরকার।

রোজভ্যালী শুধু নয়, আরও বিভিন্ন চিটফান্ড সংস্থা ত্রিপুরার গরীব মানুষকে পথে বসাইয়াছে। রাজ্যের বিভিন্নে চিটফান্ডগুলির বিরুদ্ধে বাম সরকার পুলিশী অভিযান করিয়া অনেক কর্ণধারকে জেলে পুরিয়াছে। কিন্তু, রোজভ্যালীর গায়ে কাটার আচড়ও দেয় নাই পুলিশ। অথচ এই চিটফান্ড সংস্থা ত্রিপুরার বহু মানুষকে সর্বস্বান্ত করিয়াছে। এই রোজভ্যালী কাহাদের মাসোহারা দিত? কাহারা রোজভ্যালীর সাহায্যার্থে মোটা টাকা ঘরে তুলিয়াছেন তাহা তদন্তে আসিবেই। পশ্চিমবঙ্গে সারদা নারদা নিয়া এত এত অভিযান করিতেছে অথচ ত্রিপুরায় একেবারেই নিশ্চুপ। এই রহস্য নিশ্চয় এখন ভেদ করা যাইবে। মনে হয় রাজ্য সরকার এইবার সিবিআইকে তদন্তে নামাইবেই। রাজ্যের সাধারণ মানুষের দাবী দোষিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হউক। মানুষের কষ্টার্জিত টাকা যাহারা লুট করিয়াছে তাহাদের রেহাই দেওয়া যাইবে না। ক্রমেই সিবিআই তদন্তের উপর মানুষের আস্থা বিশ্বাস কমিতেছে। ত্রিপুরায় ইতিপূর্বে যে কয়টি তদন্ত সিবিআই করিয়াছে তাহাতে ব্যর্থতার নজীরই ছিল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিবিআই তদন্ত চালাইতেছে কিন্তু, শেষ রক্ষা করিতে পারিতেছে না। এইবার রাজ্য সরকারের অনুরোধে ত্রিপুরায় সিবিআই সত্যিকারের দোষিদের জেলে পুরিতে পারিবে কিনা রাজ্যবাসী তাহা অধীর আগ্রহেই লক্ষ্য করিবে।

জাতপাতের রাজনীতি ধরাশায়ী

অচিন রায়

মহাপণ্ডিতদের সর্বনিন্দিত কিন্তু আমজনতার সর্ববন্দিত নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি, সমর্থনের প্লাবনে জয়ী হয়ে। দ্বিতীয়বার দেশের প্রধানমন্ত্রী রূপে শপথ গ্রহণ করেছেন।

নির্বাচনের আগেই, টিভি চ্যানেলের ভিডিও পরিক্রমার মাধ্যমে ভারত জুড়ে আলোড়ন উঠেছিল মোদি, মোদি। কেননা জনগণের দাবিতে রাজ্যে যেই আসুক, কেন্দ্রে কিন্তু চাই মোদি। প্রথমত, স্থায়িত্বের জন্য, দ্বিতীয়ত, কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার জন্য, তৃতীয়ত, দুর্নীতিরোধের জন্য। এই প্রথম মোদি সরকারের পাঁচ বছরের রাজত্বের পর কোনও স্ক্যাম বা দুর্নীতি চক্রের সন্ধান পাওয়া যায়নি। কথামালার গল্পে আছে, রাখালের বাঘ, বাঘ রবে মিথ্যা চিকিৎকারের পরে সত্যি বাঘের আবির্ভাবে তার প্রাণ যায়।

তেমনই আমাদের গান্ধি কংগ্রেসের মহানেতার রাফায়েল, রাফায়েল বলে দুর্নীতির চিৎকারের ফলে 'বোফর্স জমে ওঠার বদলে, সুপ্রিম কোর্টের কাছে মিথ্যা ভাষণের দায়ে তাঁকে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়। মনু সিং ভীর বাক্যজালও তাঁকে যেমন বাঁচাতে পারে না, তেমনই ভোটের বাক্সেও ভরাডুবি হয়। কিন্তু তার পরেই সব শ্মশানের শান্তি, যদিও জীবন্ত আগ্নেয়গিরির মতো বোফর্সের নল থেকে এখনও ধূম উদ্‌গীরিত হয়ে চলেছে। কিন্তু দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের আমলে স্ক্যামের চূড়ায় বসে থাকলেও মনমোহন সিংকে কেউই দুর্নীতিপরায়ণ মনে করে না। কেননা লোক চিনতে মানুষের ভুল হয় না।

তবে মোদির দ্বিতীয় জয়ে, জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনে আর যে দু'টি জিনিস সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা হল ইভিএম মেশিনের বিশ্বাসযোগ্যতা ও অপরটি হল জাতপাতের রাজনীতির অবসান। বন্যার ফলে যেমন উঁচুনীচু সব ভেসে গিয়ে সমান হয়ে যায়,তেমনই এবার মোদি সমর্থনের প্লাবনে জাতপাতের হিসেবনিকেশ সব কিছু ভাসিয়ে দিয়ে রাজনীতিকে নীতিভিত্তিক হতে সাহায্য করেছে। আমরা দীর্ঘকাল ধরে 'জাতীয় সংহতির' ধ্বজা ধরে কেবলই জাতীয় বিভাজনে সক্রিয় হয়েছি। প্রগতির নামে, পিছড়েবর্গের সুবিধে পেতে আমরা কেবলই পিছনের দিকে এগিয়ে গিয়ে ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটির সংরক্ষণকে আগলে ধরেছি। সংখ্যালঘু উন্নয়নের নামে মোল্লাবাজির তোষণে মানবিক ধর্ম লঙঘন করে শাহবানো মামলায় সংবিধান সংশোধন করে সেকুলারিজমের সজ্ঞান ধর্ষণে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে মণ্ডল কমিশনের প্রাগৈতিহাসিক সেন্সাস নিয়ে দেশজুড়ে বিভাজনের বীজ বপন করেছিলেন অতি বুদ্ধিমান ভি পি সিং। প্রায় দু'বছরের প্রধানমন্ত্রীত্বের গদিতে বসে তিনি সরকারি পয়সায় বিদেশে চিকিৎসা করিয়ে একদিন মরে বাঁচলেন কিন্তু দেশে লড়কে লেঙ্গে বিভেদের একটি প্যান্ডোরার বাক্স খুলে দিয়ে গেলেন।

মোদির সর্বপ্লাবী জয়ে তার একটি সম্ভাব্য সুরাহর ইঙ্গিত মিললেও, সেই জাতপাত বিভাজনের অবসানের সম্ভাবনা অনেককেই চিন্তিত করে তুলেছে। কেননা ভারত সম্বন্ধে আমরা বেদবাক্যের মতো উচ্চারণ করি 'ইউনিটি ইন ডাইভারসিটি'---বিবিধের মাঝ মিলন মহান। তাই অনেক অতি বুদ্ধিমানের মতে বিভেদ থাকলে তবে তো ভোটব্যাঙ্ক, তবে তো কোয়ালিশনের মিলন মহান। সুতরাং তাঁদের ঐকতান হলো, জাতপাত বাঁচিয়ে চল, দেশ তুমি সংহতির পথে এগিয়ে চল।

ঠিক মার্কসবাদের পাণ্ডিত্যে আগে ধনতন্ত্র হলে তবে তো শ্রেণিসংগ্রামের বিপ্লব। হায় মার্কসবাদের সেই গাঁজাখুরি, পিতৃভূমি সোভিয়েত রাশিয়া থেকে মাতৃভূমি চিন, পলপটের কাম্পুচিয়া বা উত্তর কোরিয়ার হেরেডিটারি মার্কসবাদের কিম অবধি কোথাও মিলল না। বহুঢক্কানিনাদিত ডিক্টেটরশিপ অব দ্য প্রোলেটারিয়েটের বদলে এলো ডিক্টেটরশিপ অফ দ্য মিলিটারি, যার মূল মন্ত্র হলো, শোষণ ও নির্বিচারে শোষণ। এখন মহাচিন্তকরা ব্যস্ত মোদির দ্বিতীয় অভ্যুত্থানে কোনও ডিক্টেটরশিপের আগমন ঘটবে।

আমাদের একজন মহাচিন্তক, যাঁকে টিভি চ্যানেলে প্রায়ই সক্রেটিসের মতো মহাবাক্য আওড়াতে দেখা যায় সেই যোগেন্দ্র যাদব বলেছেন, মোদি হলেন ইলেকটেড অটোক্র্যাট। মনে আছে, যখন ওবামা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট বলেন, তখন এই উজ্জীবিত যাদবজি একটি বলেছিলেন, ওবাবামার মতো মায়াবতী ও যদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন, তাহলে তাঁকে দেশজুড়ে মাথায় তুলে নাচা উচিত। এই বাস্তববোধহীন মহান ইন্টেলেকচুয়ালের এই কাণ্ডজ্ঞান নেই যে, চাঁদে আর জোনাকিতে কোনও তুলনা হয় না।

হার্ভার্ড ল স্কুলের ছাত্র, ইউনিয়নের সক্রিয় কর্ণধার, ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সভায় বাগ্মিতার দ্বারা প্রার্থীপদ প্রাপ্তি ও তারপর জয়ে কী পরিমাণ দক্ষতার প্রয়োজন, তা সহজেই অনুমেয়। আর নি-স্ব পরিবারের মেয়ে যখন কাঁসিরামের শিক্ষায় একদিন শাসনক্ষমতার স্বাদ পান, তখন তিনি টাকার মালা পরে, কিংবা হীরের দুল পরে চারদিক চমকিত করে তোলেন। নেতৃত্বের সেই অন্তঃসারশূন্যতার জন্যই তিনি মুখ থুবড়ে পড়েন।

যোগেন্দ্রজির আর একটি মহাকাব্যকে শোনা যায়, যখন 'আপ' দল বিপুল জনসমর্থনে দিল্লির মসনদ অধিকার করে। 'লোকপাল'-এর দাবিতে দিল্লির রামলীলা ময়দানে 'আন্না হাজারের' অনশনজনতি গণ আন্দোলনের মুনাফা লুঠতে হাজির হন তিনমূর্তি ---মহাসৎ অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মহাপণ্ডিত যোগেন্দ্রজি ও মহামতিক্রমবাজ আইনজীবী প্রশান্ত বিভূষণ। আপ-এর এই ত্রিমূর্তি তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মতো বাক্যের ঝড়ে দিল্লি বিপ্লব এনে ফেললেন বলে। সেই তুঙ্গমুহূর্তে যোগেন্দ্রজির একটি কথা শোনা গেল—ভারতের জনতা কেজরিওয়ালজিকে দেশের প্রধানমন্ত্রীরূপে দেখতে চায়। একেবারে গাছে না উঠতেই এক কাঁদি। আরে আগে চেপে বোস, দিল্লিতে খানিকটা কেরামতি দেখা, তারপররে তো তখতে-তাউশ। কিন্তু বেশিদিন গেল না একেমেবাদ্বিতীয়ম কেজরিওয়ালজি এই যোগেন্দ্রজি ও বিভূষণজিকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে নিষ্টন্টক হয়ে বাঁচালেন।

সারাক্ষণ যদি টিভিতে মুখ দেখাতে হয় তাহলে মাটিই বা চেনা যাবে কী করে, আর মানুষকেই বা জানা যাবে কী করে। সে যাক, এই যোগেন্দ্রজি এবার ভবিষ্যবাণী করেছেন, মোদির সঙ্গে সঙ্গে ভারতে এক অন্ধযুগের সূচনা হলো। তাতে নিশ্চয়ই তাঁর মতো চক্ষুষ্মান লোকদের খুবই অসুবিধে হওয়ার কথা।

তবে তিনি একা নন, দেশে এই গেরুয়া আঁধারে চক্ষুষ্মান লোকের চেতাবনির অভাব নেই। আমাদের এক মহাপণ্ডিত বঙ্গপুঙ্গর আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, 'উদার সহিষ্ণু ভারত সহজে ফিরবে না।' কথাটা ভাববার বিষয় বটে। ভারতে চিন্তার বিষয় উত্থাপন করতে একমসয় পণ্ডিত জহরলালের কথা শুনেছি। তবে এ জহর সে জহর নয়। উনি ছিলেন নেতা-পণ্ডিত জহর, আর ইনি হলেন আমলা জহর পণ্ডিত। এতদিন তিনি পালাপার্বণ নিয়ে ভালোই ছিলেন এখন তিনি বিজ্ঞতার বোধেদয়ে বাজার জমাতে নানা বিষয়ে লেকচার ঝাড়ছেন।

আবার স্কুলের রচনায় কোটেশন ঝাড়ার মতো তিনি মনোবিজ্ঞানী ভিক্টর ফ্লঙ্কলের উল্লেখ করে বলেছেন, 'মানুষের ভিতরে একটা সুপ্ত ফ্যাসিবাদী মানসিকতা থাকে, বিভিন্ন সময়ে কেউ একটা তাকে জাগিয়ে তোলে। আহা কী জ্ঞানের কথা, একমাত্র মান্যবর উনিই একটি লেকা থেকে জ্ঞানলাভের সুযোগ পেয়েছেন। এটা আমাদের কিন্তু বই পড়ে জানতে হয়নি, তিন দশকের বাম জমানার রাজত্বে ফ্যাসিবাদের নগ্নরূপ দেখে বাংলার মানুষের আক্কেল গুড়ুম হয়ে দেছে। তখনই এই মহাজ্ঞানী মহাজন এই কলকাতায় থেকে কী করছিলেন? কেন অধিকাংশ আমলার যা গুণ, ভজহরির মতো সরকারি দল ও প্রশাসনের পদলেহী হয়ে প্রোমোশনর সন্ধানে ছিলেন। ফ্যাসিবাদী বামফ্রন্টের নগ্ন পাশবিকতার আমলে, একবার এই পণ্ডিতমশায় রাজ্য ইলেকশন কমিশনারও হয়েছিলেন এবং সেই গুণ্ডাশ্রিত ইলেকশন কমিশনারও হয়েছিলেন এবং সেই গুণ্ডাশ্রিত ইলেকশনের ওপর 'অবাধ ও নিরপেক্ষ' ছাপ মেরে দিল্লি যাওয়ার পথ প্রশস্ত করেছিলেন। বাংলায় বিরাশি সালের পর ২০০৯ সাল অবধি কোনও নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি। সব শেয়ালের এক রা হতে পারে, কিন্তু সব আমলার এক রা হয় না এখনও। প্রমাণ লখনউতে অর্বাচীন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদবের পক্ষপাতী নির্দেশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান তরুণী প্রশাসক দুর্গাশক্তি নাগপাল। বাংলাতেও দেখি 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-এর সময় পুলিশের আইজি হীরেন সরকার, বাংলার বুচার প্রধানমন্ত্রী সোহরাদবর্দীক কন্ট্রোলরুম থেকে বার করে দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী ডা.বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটির পর একজন আইসিএস সেক্রেটারি মুখের ওপর পতদ্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ডা.রায় পরে সেই অফিসারের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করাতে সফল হন। চিফ সেক্রেটারি, এস এন রায় ডা রায়ের মুখের ওফর স্পষ্ট বলেছিলেন, আমাদের তুমি, তোমরা করবেন না, আমরা সিভিলিয়ান, অফিস ডেকোরা মেনে চলবেন। আইজি রঞ্জিত গুপ্ত, একাহাতে বাংলায় নকশাল বালখিদ্য বিপ্লবের বুজরুকির অবসান ঘটিয়ে বাংলাকে সন্ত্রাসমুক্ত করেন। আর সুখের পায়রা বজকেষ্টরা, চাকরি উন্নতিতে জীবন সমর্পণ করে, প্রসাদ লাভ করে ধন্য হন।

আমাদের এই পণ্ডিত শিরোমণি, রবীন্দ্র সার্ধশতবার্ষিকীর জন্য সরকারি মহাযজ্ঞের সময়, দিল্লিতে ভারপ্রাপ্ত সচিব ছিলেন, উপরে মন্ত্রীর খবরদারি ছাড়া। এই মহামহিমের যদি কোনও বোধশক্তি থাকত, তাহলে এই সুযোগে বিপুল অর্থের সদ্বব্যহার করে, রবীন্দ্রচিন্তার প্রসারে ও প্রচারে, বিভিন্ন বাষায় অনুবাদের ব্যবস্থায় একটি উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারতেন। বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় কিছু কিছু অনুবাদ হলেও, পরম পরিতাপের বিষয় ভারতীয় ভাষায় তার অনুবাদ মোটেই আশানুরূপ নয়।

একমাত্র শরৎচন্দ্রে অনুবাদ হয়, ভারতের চোদ্দটি ভাষায় এবং তার পরে প্রেম চন্দের। অত্যন্ত দুঃখের কথা, ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় গীতাঞ্জলির যে অনুবাদ হয়, তা সব ইংরেজি থেকে। সাহিত্য অকাদেমি ও বাংলা একাদেমির সহযোগে, ভারত সরকারের সাহায্যে, এই মহতি কার্যের অবশ্যই সূচনা করা যেত। কিন্তু সেসব দিকে লক্ষ্য না দিয়ে, এই মহাপণ্ডিত কতকগুলো তৃতীয় শ্রেণির সংস্থার নেত্যগীত অনুষ্ঠানের জন্যে দেদার অর্থ গৌরী সেনের তহবিল থেকে দান করেন। ফ্রাঙ্কল বলেছেন, সকলের মধ্যেই নাকি এই ফ্যাসিবাদী চরিত্রের বীজ পাওয়া যায়,তা সেটি এই মহাপণ্ডিতের মধ্যেও সুস্পষ্টভাবে বিরাজমান কিনা তা অজানা। তবে চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ার মতো আমলাদেরও পেনশন পাওয়ার পর বিলক্ষণ বুদ্ধি খোলে। যে ফ্যাসিবাদের প্রসঙ্গ তিনি তুলেছেন, তার সঙ্গে বাংলার পরিচয় সেই ব্রিটিশের ভজকেষ্ট হয়ে যখন বাংলায় ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংঘ গড়ে ওঠে। ফ্যাসিবাদ, নাজিবাদ স্ট্যালিনবাদ, মাওবাদ, পলপটবাদ, কিমজং উনবাদ প্রভৃতি পাষণ্ডী গণহত্যাবাদ সব ভাইরাভাই নয়, একেবারে এক কাতারের ভাই-ভাই। আর তার পরিচয় পেতে বাংলায় তিন দশকের বাম পাষণ্ডতন্ত্রে বীভৎসাই যথেষ্ট।

এই মান্যবর বলেছেন, ১৯৪৭ থেকে ২০১৪, এই দীর্ঘ সময়ে ভারতের সামগ্রিক চরিত্র ছিল মোটের উপর সহিষ্ণু ধর্মনিরপেক্ষ এবং অনেকাংশেই গণতান্ত্রিক আদর্শে আস্থাশীল। তাই নাকি পণ্ডিতমশায়! এক্ষেত্রে কোনও কোটেশন না থাকায় আপনার কথায় আস্থা স্থাপন করতে অপারগ। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী ডেমোক্রাটিক বাদশাহ নেহরুর একচ্ছত্র অধিকারে, কীভাবে স্বেচ্ছাচারী একের পর এক ভ্রান্তিতে দেশের দুর্যোগ ডেকে আনে তা প্রমাণ চারিদিকে ছড়ানো। ভজকেষ্ট কৃষ্ণ যেমন কীভাবে ভারতকে মাথায় পা দিয়ে ডোবায়, তার প্রমাণ পাওয়া যায় জেনারেল কারিয়াপ্পার উক্তিতে। তারপের ইন্দিরা গান্ধির স্বৈরাচারে, প্রথম জতীয় কংগ্রেসের অবলুপ্তি, জরুরি অবস্থায় সংবিধান সংশোধন করে কমিটেড বুরোক্র্যাসি জুডিশিয়ারি, কমিটেড ইলেকশন কমিশন, ভজকেস্ট রাজ্যপাল, কালীভক্ত রাজ্য সরকার সবকিছু তছনছ করে মুক্ত গণতন্ত্রে উজ্জ্বল নিদর্শন রাখেন।

আর ধর্মনিরপেক্ষতা? তার প্রমাণ-স্ব-স্বীকৃত অহিন্দু পণ্ডিত জহরের হিন্দু কোড বিল, ভারতীয় কোড বিলের বদল। তারপরে ইন্দিরার আমলে থেকে ভোটব্যাঙ্ক ভজনা শুরু হয়। ভোটের আগে যখন সোনিয়া গান্ধি পীর ইমামদের দরগায় ধরনা দেন, তখন ধর্মনিরপেক্ষতার হানি হয় না। কমলনাথ যখন বলেন, সব মুসলমান ভোট কংগ্রেসকে দেওয়া দরকার, তখন মেরুকরণ হয় না। কিন্তু যখন বিজেপি হিন্দুদের গেরুয়া পার্ঠিকে ভোট দিতে বলে তখনই মেরুকরণ হয়।

যে অসহিষ্ণুতার বীজ সজ্ঞানে রোপিত হয়, তা যখন পল্লাবিত হয়, তখন তাকে ভণ্ড সাধুবাক্যে রোধ করা যায় না। অতএব সুখে থেকো সখা আপন মনে।

(সৌজন্যে-স্টেটসম্যান)

দীঘায় উপচে পড়ছে ভীড়, ঘর নিতে না পেরে স্টেশনে রাত কাটালেন বহু পর্যটক

দীঘা, ৯ জুন(হি.স): ছুটির আমেজে লক্ষাধিক পর্যটকের ভীড় উপচে পড়েছে সৈকত শহর দীঘায়। যার জেরে অধিকাংশ হোটেল হাউসফুল। গতকাল রাতে ঘর নিতে না পেরে স্টেশনে কাটিয়েছেন বহু পর্যটক উ এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েই গোটা দীঘা জুড়ে হোটেলে মালিকদের শুরু হয়েছে গোটা নিউ দীঘা জুড়ে কালোবাজারি। যা শীতের মরশুমে ২৫ শে ডিসেম্বরকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে বলে মনে করছেন প্রশাসন। যেখানে বছরের অন্যান্য দিন হোটেলের ভাড়া ঘরপিছু ৫০০ থেকে ৭০০ টাকা, সেগুলোই এখন চলছে ৪ হাজার থেকে ৫ হাজার টাকা দরে। আর সবটাই চলছে এক্কেবারে প্রকাশ্যে, প্রশাসনের নাকের ডগায়।

আর এই কালোবাজারির জেরে শনিবার রাত দশটার পর অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সাক্ষী থাকল সৈকত শহর। যেখানে এত বিপুল টাকায় ঘর নিতে না পেরে শিশুদের নিয়ে খোলা আকাশের নীচে স্টেশনে, রাস্তায়, মাঠে শুয়ে রাত কাটাচ্ছেন দূর দূরান্ত থেকে আসা হাজার হাজার পর্যটকরা। শেষ ছুটি কাটাতে এদিন সন্ধ্যের ট্রেনে দিঘায় চলে এসেছেন কাতারে কাতারে মানুষ। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশের সামর্থ্যই নেই একটি মাত্র রাতের জন্য এত বিপুল টাকা দিয়ে হোটেলে থাকার। যারা ঘর নিতে পারেননি তারা চলে গিয়েছেন স্টেশন চত্বরে। আর রাত যত বাড়ছে ততই ভিড় উপচে পড়ছে দীঘা স্টেশনের চারিপাশে কিছু সময়ের মধ্যেই সেই জায়গাও পরিপূর্ণ। অগত্যা গাছতলায়, বা ফাঁকা মাঠের মাঝে আশ্রয় নিয়েছেন পর্যটকরা।

কিভাবে হচ্ছে এই কালোবাজারি? দিঘা হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশান সেক্রেটারি বলেন কালোবাজারি হয় না তা সম্পূর্ণ অসত্য। কিছু হোটেল ঘর প্রতি নির্দিষ্ট দর বেঁধে রাখলেও অধিকাংশ হোটেলই এই নিয়মের কোনও ধারে পাশে নেই। তাই পর্যটক কম থাকলে যে ঘর ২০০ থেকে ২৫০ টাকা, তাই আবার ভীড় জমলে হয়ে যায় ২ হাজার থেকে আড়াই হাজার। প্রায় অধিকাংশ হোটেলেই ঘরের দামের কোনও তালিকা ঝোলানো নেই। এখন তো লোকলজ্জার ভয় কাটিয়ে বহু হোটেলের দর বাড়িয়ে করা হয়েছে দিনপ্রতি ৪ হাজার থেকে ৫ হাজার টাকা। এভাবে প্রশাসনের চোখের সামনে লাগাম ছাড়া কালোবাজারি চলতে থাকলেও তা নিয়ে কোনও হেলদোল নেই স্থানীয় প্রশাসনের।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক হোটেল ব্যবসায়ী বলেন আমার হোটেল ওল্ড দিঘাতে এখানে পরিস্থিতি মোটামুটি স্বাভাবিক আছে। শোনা যাচ্ছে নিউ দিঘার দিকে হোটেলগুলো ইচ্ছা খুশি ভাড়া নিচ্ছে পর্যটক এর কথা একবারও ভাবছেনা।

প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে আমাদের কেউ অভিযোগ করেনি অভিযোগ করলে বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখব। আর তারই পরিণতি, এদিন খোলা আকাশের নীচে শিশুদের নিয়ে রাত কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন পর্যটকরা।

স্থানীয় এক হোটেল ম্যানেজার আশিস দুবে বলেন এ রকমই পরিস্থিতি এর আগে আমরা কখনো দেখিনি কাতারে কাতারে লোক আসছে। আমরা রুম দিতে পারছি না মালিকের বিনা অনুমতিতে। নির্ধারিত ভাড়ার চেয়েও বেশি ভাড়া বলেও রুম পাওয়া যাচ্ছে না।

গ্রীষ্মাবকাশের প্রহর-স্মৃতি আলোয়

বোধিসত্ত্ব ভট্টাচার্য

বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উদ্‌যাপন (পড়ুন ভোট) অতিক্রান্ত। সরকার মহোদয়ের অতর্কিত ঘোষণা, স্কুলে গরমের ছুটি বাড়ন্ত। অগত্যা কাটছাঁট জুনের দশ তারিখে শুরু হবে স্কুল। ভালই তো ছিল, এই হাঁসফাঁসের গরমে কিছুটা স্বস্তি অন্তত পাওয়া যাচ্ছিল। বৃষ্টির যখন চারিদিকেই দেখা নেই একদম তখন কোন বাপু একই সঙ্গে ছেলেপুলে এবং তাদের গুরুমশাইদের এহেন পড়া-পড়া খেলায় প্রবৃত্ত করা। এই পরিসরে টাইম মেশিনের সৌজন্যে মন উড়াল দেয় সেই 'সব পেয়েছি'-র শৈশবে। গ্রীষ্মাবকাশ হাঁসফাঁসের বাইরে আরও গভীর অনুষঙ্গ নিয়ে আসতে। সে যেন ছিল এক 'সব পেয়েছির দেশ'!

(২)

ঠিক এখনকার মতো পড়াশোনার মরশুম ছিল না সে সময়ে। মার্চে বার্ষিক পরীক্ষার ফলপ্রকাসের পরেই নতুন ক্লাস শুরু হত এপ্রিল থেকে। নতুন বইপত্র আর শ্রেণিকক্ষের পরিসর মনজুড়ে আনন্দের পরিখা তৈরি কত। নিদাঘতপ্ত মধ্যাহ্নে খেলার মাঠে টিফিন পিরিয়ডে মাঠ-জুড়ে হইহুলোড়ের পর ক্লাসে এসেই ফ্যানোর তলায় বসা নিয়ে হুটোপাটি, জবরদখল লেগেই থাকত। ততক্ষণে স্কুলের কুঁজো থেকে নেওয়া ঠাণ্ডা জল সাবাড় হতে লেগেছে। সর্দিগর্মি অবদারিত। এই করতে করতেই এপ্রিল শেষ।

মে মাসের শুরুতে আসতে বহু প্রতীক্ষিত গ্রীষ্মাবকাসের প্রহর। এর জন্যই তো অপেক্ষায় থাকা এপ্রিল জুড়ে। প্রতিদিনের পড়া তৈরি করে স্কুলে আসা নেই। পড়া না পারলে বিবিধ শাস্তির খপ্পরে পড়া নেই। শাস্তির ফিরিস্তি দিয়ে এখানে লাভ নেই বিশেষ, সেসব উহ্যই থাকুক। সকাল থেকে মেলা পড়ার পরে পাড়া পড়া -খেলা'র পরিসর ।ার কোথাও পাওয়া যেত তখন। সৌজন্য হোমটাস্ক। একমাসের ছুটিতে প্রতিটা বিষয়ের শিক্ষকরা এসবের তালিকা করে বিষয়ের শিক্ষকরা এসবের তালিকা করে দিতেন। সম্পূর্ণ না করে গেলেই আবার শাস্তির কবলে পড়া। আর সেরা ও অনুগত ছাত্রের (পড়ুন, ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল, চোখে পুরু ফ্রেমের চশনা, পড়ার চাপে শরীরচর্চা অভাবে নেয়াপাতি ভুঁড়ির আগমন--- পরিচিত এক আর্কিটাইপ) অকুণ্ঠ ভালবাসায় মাস্টারমশাই জেনে গেলেই আবার শাস্তির সাতকাহন, না হলে বাড়িতে শাস্তির যাবতীয় উপকরণ মজুত! অতএব নৈব নৈব চ!

একমাসের নিয়ম করে হোমটাস্ক শেষ করা। জরুরি অবস্থায় বিকেলে খেলার সময়েও কাঁচি বসানো আর কী। স্কুল খুলেই আবার টার্মিনাল পরীক্ষা আগাস্টে। সুতরাং, ছুটিতেই আগত পরীক্ষার প্রস্তুতি আর কী!

(৩)

আচার হচ্ছে এহেন সময়ের আরেক প্রিয় অনুষঙ্গ। এখন তো সারা বছর সব সময়ই পাওয়া যায়। তবে তা যান্ত্রিক, প্রাণের স্পর্শ নেই। বিস্বাদ ঠেকে স্বাদকোরককে। ছোটবেলায় এই আচারের জন্যই চাইতাম তপ্ত বৈশাকের প্রাপ্তি থাকুক আরও বেশিদিন। অল্পেই ফুরিয়ে না যাক। কিন্তু যেত ফুরিয়ে নিদারুণ দুঃখ কষ্টকে সঙ্গে করে সুখের প্রহর খতম হত।

মধ্যাহ্নভোজনের সময় সামান্য বরাদ্দ হলেও লুকিয়ে-চুরিয়ে খাওয়াতেই ছিল আসল মজা। সে সময়েই সম্রাটের ভাব জাগত মনে। নিঃসঙ্গ হলেও সম্রাটের কুছ পরোয়া নেই। মায়ের হাতে

বানানো বলেই থাকত এক প্রাণ; যা অন্য কিছুতেই মেলা ভার। পাকা আমের যোগ্য সঙ্গত দিত এই আমের আচর!

(৪)

কবীর সুমনের (তখন অবশ্য ছিলেন সুমন চট্টোপাদ্যায়) 'সুমনের গান তোমাকে চাই' সংকলনের অতিপরিচিত একটি গান "মন খারাপ করা বিকেল মানেই মেঘ করেছে/ দূরে কোথাও দু'এক পশলা বৃষ্টি হচ্ছে"। আশ্চর্যজনকভাবে, এই গানের সঙ্গে পরিচয় সেই তখন, যখন ছিলনা সিডি-এমপিথ্রি বা ইউটিউ ফ্রি স্ট্রিমিং ডাইনলোডের রমরমা। এ সেই ক্যাসেটের জমানা। গানের প্রথম পাঠের ভিত্তি ছিল কবিতাই। অর্থাৎ কবিতা হিসেবেই পড়া হয়েছিল, যখন স্কুলের সাহিত্যের মাস্টারমশাই 'কালবৈশাখি' সম্পর্কে প্রবন্ধ লেকানোর শুরুতে ব্যবহার করেছিলেন। পরে তো ক্যাসেটে শোনা হয়েছিল। হ্যাঁ, গানে যে কালবৈশাখির আসার কথা বলা হচ্ছে, তা গরমের ছুটির আরেক স্মার্ত অনুষঙ্গ। সম্পর্কের কোণে মেঘ জমেই সম্পর্কের আখ্যানে গুমট আমদানি করে একদিকে, আর অন্যদিকে বিকেলের দারুণ কালবৈশাখিতে তখন কিঞ্চিৎ স্বস্তির নিশ্বাস। নিদাঘতপ্ত প্রহর শেষে বারিধারায় সুদৃশ্য অবগাহন। যে হোমটাস্কের জন্য বিকেলের খেলা বাতিল, কালবৈশাখির প্রহর আসতেই আবার সেই প্রকৃতির কোলে মাথা পেতে শোওয়া। অতঃপর সুম গানের কথায় আনেন বৈশাখি জড়েণ সময় ঘরের পরিস্থিতি'.............ঘর আবছায়া আর ভিজে ভিজে হাওয়ায় মাখা/মাথার ওপর মিছিমিছি ঘুরছে পাখা'। তখন গরম থেকে বাঁচাতে চারপেয়ে ফ্যানই ছিল ভরসা। বাতানুকূল যন্ত্রে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যাপনে তখনও বন্ধ হইনি আমরা। সময়ক্ষণ নির্ধারণেও ঝড়বাবাজি ধ্রুপদী নিয়ম মেনে চলতেন। ঠিক পড়ন্ত বিকেলেই এসে আবহাওয়ার গমট কমিয়ে সন্ধের শুভ সূচনা করে চলে যেতেন। পানের দোকানে জমজমাট বৈকালিক আড্ডার সময়ে রেডিওতে বাজত পুরনো গান। তার সুর বড়ই আপন আর তা দিয়েই আসত সন্ধে। সুমনের গানেও আছে সেই চেনা পরিবেশের আখ্যান............ 'সরগরম কিন্তু বাইরে রস্তা পানের দোকান/ রেডিওতে হঠাৎ একটা পুরনো গান/শান্ত নদীটি পটে আঁকা/.........তার সুরটা চেনা বলেই ছোঁয়াচ লাগে/ কলকাতাতে সন্ধে বহার একটু আগে।' ২০১৯-এর জুনের প্রারম্ভকালে যার অবিশ্যি একটুও দেখা নেই এখনও পর্যন্ত। মাঝে মাঝে একটু ঝোড়ো ব্যাটিং করলেও তা অমিয়মিত। কোনও দিন একশো করলেও জিরোতেই আউট হওয়া বেশিরভাগ সময়ে।

(সৌজন্যে-প্রতিদিন)

রাধামাধব জীউ পরিচালন কমিটির বিশেষ শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

রবিবাসরীয় শহরে সঙ্গী অস্বস্তিকর গরম, বৃষ্টির সম্ভাবনা কম

কলকাতা, ৯ জুন (হি.স.) : রবিবার বৃষ্টি না হলে দিনভর জারি থাকবে অস্বস্তিকর ঘাম। এমনটাই পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের। অনেকটা দেরিতে হলেও কেরলে শনিবার বর্ষা প্রবেশ করেছে। কিন্তু বাংলার বর্ষার পথে বাধা হয়ে রয়েছে নিম্নচাপ। এইও নিম্নচাপের জেরে যদি বৃষ্টি না হয় সারাদিন মেঘলা আকাশ পেয়েই খান্ত থাকে কলকাতা তাহলে ঘর্মাক্ত রবিবার ছাড়া ভালো কিছুর সম্ভাবনা মিলছে না।

হাওয়া অফিসের রিপোর্ট অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গে ১৫ জুন বর্ষা প্রবেশ করার কথা, কারন কেরলে যেদিন বর্ষা প্রবেশ করে নিয়ম অনুযায়ী তাঁর দিন চারেক পরে উত্তরবঙ্গে বর্ষা আসে। তারপর তার আর দিন তিন চার পর দক্ষিণবঙ্গে মৌসুমি বায়ু পাকাপাকিভাবে জায়গা করে নেওয়া উচিৎ স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী। কিন্তু এখনও পরিস্থিতি অনুকূল নেই সঙ্গে মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে নিম্নচাপ।

নিম্নচাপের জেরে কেরলে ঢোকার আগে গতি হারাতে পারে মৌসুমি বায়ু।এর জের স্বাভাবিক ভাবেই পড়বে বাংলার বর্ষার উপরেও। পাশাপাশি হাওয়া অফিস এও জানাচ্ছে যে , এখনও ওই রাজ্যের পুরো এলাকায় ছড়িয়ে পড়েনি। তবে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে কেরল এবং দক্ষিণ তামিলনাড়ুতে শুক্রবার থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কেরলের চারটি জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিও হয়েছে। কিন্তু বাকি এলাকায় সে কবে ছড়াবে, তা স্পষ্ট করে জানাতে পারেনি মৌসম ভবন। রবিবার মেঘলা আকাশে অস্বস্তিকর গরম ছাড়া বিশেষ কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই কলকাতাসহ দক্ষিণবঙ্গে। রবিবার সকালে কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আর্দতার পরিমাণ সর্বোচ্চ ৯৫ শতাংশ সর্বনিম্ন ৫৭ শতাংশ। আকাশে মেঘের পরিমাণ ৭৫ শতাংশ।

মৌসম ভবনের তথ্য বলছে, প্রাক-বর্ষার মরসুমে বা গ্রীষ্মে বৃষ্টির ঘাটতি তো ছিলই, ১ জুন থেকে ৮ জুন পর্যন্ত গোটা দেশের বৃষ্টির ঘাটতি ৪৩ শতাংশে পৌঁছেছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই ঘাটতি ৫১ শতাংশ। হিসেব বলছে, গোটা দেশের বৃষ্টির ৭০-৮০ শতাংশ বর্ষার থেকে মেলে। শীতকালীন কৃষিকাজের জলও এ সময়ে বিভিন্ন জলাধারে সঞ্চয় করে রাখা হয়। ফলে বর্ষা স্বাভাবিক না-হলে সারা বছর ধরে তার ফল ভুগতে হতে পারে।

মুম্বইয়ে পথদুর্ঘটনায় মৃত ৩ ফুটপাতবাসী

মুম্বই, ৯ জুন (হি. স.) : মুম্বইয়ের ভিখরোলি শহরতলিতে বেপরোয়া গতির বলি হলেন তিন ফুটপাতবাসী। দুটি ট্যাঙ্কারের সংঘর্ষের জেরে চাকায় পিষে মৃত্যু হয়েছে ৫০ বছর বয়সী এক মহিলা ও তাঁর দুই নাতি-নাতনির, যাদের একজনের বয়স ১৫ বছর ও অপরজনের মাত্র ৩ বছর বয়স। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার গভীর রাতে। রবিবার এ ব্যাপারে এক পুলিশ কর্তা জানান, ভিখরোলি শহরতলির পার্ক সাইট এলাকায় একটি হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্যাঙ্কারের পিছন দিক থেকে, বেপরোয়া গতিতে ছুটে আসা অপর একটি ট্যাঙ্কার সজোরে ধাক্কা মারলে ওই দুর্ঘটনা ঘটে।

রোজকার মতো শনিবার রাতেও ভিখরোলি শহরতলির পার্ক সাইট এলাকায় একটি হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্যাঙ্কারের পিছন দিক থেকে বেপরোয়া গতিতে ছুটে এসে স্থায়ী ট্যাঙ্কারটির পিছন দিক থেকে তীব্র ধাক্কা মারে এবং যার জেরে চাকার নিচে পিষে যান ঘুমন্ত ওই তিনজন। ঘটনার তীব্রতা এতটাই ছিল যে বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে যায় আশেপাশের মানুষের। স্থানীয় সূত্রে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। স্থায়ী ট্যাঙ্কারটিকে সরিয়ে চাপা পড়া তিনজনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। রবিবার সকালে মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘাতক ট্যাঙ্কারটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।পুলিশ সূত্রের খবর, অশোক সাহুর নামে ঘাতক ট্যাঙ্কারের চালক ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দিলেও এদিন সকালে তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত চালকের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির সেকশন ২৭৯ (বেপরোয়া ড্রাইভিং), ৩৩৭ (অন্যদের জীবন বা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপন্ন করা) এবং ৩০৪-এ (অবহেলার কারণে মৃত্যু) ধারায় মামলা করা হয়েছে।

মমতার ভরসা প্রশান্ত কিশোর নীতিশের পাশে থেকেই জেডি(ইউ)-র বৈঠকে

পাটনা, ৯ জুন (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এখন বড় ভরসা নির্বাচন কৌশলি প্রশান্ত কিশোর। তিনি আবার জনতা দল ইউনাইটেদের গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন। রবিবার সেই প্রশান্ত কিশোরকেই দেখা গেল জেডিইউ-এর জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে। দলের প্রধান তথা বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের ডান পাশে বসেছিলেন প্রশান্ত। এদিন সকালে বিহারের রাজধানী শহর পাটনায় অনুষ্ঠিত হয় সেই বৈঠক। হাজির ছিলেন বশিষ্ঠ নারায়ণ সিং এবং কেসি ত্যাগির মতো জেডিইউ দলের শীর্ষ স্তরের নেতারা।

মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে প্রশান্ত কিশোরকে ক্যবিনেটে ঠাঁই দিয়েছিলেন নীতিশ। পরে সরকার থেকে সরিয়ে দলের সর্বভারতীয় নেতা করেছেন। দীর্ঘ দিন ধরে বিজেপি পরিচালিত এনডিএ শিবিরের সঙ্গে রয়েছেন নীতিশ কুমার। মাঝে অল্প সময়ের জন্য জোট ছাড়লেও ফের ফিরেছেন গেরুয়া শিবিরে। সেই ব্যক্তির উপরেই বড় ভরসা করেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ একাধিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনে জয়ের সাফল্যের পিছনে রয়েছে এই ব্যক্তির মস্তিস্ক।

এনার উপরে ভর করেই পশ্চিমবঙ্গের আগামী বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করতে চলেছে তৃণমূল।

তৃতীয়বার ক্ষমতায় ফেরার পথ মসৃণ করতে পেশাদার ভোট বিশেষজ্ঞ প্রশান্ত কিশোরের সঙ্গে হাত মেলাতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক হয় প্রশান্তের। এই নিয়ে এনডিএ শিবিরেও ক্ষোভ রয়েছে। যদিও প্রশান্তের পাশে দাঁড়িয়েছেন দলের নেতা নীতিশ কুমার। পেশার কারণে তৃণমূলের সঙ্গে চুক্তি করেছেন বলে দাবি করেছেন জেডিইউ প্রধান।

দুই অন্তঃরাষ্ট্রীয় অবৈধ অস্ত্র ব্যবসায়ী গ্রেফতার

হায়দরাবাদ, ৯ জুন (হি. স.) : তেলেঙ্গানার আলমাসগুড়া কামান এলাকা থেকে দুই অবৈধ অন্তঃরাষ্ট্রীয় আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে রাচাকোন্ডা পুলিশের একটি বিশেষ দল এবং মীরাট পুলিশ। বিশ্বস্ত ও গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, রাচাকোন্ডার পুলিশের বিশেষ বাহিনী ও মীরাট পুলিশ শনিবার রাত থেকে ওই অঞ্চলে একটি যৌথ অভিযান চালায়। শনিবার গভীর রাতের ওই অভিযানে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র কারবারি মামলায় অভিযুক্ত দুই ব্যবসায়ী অরুণ যাদব ও শঙ্কর যাদবকে আলমাসগুড়া কামান এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে যৌথ পুলিশবাহিনী।

রবিবার মীরাট থানার পুলিশের এক কর্তা জানান, 'ধৃত দুই ব্যবসায়ী বিহারের বাসিন্দা। তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে ৬ লাইভ রাউন্ড (৭.৬৫), দুটি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন এবং দুটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।' পুলিশ সূত্রের খবর, জেরায় ওই দুই ব্যবসায়ী জানায়, নিজেদের উপার্জনে সন্তুষ্ট না হওয়ায় অবৈধ অস্ত্র ব্যবসায়ে নেমেছিল তারা। নিজের গ্রামের এক কারবারির কাছ থেকে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র নিত অরুণ যাদব। ২০,০০০ টাকা করে দুটি পিস্তল এবং ৬ রাউন্ড তাজা বুলেট সহ একটি খালি ম্যাগাজিন কিনে হায়দরাবাদে অবৈধভাবে বিক্রির জন্য নিয়ে এসেছিল অরুণ ও তার সঙ্গী শঙ্কর। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে যৌথ অভিযান চালিয়ে তাদের ধরে ফেলে রাচাকোন্ডার পুলিশের বিশেষ বাহিনী ও মীরাট পুলিশ। ঘটনার তদন্ত চলছে। সোমবার ধৃতদের আদালতে তোলা হবে।

বিশ্ব মহাসাগর দিবসে সমুদ্রকে পরিস্কার রাখার বার্তা মমতার

কলকাতা, ৯ জুন (হি.স) : আজ ৯ জুন, বিশ্ব মহাসাগর দিবস। রবিবার এই বিশেষ দিন উপলক্ষে জলকে স্বচ্ছ রাখার বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন নিজের টুইটারে জনগনের কাছে এই বার্ত তুলে ধরেন তিনি।

এদিন টুইটারে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'আজ বিশ্ব মহাসাগর দিবস। বর্তমানে মহাসাগরগুলি দূষণের ফলে সংকটের মুখোমুখি। প্লাস্টিক দূষণ এই সমস্যার অন্যতম কারণ। আসুন মহাসাগরগুলি পরিষ্কার রাখতে আমরা দূষণকারী জিনিস ব্যবহার কম করি এবং পরিবেশ বান্ধব জিনিসের ব্যবহার বাড়াতে অঙ্গীকারবদ্ধ হই।'উল্লেখ্য, প্লাস্টিক অপচ্য পদার্থ হওয়ায় তা সৃষ্টির পর পুনঃচক্রায়ন না হওয়া পর্যন্ত এটি পরিবেশে অবস্থান করে । ২০১২ সালে, একটি গবেষনায় দেখা গেছে, সমগ্র বিশ্বের সমুদ্রে আনুমানিক ১৬৫ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক বর্জ্য আছে । তার মধ্যে ৫ ট্রিলিয়নের বেশি প্লাস্টিক জলে ভেসে রয়েছে। এই প্লাস্টিক থেকে প্রতিনিয়ত ক্ষতিকর রাষায়নিক পদার্থ যেমন: বায়োস ফেনল, পলিস্টিরিন ইত্যাদি পরিস্রুত হচ্ছে । এর ফলে এটি নিয়মিত জলজ প্রাণীর খাদ্যচক্রে ঢুকে পড়ছে (মাইক্রো কণাসমূহ) ,যা প্রাণীর জন্য খুবই বিপদজনক হয়ে দাঁড়াচ্ছে ।

দিল্লি গেলেন রাজ্যপাল

কলকাতা, ৯ জুন (হি.স) : রবিবার দিল্লি উড়ে গেলেন রাজ্যপাল। রবিবার সকালে দিল্লির বিমান ধরেন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠি। সূত্রের খবর, দিল্লিতে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করবেন রাজ্যপাল। প্রশাসনিক বিষয় নিয়েই সেই বৈঠক হবে বলে খবর। জানা গেছে, আজ অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করার কথা রয়েছে কেশরীনাথ ত্রিপাঠির। উত্তপ্ত সন্দেশখালি । এই অবস্থায় রাজ্যপালের থেকে সেখানকার পরিস্থিতি জানতে চাইতে পারেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক রয়েছে তাঁর।

শনিবার রাতেই অমিত শাহের হাতে থাকা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র দফতরের থেকে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে সন্দেশখালি নিয়ে । রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের দায়িত্বে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং । বিষয়টিকে রাজ্য সরকারের উপর চাপ তৈরির কৌশল বলেই মনে করা হচ্ছে। রবিবারই সন্দেশখালি যাচ্ছেন বিজেপির সংসদীয় দলের প্রতিনিধি দল । জানিয়েছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ । এর আগে নানা প্রসঙ্গে রাজ্যের পদক্ষেপের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন রাজ্যপাল । এক্ষেত্রেও তার অন্যথা হবে না বলেই ইঙ্গিত । ফলে সন্দেশখালি নিয়ে তৃণমূল বিজেপি তরজায় মাত্রা যোগ করতে পারে কেশরীনাথ ত্রিপাঠির মন্তব্য ।

ফ্ল্যাগ খোলাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষে অগ্নিগর্ভ সন্দেশখালির ন্যজাটের হাটগাছি এলাকা। এখনও পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছে তিনজনের দেহ। সংঘর্ষে নিহত তৃণমূল কর্মী কায়ুম মোল্লার দেহ শনাক্ত হয়েছে। অন্যদিকে, উদ্ধার হয়েছে প্রদীপ মণ্ডল ও সুকান্ত মণ্ডল নামে ২ বিজেপি কর্মীর দেহ। কিন্তু উভয়পক্ষেরই দাবি, তাদের আরও অনেক কর্মী নিখোঁজ। তৃণমূলের দাবি, তাদের ৬ কর্মী নিখোঁজ রয়েছে। পাল্টা বিজেপি নেতা মুকুল রায়ের দাবি, তাদের ৫ জন কর্মীকে খুন করা হয়েছে।

এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ চাইছে বিজেপি। গোটা ঘটনাটি গতকালই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে জানান মুকুল রায়। রাতেই সন্দেশখালির ঘটনায় রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট তলব করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এরপরই আজ সকালে উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লি উড়ে গেলেন রাজ্যপাল। সাম্প্রতিক পরস্থিতির বিচারে যা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহল মহল।

সংঘর্ষের ঘটনায় দু-দলই একে অপরের দিকে আঙুল তুলেছে। মুকুল রায় অভিযোগ করেছেন, 'শেখ শাহাজাহানের নেতৃত্বেই এই হামলা হয়েছে। বিজেপির ৫ জন কর্মীকে গুলি করে, কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। পুলিশ কোনও সহযোগিতা করছে না। পুরো ঘটনা আড়াল করার চেষ্টা করছে'। অন্যদিকে, অভিযুক্ত সন্দেশখালি ১ নম্বরের তৃণমূল ব্লক সভাপতি শেখ শাহাজাহানের দাবি, 'সায়ন্তন বসু ও মুকুল রায়ের উস্কানিতেই এই ঘটনা ঘটেছে। আমার নামে বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে। আমি ঘটনাস্থলেই ছিলামই না'।

ডাকাতির ছক বানচাল, পুলিশি তল্লাশিতে গ্রেফতার তিন দুষ্কৃতীকে, পলাতক দুই

হাওড়া, ৯ জুন (হি.স.) : ডাকাতির ছক বানচাল করল পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হাওড়া পুলিশ শনিবার গভীর রাতে হাওড়ার মালিপাঁচঘড়া থেকে গ্রেফতার করা হয় তিন দুষ্কৃতীকে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মালিপাঁচঘড়া থানার ছোটেলাল মিশ্র রোডে শনিবার তল্লাশি অভিযান চালায় পুলিশ। তখন তিনজনকে হাতেনাতে ধরা গেলেও বাকি দু'জন পালিয়ে যায়। ধৃতদের কাছ থেকে ৯.৫ ইঞ্চির একটি ওয়ান শর্টার আগ্নেয়াস্ত্র, এক রাউন্ড কার্তুজ, ভোজালি, লোহার রড উদ্ধার হয়। ধৃত মহম্মদ জাহিদ, মহম্মদ ছোট্টু ও মহম্মদ শামিমকে রবিবার দুপুরে হাওড়া আদালতে তোলা হয়। বাকি দুই পলাতকের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, শনিবার রাতে এরা একটি ওয়াগনার গাড়ি নিয়ে মালিপাঁচঘড়ার জে এন মুখার্জি রোড ধরে আসছিল। আগাম খবর থাকায় এবং এদের গতিবিধি দেখে সন্দেহ হওয়ায় পুলিশ এদের উপর নজর রাখে। এরপর বেশ কিছুটা দূরে ওয়াগনার গাড়িটি ছোটেলাল মিশ্র রোডে পার্কিং করা হয়।

পিছনে থাকা পুলিশের দল ওয়াগনার গাড়িটি ঘিরে ফেলে। এদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করবে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে পুলিশ জেনেছে, এরা অটোমোবাইল চুরি চক্রে জড়িত। এই চক্রের সঙ্গে আর কেউ বা কারা যুক্ত রয়েছে কীনা, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরেই এই চক্র নানা অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনায় বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সন্দেশখালিতে

বসিরহাট, ৯ জুন (হি.স.) : সন্দেশখালিতে রাজনৈতিক সংঘর্ষে অগ্নিগর্ভ সন্দেশখালির ন্যজাটের হাটগাজি এলাকা। এখনও পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছে তিনজনের দেহ। সংঘর্ষে নিহত তৃণমূল কর্মী কায়ুম মোল্লার দেহ শনাক্ত হয়েছে। অন্যদিকে, উদ্ধার হয়েছে প্রদীপ মণ্ডল ও সুকান্ত মণ্ডল নামে ২ বিজেপি কর্মীর দেহ। এখন বিজেপির দাবি তাদের ৩ কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। ফলে চতুর্থ দেহটি কোথায়? তা নিয়ে ধোঁয়াশা দেখা দিয়েছে। চতুর্থ দেহের খোঁজে ভেরিতে ভেরিতে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। এদিকে, এই ঘটনায় রবিবার দুপুরে রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল ঘটনাস্থলে যাচ্ছে। সেই দলে থাকবেন দিলীপ ঘোষ, মুকুল রায়, সায়ন্তন বসু, লকেট চট্টোপাধ্যায়, জগন্নাথ সরকার, শান্তনু ঠাকুর, অর্জুন সিং, দুলাল বার প্রমুখ। সকাল ১১টায় সন্দেশখালির উদ্দেশে রওনা দেবে এই দলটি। অন্যদিকে, আগামী সপ্তাহে আসতে পারে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল। সন্দেশখালিতে দলীয় কর্মী খুনের ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্তর থেকে হস্তক্ষেপ চাইছে রাজ্য নেতৃত্ব। ইতিমধ্যেই গোটা ঘটনার বিষয়ে অমিত শাহকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন মুকুল রায়। বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছেন, 'তৃণমূল কতদূর যেতে পারে দেখব।' শনিবার যখন হামলা হচ্ছে, গুলি চলছে তখন পুলিশ কোনও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেনি বলে অভিযোগ নিহত বিজেপি কর্মী প্রদীপ মণ্ডলের স্ত্রীর। তাঁর অভিযোগ, 'হামলা হচ্ছে। গুলি চলছে। পুলিসকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি।' অন্যদিকে আজ সন্দেশখালি যেতে পারে তৃণমূলের প্রতিনিধি দলও। সকালে মধ্যেমগ্রাম পার্টি অফিসে জরুরি বৈঠকে বসছে তৃণমূল নেতৃত্ব। তারপরই সন্দেশখালি যাওয়া নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে। এমনটাই জানা গিয়েছে তৃণমূল সূত্রে।

সংঘর্ষের সময় পাথর ছোঁড়াছুঁড়িতে আহত ৬

মুজফফরনগর, ৯ জুন (হি স) : উত্তর প্রদেশের শেরনগর গ্রামে দুই দলের সংঘর্ষে পাথর ছোঁড়াছুঁড়ির সময় কমপক্ষে ছয়জন আহত হয়েছেন। রবিবার এ ব্যাপারে পুলিশ জানিয়েছে, নিউ মান্ডি থানার অন্তর্গত শেরনগর গ্রামে গাড়ি পার্কিং করা নিয়ে রশিদ ও তেমুর নামে দুই ব্যক্তির মধ্যে বচসা বাধে, পরে স্থানীয় লোকজন তাতে যোগ দিলে তা সংঘর্ষে পরিণত হয়। পুলিশ সূত্রের খবর, দুই দলের সংঘর্ষ চলাকালীন পাথর ছোঁড়াছুঁড়িতে গুরুতর আহত হন কমপক্ষে ৬ জন। দুই দলের লোকেরাই একে অপরকে

ছয়ের পাতায়

বাংলায় অশান্তি পাকানোর জন্য উস্কানি দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী, তোপ মুকুলের

কলকাতা, ৯ জুন (হি.স.) : বাংলায় অশান্তি পাকানোর জন্য উস্কানি দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লি থেকে ফিরে কলকাতায় ফিরে বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে তোপ দাগলেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী উস্কানি দিচ্ছেন বাংলায় গন্ডগোল করার জন্য। সন্দেশখালিতে তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছে আমাদের কর্মীরা। আরও অনেক কর্মী গ্রাম ছাড়া হয়ে গিয়েছে।' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দায়ী করে ঘটনার দায় নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন কৈলাস বিজয়বর্গীয়ও। এদিকে অশান্তির আশঙ্কায় সন্দেশখালিতে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

মুকুল রায় অভিযোগ করেন, 'শেখ শাহাজাহানের নেতৃত্বেই এই হামলা হয়েছে। বিজেপির ৫ জন কর্মীকে গুলি করে, কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। পুলিস কোনও সহযোগিতা করছে না। পুরো ঘটনা আড়াল করার চেষ্টা করছে।' শনিবার যখন ঘটনা ঘটে তখন দিল্লিতেই ছিলেন মুকুল রায়। তিনি জানিয়েছেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে গোটা বিষয়টি জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি, রাজ্যে বিজয় মিছিল নিষিদ্ধ করার প্রসঙ্গে মুকুল রায় প্রশ্ন করেন, 'আইপিসি-র কোন ধারায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিচ্ছেন? তা বলতে হবে।' নইলে তাঁর দাবি, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলতে হবে আমার রাজ্যে ল'' অ্যান্ড অর্ডার নেই। কেন্দ্র হস্তক্ষেপ করুক।' রবিবার বিজেপির রাজ্য প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থলে যাচ্ছে। সেই দলে রয়েছেন দিলীপ ঘোষ, মুকুল রায়, সায়ন্তন বসু, লকেট চট্টোপাধ্যায়, জগন্নাথ সরকার, শান্তনু ঠাকুর, অর্জুন সিং, দুলাল বার প্রমুখ। সূত্র বলছে, ২টি দলে ভাগ হয়ে সন্দেশখালিতে ঢুকবে বিজেপি। একটি দল যাবে বাসন্তী হাইরোড ধরে। আরেকটি দল যাবে অন্য দিক দিয়ে। একটি দলের নেতৃত্বে থাকবেন মুকুল রায়। আরেকটি দল যাবে দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে। মুকুল রায় জানিয়েছেন, 'সাংসদদের দল এলাকা পরিদর্শন করার পরই পরবর্তী কার্যক্রম ঠিক করা হবে।

মেট্রো স্টেশন চত্বরে মহিলার মুণ্ডহীন দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নয়াদিল্লি, ৯ জুন (হি.স.) : শনিবার রাতে মেট্রো স্টেশনের সামনে থেকে এক মহিলার মুণ্ডহীন দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। এই ঘটনায় নয়াদিল্লি মেট্রো স্টেশন চত্বরে চাঞ্চল্য তৈরি হয়। দিল্লির জাহাঙ্গিরপুরী মেট্রো স্টেশনের সামনে থেকে ওই মহিলার দেহ উদ্ধার হয়। দেহে পচন ধরে গিয়েছিল। সম্ভবত দু-তিন দিন আগে তাঁকে খুন করে হয়েছে বল পুলিশের অনুমান।

স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার এলাকায় প্রচণ্ড দুর্গন্ধ বেরোতে থাকে। জাহাঙ্গিরপুরী মেট্রো স্টেশনের বাইরে দাঁড় করে রাখা একটি সাইকেলের উপর সবার নজর যায়। ওই সাইকেলের উপর রাখা ছিল একটি ট্রাঙ্ক। সেই ট্রাঙ্কের ভিতরে কম্বলের মধ্যে মৃতদেহটি জড়ানো ছিল। স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। কম্বল খুলতেই এক মহিলার ধরহীন মৃতদেহ বেরিয়ে আসে। মৃতদেহের পচন দেখে পুলিশ মনে করছে, তিন-চার দিন আগেই মহিলার মৃত্যু হয়েছে। মহিলার নাম পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

রবিবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে দলীয় কর্মীদের নিয়ে বৈঠকে দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

মেক-আপ শুধু সাজ-পোশাকের জৌলুস নয় ঃ তা এক ধরনের শিল্প

মেক-আপ শুধু শরীরের প্রসাধন বা সাজ-পোশাকের জৌলুস নয় - তা কলা বা শিল্প। যে কাজে কিছু তৈরি করতে বা গড়ে তুলতে বা নির্মাণ করতে কল্পনার সাহায্য নিতে হয়, ভাবের সাহায্য নিতে হয় তাই শিল্প। সে অর্থে মেক-আপ একটা শিল্পও। এখানে প্রতিটি নারীকে তাদের কল্পনা, ভাবনা, সৌন্দর্যবোধ ইত্যাদির সমন্বয়ে মেক-আপকে রুচিকর ও দৃষ্টিনন্দন করে গড়ে তুলতে হয়।

মনে রাখতে হবে, দামি-দামি পোশাক বা মূল্যবান প্রসাধন সামগ্রী হলেই হয় না। এর জন্য চাই রুচিবোধ, শিল্পবোধ, মেক-আপ করার জ্ঞান।

সাজার সময় খুব সচেতন থাকতে হয়। কারণ এখানে ভুল হলে বা ত্রুটি হলে তা পাঁচজনের সামনে প্রকাশ হয়ে যায়। ফলে একজনের সুন্দর আকর্ষণ চেহারা রঙে বা মোটা দাগের প্রসাধনে চাপা পড়ে যায়।

প্রসাধনের কাজ ধীরে-সুস্থে শৈল্পিক দৃষ্টিতে করতে হয়। কারণ মেক-আপ সম্পন্ন হলে তা সুন্দর হোক বা অসুন্দর, লোকে শুধু সেই মেক-আপই দেখে, কে মেক-আপ করেছে তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। আপনি একজন ভালো বিশেষজ্ঞ হতে পারেন তখনই যখন প্রসাধন সামগ্রীকে সঠিকভাবে এবং শিল্পবোধের সঙ্গে ব্যবহার করে আপনার চেহারার বা সৌন্দর্যের দোষ-ত্রুটিগুলোকে ঢেকে ফেলে রূপ-যৌবনকে অন্যের চোখে এবং নিজের চোখে আকর্ষণীয় করে তুলতে সক্ষম হন। অন্ততঃ আপনি নিজেকে যেমনটা করে তুলতে চাইছেন।

রঙ বা তার মিশ্রণের ব্যবহার হয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সৌন্দর্যবোধের ওপর এই রঙের ব্যাপারটা আরও নির্ভর করে আপনার পোশাক-আশাক আপনার গায়ের রঙ এবং চেহারার ওপর। মেক-আপের রঙ লক্ষ্য রাখতে হয় যেন আপনার ত্বক ও পোশাকের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়।

সবার মেক-আপ সমান হয় না। এক-একজনকে এক-এক রকম মেক-আপ ভালো লাগে। যেমন তেমনভাবে সাজলে অনেকটা শিব গড়তে বাঁদর হয়ে যায়। সেটা নিশ্চয় কাম্য নয়? সৌন্দর্যের শেষ কথা হলো চোখকে মুগ্ধ করা। চোখ যদি মুগ্ধ না হয়, চোখ যদি আনন্দ না পায় তাহলে সাজার কোনো মানেই হয় না। তাই মেক-আপ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হতে হয়। আবার মেক-আপ করার সময়ে নিজের পোশাক, রঙ, রূপ দেখলেই শুধু হয় না।

সেজেগুজে আপনি কোথায় অর্থাৎ কেমন অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন, কখন অর্থাৎ দিনে না রাতে যাচ্ছেন সেদিকেও খেয়াল রাখতে হয়। কারো জন্মদিনে যাওয়ার জন্য মেক-আপ আর কোনো বিবাহ অনুষ্ঠানে যাওয়ার মেক-আপ সমান নয়। একই মেয়ে রাতে যে মেক-আপ করলে সুন্দর দেখায়, ওই একই মেক-আপ দিনের বেলায় তাকে উৎকট দেখায়।

মেক-আপ করার সময় সাধারণতঃ তিনটি ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হয়। (এক) মেক-আপ-এর রঙের মিলান বা একরূপতা, (দুই) বিশেষ ধরনের শেড ব্যবহার, আর (তিন) অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে কোনো বিশেষ ব্যাপারকে তুলে ধরা। আবার এই সঙ্গে বিশেষ নৈপুণ্যের সঙ্গে চেহারার কোনো ত্রুটিকে আড়াল করার ব্যাপারও থাকে।

মিলান করার জন্য সবচেয়ে আগে ব্যবহৃত ফাউন্ডেশনে রঙের মিশ্রণ করা এবং তাকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার একটা ব্যাপার থাকে। এই তিনটি কাজ কিন্তু আলাদা অথচ তিনের কাজ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। ফলতঃ আলাদা করে ওই তিন ধরনের কাজ লোকের চোখে পড়ে না। এই কাজটা অর্থাৎ একরূপতা (বা মিলান) আনার কাজটাই অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সঙ্গে করতে হয়। ওই তিন ধরনের কোনো একটা কাজই আলাদাভাবে চোখে না পড়ে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়। ব্যাপারটা অনেকটা রান্নার মতো।

রান্নার মধ্যে নানা তেল-মশলা দেওয়া হলো কিন্তু তা পাক হয়ে মিলেমিশে চিনামাটির পাত্রে করে ডাইনিং টেবিলে পরিবেশন করা হলো। তখন আর সেগুলোকে আলাদা কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। মিলেমিশে তা একাকার হয়ে যায় এবং ভিন্নতর একটা জিনিস সামনে হাজির হয়, যা স্বাদে-গন্ধে আমাদের রসনাকে তৃপ্তি করে। ভালো রান্নার এটাই হলো বৈশিষ্ট্য। তেমনি ভালো মেক আপ এর শেষ কথা হলো দৃষ্টিস্পন্দন হওয়া, আকর্ষক হওয়া।

তাতে কি কি ব্যবহৃত হয়েছে বা কার কার কোন প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে তার আলাদা কোনো অর্থ নাই, সেটা নিয়ে লোকেরও কোনও মাথা ব্যথা নাই।

যেমন আপনি যখন আপনার মুখে রঙ ফুটিয়ে তোলার জন্য রুজ ব্যবহার করছেন , তখন তা ছোপ ছোপ হয়ে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা না যায় বা দেখা যায়। ঠিক তেমনিভাবেই মুখে যে ফাউন্ডেশন লাগাচ্ছেন তা যেন মুখে লাগানো অন্য রঙের জন্য সুন্দরভাবে মিশে যায়। অর্থাৎ ত্বকের রঙের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়, আর তার কোনো দাগ বা আঁচড় ফুটে আছে বলে মনে না হয়।

মেক আপ করার সময় বয়সের ব্যাপারটাও খেয়াল করা উচিত। সব বয়সে সব মেক আপ বা সব ধরনের মেক আপ ভালো লাগে না।

মেক আর এর সামগ্রী মান যেন উন্নত হয় অর্থাৎ তা যেন সস্তা না হয়। এবং ভালো নামি কোম্পানির হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়। সস্তা বা নিম্নমানের প্রসাধন আপনার ত্বকের প্রভূত ক্ষতি সাধন করতে পারে। আবার ভালো উন্নত মানের প্রসাধন সামগ্রীও বেশিদিন ঘরে পড়ে থাকলে নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং সেগুলো ততদিনই ব্যবহার করুন যতদিন তা ব্যবহৃত করা যায়। শুকিয়ে যাওয়া, দলা পাকিয়ে যাওয়া, বিবর্ণ হয়ে যাওয়া বা শক্ত হয়ে যাওয়া প্রসাধন সামগ্রী কখনো ব্যবহার করবেন না। এখানে দামি বা সুন্দর বা বিদেশি ইত্যাদি বলে মায়া করলে আপনি নিজেই ঠকবেন।

বয়স্ক অবস্থায় হৃদরোগের ঝুঁকি

নতুন কে গবেষণায় দেখা গেছে, কৈশোরে পুরুষের অধিক ওজন থাকলে, মধ্যবয়সে হৃদযন্ত্র অক্ষম হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন। গবেষকরা জানান, হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে যাওয়ার বড় বয়স এখন ৪৭ বছর, বিশ্বের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এটা এখন বড় হুমকি হয়ে গিয়েছে। এই গবেষণায় দেখা গেছে যেসকল প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের উচ্চতা এবং ওজনের অনুপাত (বডি ম্যাস ইনডেক্স বা বিএমআই) ২০ থেকে ২২.৫ তাদের বয়স্ক অবস্থায় হৃদরোগের ঝুঁকি অন্যদের তুলনায় ২২ শতাংশ বেশি থাকে। এই গবেষণার আরও প্রামাণিত হয় যে, মোটা পুরুষ যাদের বিএমআই ৩৫ বা তারও বেশি তাদের হৃদরোগের ঝুঁকি আরও ১০ গুণ বেশি হয়। সুইডেনের ইউনিভার্সিটি অফ গথেনবার্গের অধ্যাপক আনিকা রোজেনগ্রেন বলেন, "সতর্কতামূলক ব্যবস্থার জন্য কৈশোরে শরীরে ওজন গুরুত্বপূর্ণ এবং কম বয়সে স্বাস্থ্যকর ওজন ধরে রাখা উচিত। তিনি আরও জানান, বিভিন্ন গবেষণায় এতদিন বলা হচ্ছিল বিএমআই ১৮.৫ থেকে ২৫ এর মধ্যে থাকলে ওজন ঠিক আছে বলে ধরে নিতে হবে।

তবে এই পরিমাপক এককে বয়সের কথা উল্লেখ্য করা হয়নি। ফলে যারা প্রাপ্ত বয়সে এসে ওই ওজনে নিশ্চিন্তে থাকেন। তাদের মধ্যেও অনেকে হৃদরোগের সমস্যায় পড়তে পারেন। অথচ তারা এতদিন নিজেদের শুকনা বলেই জানত। ইউরোপিয়ান হার্ট জার্নালে প্রকাশিত এই গবেষণার জন্য ২৩ বছরের বেশি সময় ধরে, পাঁচ থেকে ৪২ বছর বয়সি ১৬ লক্ষেরও বেশি পুরুষের উপর জরিপ চালানো হয়। গবেষণার অংশগ্রহণকারীদের অবস্থা পুনর্বিবেচনার সময় দেখা যায় ৫ হাজার ৪৯২ জন পুরুষের মধ্যে ৪৭ জন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। রোজেনগ্রেন পরামর্শ দেন, "পৃথিবীজুড়ে মহামারী আকারে বৃদ্ধি পাওয়া ওজন বৃদ্ধির সম্যসা জরুরি ভিত্তিতে মোকাবেলা করতে হবে।

স্বাভাবিক ত্বকের যত্ন না হলে অবহেলায় ত্বকের স্বাস্থ্যহানি

ত্বক স্বাভাবিক হলে সমস্যাও অনেক কম হয়। ত্বকের যত্ন না হলে অবহেলায় ত্বকের স্বাস্থ্যহানি ঘটে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়।

ক্লিনজিং — * গায়ে মাখা সাবান দিয়ে পরিষ্কার করুন।বেসনও ব্যবহার করতে পারেন। ২/৩ চামচ বেসন গুলে সারাগায়ে মেখে পরে জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিন। * প্রথমে অল্প গরম জলের ঝাঁপটা দিয়ে শরীর ধুয়ে তারপর ঠাণ্ডা জলে স্নান করুন।

* মুখ হালকা গরম জল দিয়ে মুছে ঠাণ্ডা জলের গা-সহ ঝাঁপটা দিন।

* দিনে অন্তত ৫/৬ বার মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দেবেন। এতে ত্বকের পরিচ্ছন্নতা ছাড়াও শরীর ঝরঝরে লাগে।

* জল ছাড়া মাঝে মাঝে প্রচলিত কোম্পানির ক্লিনজিং মিল্ক বা ক্লিনজিং লোশন দিয়ে ত্বক পরিষ্কার করবেন। ক্লিনজিং মিল্ক ব্যবহারে ত্বকের ময়লা উঠে আসে। হালকা ভাবে তুলো বুলিয়ে নেবেন।

* মুখের ত্বক পরিষ্কার করার পর ফ্রেশনার বা স্কিন টনিক লাগাতেপারেন। অথবা ঘরোয়া রূপটানে আলু থেঁতো, শশার চাক,, পাতিলেবুর রস প্রভৃতিতে ভালো কাজ হয়।

* পরিষ্কার করা মুখে ময়শ্চারইজিং লোশন ব্যবহার করবেন।

*সপ্তাহে একদিন হালকা গরম জলে নুন দিয়ে তোয়ালে ভিজিয়ে আলতো করে ঘষে মুখে, কানের পাশে, ঘাড়ে, গলার মরা চামড়া ভাল করে তুলে দিন। যেদিন এভাবে করবেন সেদিন আর ময়শ্চারিং লোশন ব্যবহারের প্রয়োজন নাই।

* সপ্তাহে একদিন অন্তত: মুখে গরম জলের ভাপ দেবেন। হালকা গরম জলে কয়েক খানা তুলসী পাতা দিয়ে নেবেন। গামলার জলের কাছাকাছি মুখ দিয়ে তোয়ালে দিয়ে মাথা ঢেকে নেবেন দেখবেন মুখেই যেন শুধু ভাপ লাগে। ভাপ নেওয়া ভাল, এতে লোমকূপের নোংরা পরিষ্কার হয়ে, ব্রণ হওয়া কমে যায়। পাঁচ মিনিটের বেশি ভাপ নেওয়ার দরকার নেই।

* যাদের ত্বক স্বাভাবিক তারা সপ্তাহে দু'দিন ফেস প্যাক লাগাবেন। বাড়িতে নানা রকম ফেস প্যাক তৈরি করে নিতে পারেন যেমন ডিমের কুসুম আর অলিভ অয়েল মিশিয়ে মেখে পরে ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে নেবেন। ফেসপ্যাক এর ব্যবহারে ত্বক উজ্জ্বল হয়।

*রাত্রে শুয়ে যাবার সময় যে কোন ঋতুতে মুখ, হাত, পা ভাল করে পরিষ্কার করে ধুয়ে মুছে ক্রিম মাখবেন।

*মেকাপ করার আগে এন্টিনজেন্ট লোশন লাগানো ভালো।

মিশ্র ত্বকের যত্ন ঃ মিশ্র ত্বকে মুখ মণ্ডলের কিছু অংশ বেশি তেলা হয়। সেজন্যে এই জাতীয় ত্বকে কোন অংশ কি রকম তা বুঝে তবেই পরিচর্যা করা ভালো।

মোটামুটি স্বাভাবিক ত্বকের মতই যত্ন নিন। তবে যে অংশগুলো বেশি তৈলাক্ত সেখানে মাঝে মাঝে এস্ট্রিনজেন্ট লোশন লাগিয়ে নিতে পারেন।

তৈলাক্ত অংশ ডিমের সাদা অংশ এবং বাকি অংশে ডিমের কুসুম ও অলিভ অয়েলের ঘরোয়া ফেস প্যাক ব্যবহার করুন, এটা উপকারী।

তৈলাক্ত ত্বকের যত্ন ঃ তৈলাক্ত ত্বক আসলে স্বাস্থ্যকর ত্বক। এই ত্বকে বয়সের ছাপ সহজে বোঝা যায় না। সর্বদাই তেলতেলে গরম বলে মেকআপের অসুবিধা হয় তবে মুখ পরিষ্কার না রাখলে ব্রণ দেখা দেয়। কাজেই রোজ দু'বেলাই ত্বকের পরিচর্যা করবেন।

১। সারাদিনে যত বেশিবার সম্ভব মুখ ধোওয়া ভাল।

২। মুখে চন্দন বা লেবুযুক্ত সাবানের ফেনা ভাল করে মাখিয়ে নেবেন।

প্রথমে হালকা গরম জলে পরে ঠাণ্ডা জলে মুখ ধুয়ে নেবেন বা বেসন দিয়ে মুখ পরিষ্কার করাও ভাল। ক্লিনজিং মিল্ক ভাল করে মালিশ করে তুলো বা টিস্যু পেপার দিয়ে মুছে দেবেন।

৩। গ্রীষ্মকালে রোজ দুবার করে এস্ট্রিনজেন্ট লোশন লাগাবেন। এতে শরীরের বাড়তি তেল রোধ হয়। ঘরোয়া পদ্ধতিতে আলু থেঁতো, শশা, পাতিলেবুর রস প্রভৃতি সকালের দিকে লাগাতে পারেন।

৪। রোজ একবার ভাল ময়শ্চারিং লোশান গলায়, ঘাড়ে, মুখে মাখুন।

৫। সপ্তাহে তিনদিন মুখে ফেস প্যাক লাগান। ডিমের সাদা অংশ ভাল করে ফেটিয়ে নিয়ে তাতে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে কুড়ি মিনিট মুখে লাগিয়ে রাখুন। চোখের ওপর ভিজে তুলো চাপা দিয়ে রাখুন যাতে চোখের কোণে এই মিশ্রণ না লাগে। পরে জলের ঝাপটা দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

শুষ্ক ত্বকের যত্ন ঃ শুষ্ক ত্বক পাতলা ধরনের হয় সেইজন্য তাড়াতাড়ি বলিরেখা পড়ে, কুঁচকে যায়। এই জাতীয় ত্বকের যত্ন নিতে হয় খুব সাবধানে।১। সকালে, সন্ধ্যায়, রাত্রে মুখ ভাল করে ধোবেন। একবার উষ্ণ গরম জলে পরে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দেবেন।

২। ময়শ্চারিং লোশান লাগিয়ে ভাল করে তুলো দিয়ে মুখ পরিষ্কার করুন। ৩। ফ্রেশনিং করার জন্য রোজ ভাল কোম্পানির স্কিন টনিক বা লোশান ব্যবহার করবেন। নরম তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে নিন। আলু থেঁতো বা শশা দিয়ে ফ্রেশনিং করলে চামড়ার ঔজ্জ্বল্য বাড়ে।

৪। ডিমের কুসুম সঙ্গে অলিভ অয়েল মিশিয়ে সপ্তাহে তিন দিন ফেস প্যাক নেবেন। আধঘণ্টা চিত হয়ে শুয়ে থাকবেন মাস্ক নিয়ে তারপরে ঠাণ্ডা জলে মুখ ভালো করে ধুয়ে নেবেন।

৫। মাসে দু'বার ভাপ নেবেন। গরম জলে তুলসী পাতা দিয়ে।

ক্লিনজিং কি ও কেন? সারাদিন ত্বকে অনেক ধুলো ময়লা লাগে। এর ফলে লোমকূপ বন্ধ হয়ে যায় এবং চামড়ার ক্ষতি হয়। তাই ক্লিনজিং বা ত্বককে পরিষ্কার করে তোলা ত্বকের পরিচর্যার একটি অঙ্গ।

১। ভালো কোম্পানির সাবান হাতে ঘষে ফেনা করে নিয়ে তারপর মুখে গায়ে মাখবেন। শুষ্ক ত্বকের জন্য তৈলাক্ত গ্লিসারিন দেওয়া সাবান ভাল তেমন অন্য ত্বকের জন্য চন্দন সাবান, লেবু যুক্ত সাবান ভাল।

২। উষ্ণ গরম জলে প্রথমে গা মুখ ধুয়ে নিয়ে ত্বক পরিষ্কার করলে ত্বকের লোমকূপের মুখ খুলে ময়লা বেরিয়ে যায়।

৩। এরপর ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিয়ে ত্বক পরিষ্কার করলে ত্বক প্রাণ ফিরে পায়।

৪। ক্লিনজিং করুন তোয়ালে দিয়ে চাপ না দিয়ে আলতো চেপে মুখ, গা, হাত,পা মুছে নিন। ত্বক থেকে সমস্ত জল যেন শুষে নেওয়া হয়।

৫। ক্লিনজিং মিল্ক বা লোশন দিয়ে ত্বক পরিষ্কার করা যায়। হাতের চেটোয় একটু লোশন নিন। দু-হাতের তালুতে লাগিয়ে মুখে, গলায়, ঘাড়ে, শীতকালে হাতে ও পায়ে লাগিয়ে আঙুল দিয়ে মিনিট পাঁচেক ম্যাসেজ করার পর টিস্যু পেপার বা তুলো দিয়ে ক্লিনজিং মিল্ক মুছে দিন। এরপর ভিজে তুলো দিয়ে আবার পরিষ্কার করে নিন।

কিমার কালিয়া ও মাটন প্রণ গ্রেভি

কিমার কালিয়া --

উপকরণ ঃ মাংসের কিমা ঃ ৫০০ গ্রাম, দই ঃ ৫০ গ্রাম,আদা ঃ ১ ইঞ্চি, লঙ্কাগুঁড়ো ঃ ১ চা-চামচ, রসুন ঃ ১টা, তেজপাতা ঃ ২টো, হলুদগুঁড়ো ঃ ১ চা-চামচ, গরমমশলা ঃ আন্দাজমতো, টম্যাটো ঃ ২টো, পেঁয়াজ ঃ ১৫০ গ্রাম।

পদ্ধতি ঃ আদা ও রসুন একসঙ্গে বেটে নিন।

পেঁয়াজ কুচিয়ে রাখুন। আলুর খোসা ছাড়িয়ে বড়ো বড়ো টুকরো করে নিন। কড়াইতে ঘি দিয়ে পেঁয়াজ লাল করে ভাজুন। এতে আদা, রসুনবাটা, হলুদ, তেজপাতা, লঙ্কাগুঁড়ো ও নুন দিয়ে অল্প জল দিন।

কিছুক্ষণ কষে মাংসের কিমা ও আলু দেবেন। আবার ভালো করে কষুন। তেল ভেসে উঠলে দই ও টম্যাটো দিন। একটু নাড়াচাড়া করুন ও আন্দাজমতো জলও দিন। মাংস সেদ্ধ হয়ে গেলে কড়াই নামিয়ে গরমমশলা দেবেন। পেঁয়াজ ও ধনেপাতা ওপরে ছড়িয়ে ভাত অথবা পরোটার সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন।

মাটন প্রণ গ্রেভি —

উপকরণ ঃ মাংস ঃ ৫০০ গ্রাম, চিংড়িমাছ - ২০০ গ্রাম, পেঁয়াজ ঃ ২০০ গ্রাম (কুচনো), রসুন ঃ ১টা, আদা ঃ ৫০ গ্রাম, হলুদগুঁড়ো ঃ ২ চা-চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো ঃ ২ চা-চামচ, ভিনিগার ঃ পরিমাণমতো, নুন ঃ স্বাদমতো, তেল ঃ ২০০ গ্রাম।

পদ্ধতি ঃ চিংড়ি ও মাংস ভিনিগারে ঘণ্টাদুয়েক ভিজিয়ে রাখুন। আদা, হলুদ ও জিরে বেটে রাখুন। চিংড়ি ছোটো ছোটো করে কেটে নিন। মাংসও কেটে রাখবেন। কড়াইতে তেল গরম করে পেঁয়াজ ভেজে নিন। পেঁয়াজ বাদামি হয়ে এলে এতে বাটা মশলা দিয়ে কষুন। কষা মশলায় কাটা চিংড়ি ও মাংস দিন। আরও একটু কষে অল্প গরম জল কড়ায় দিন। মাংস সেদ্ধ হয়ে গেলে পরিমাণমতো নুনও দিন। নামানোর আগে গরমমশলা ছড়িয়ে নামান।

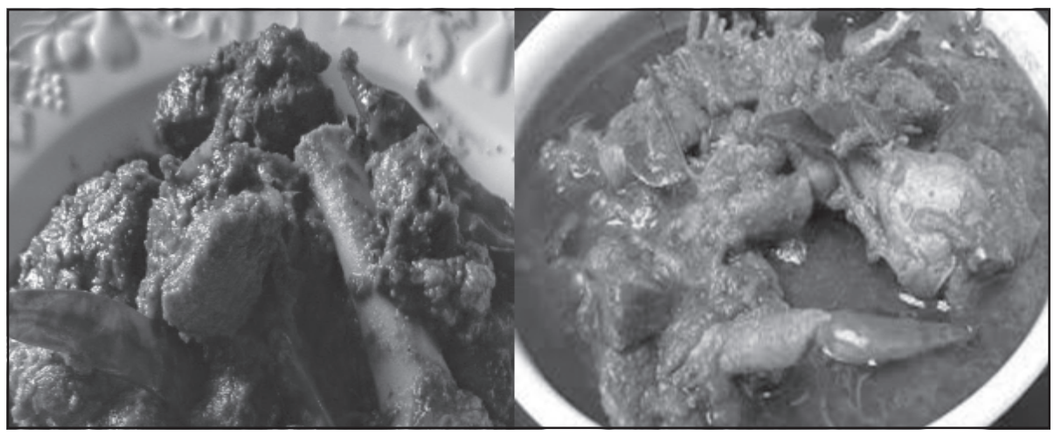

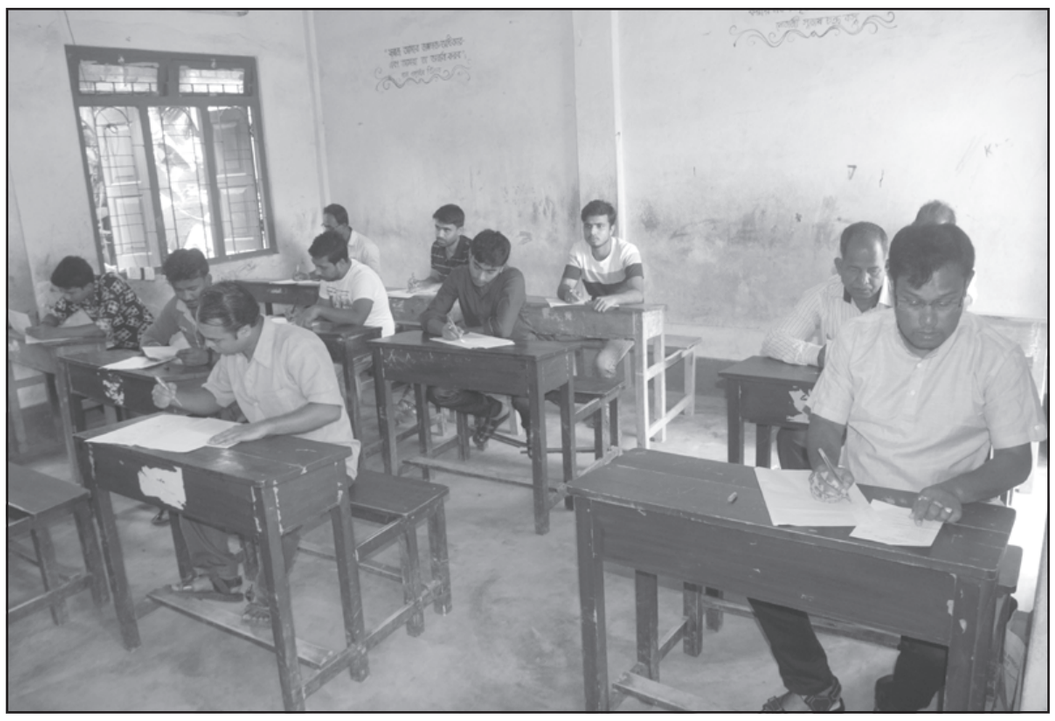

রাজ্যের মন্দিরে পুরোহিত নিয়োগ নিয়ে রবিবার রাজধানীতে আয়োজিত পুরোহিত নিয়োগ পরীক্ষা। ছবি- নিজস্ব।

রবিবার পথ দূরঘটনায় মৃত্যু হল জনপ্রিয় চিকিৎসকের

শিলিগুড়ি,৯ জুন (হি.স): রবিবার সকালে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক জনপ্রিয় চিকিৎসকের। রবিবার সকালে, ব্যক্তিগত কাজে শিলিগুড়ি থেকে কোচবিহার যাচ্ছিলেন গায়নোকোলজিস্ট অশোক ঘোষ (৩৭)। কিন্তু রাজগঞ্জ ব্লকের কাছে আমবাড়ি ফাঁড়ির কাছে রাঙালিভিটা এলাকায় একটি মুরগির ছানা ভর্তি ভ্যানের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ডাক্তার ঘোষের গাড়ির। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় অশোকবাবুর। পুলিশ জানিয়েছে, আচমকাই সজোরে মুখোমুখি দুই গাড়ির সংঘর্ষে উল্টে যায় ডাক্তারবাবুর গাড়ি। প্রায় পুরোটাই দুমড়ে-মুচড়ে যায়। স্থানীয়রাই খবর দেন পুলিশে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। স্থানীয়দের সহায়তায় গাড়ির ভিতর থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় অশোক ঘোষকে। পুলিশ জানিয়েছে, মাথায় এবং শরীরের অন্যন্য অংশে গুরুতর চোট পান তিনি। অনুমান অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর।

তরুণ চিকিৎসকের আচমকা মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে চিকিৎসক মহলে। গভীর শোকপ্রকাশ করেছে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন বা আইএমএ। আইএমএ-এর তরফে উত্তরবঙ্গের কোঅর্ডিনেটর সুশান্ত রায় জানিয়েছেন, অশোক ঘোষের পরিবারের পাশে রয়েছে আইএমএ। অশোকবাবুর পরিবারকে সবরকম সাহায্য করতে প্রস্তুত তারা।

আজ ছুটির দিন সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন অশোক ঘোষ। স্ত্রীকে বলে গিয়েছিলেন, 'একটু জরুরি কাজ আছে। কাজ মিটলেই ফিরে আসব'। স্বামী ডাক্তার মানুষ। এমার্জেন্সিতে কত কাজই তো আসে। স্ত্রী নিজেও ডাক্তার। গুরুত্ব বোঝেন। তাই সারা সপ্তাহ ব্যস্ত থাকার পরেও ছুটির দিন স্বামীকে বেরতে আর বাধা দেননি তিনি। কিন্তু তখনও বোধহয় ওই মহিলা বুঝতে পারেননি যে স্বামীর সঙ্গে এটাই তাঁর শেষ দেখা। কারণ বাড়ি থেকে বেরনোর খানিকক্ষণের মধ্যেই মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের গায়নোকলজিস্ট অশোক ঘোষ (৩৭)।

স্বামীর দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর থেকেই কেমন যেন পাথর হয়ে গিয়েছেন অশোকবাবুর স্ত্রী ডোনাদেবী। দুই সন্তান তাঁদের। ছোট্ট বাচ্চাদুটো বুঝতেও পারছে না যে কয়েক মুহূর্তে ঠিক কী হয়েছে গেছে তাদের পরিবারে। বাবা যে আর ফিরবে না বাড়িতে, এটা বোঝার মতো বোধ কিংবা বয়স কোনওটাই হয়নি ওই দুই শিশুর। ডোনাদেবী বারবার একটাই কথা বলছেন, 'কেন যে ওকে যেতে দিলাম, কেন যে আটকালাম না'।

স্ত্রী ডোনা ঘোষ এবং দুই সন্তানকে নিয়ে ছোট্ট সংসার ছিল ডাক্তার ঘোষের। তিনি ছিলেন নদিয়ার বাসিন্দা। তবে ২০১২ সাল থেকে উত্তরবঙ্গই ছিল তাঁর সব। কর্মসূত্রে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান তিনি।

শুরু হয় নতুন সংসার। তবে তিনি ছিলেন কাজ পাগল মানুষ। অশোকবাবুর স্ত্রীও উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজেরই চিকিৎসক। তিনি জানিয়েছেন, সারাদিন রোগী দেখেই দিন কাটত তাঁর স্বামীর। খুব যত্ন নিয়ে প্রত্যেক রোগীকে পরীক্ষা করতেন তিনি।

রবিবার সহকর্মীর এহেন মর্মান্তিক মৃত্যুতে হতবাক হয়ে গিয়েছেন উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের বাকি চিকিৎসকরাও। অশোকবাবুর সহকর্মীরা জানিয়েছেন, কেবল হাসপাতালে সতীর্থদের মধ্যে নয়, রোগীদের মধ্যেও দারুণ জনপ্রিয় ছিলেন ডাক্তার ঘোষ। বন্ধুমহলে পরিচিত ছিলেন রসিক মানুষ হিসেবে। অনেকেই বলছেন, 'সারাদিন হাসিখুশি থাকত ছেলেটা। সবাইকে মাতিয়ে রাখত। ও যে আর নেই এটা ভাবতেই অবাক লাগছে'।

বিজেপির প্রতিবাদ মিছিলে বাধা পুলিশের, গ্রেফতার একাধিক

কলকাতা, ৯ জুন (হি.স.) : ভোট পরবর্তী হিংসায় উত্তাল রাজ্য। সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের পরে ভোটের বলি হয়েছে একাধিক ঊ সেই ধারা অব্যাহিত থেকেছে শনিবার পর্যন্ত ঊ শনিবার বসিরহাট লোকসভার সন্দেশখালিতে তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছেন চার বিজেপি নেতা। রবিবার তারই প্রতিবাদে, রাজ্য বিজেপি সদর দফতর থেকে প্রতিবাদ মিছিল শুরু করে বিজেপি কর্মীরা ঊ এই মিছিল শেষ হওয়ার কথা ছিল সেন্ট্রাল এভিনিউয়ে ঊ এদিন তার আগেই মিছিলের ছত্রভঙ্গ পুলিশ ঊ গ্রেফতার করা হয় বিজেপির একাধিক কর্মী সমর্থকদের ।

এদিনের মিচিলেন নেতৃত্বে ছিলেন বিজেপির রাজ্য সম্পাদক রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় ঊ এদিন সেন্ট্রাল এভিনিউয়ে মিছিল শেষ করার পর, সেখানে বিক্ষোভ অবস্থানের কর্মসূচি ছিল বিজেপি কর্মীদের ঊ রবিবার এমনটাই জানিয়েছিলেন বিজেপির রাজ্য সম্পাদক ঊ যদিও এদিন মহাত্মা গান্ধী রোডের ক্রসিংয়ের আগেই বিজেপির প্রতিবাদ মিছিল আটকে দেয় পুলিশ ঊ ছত্রভঙ্গ করার জন্য গ্রেফতার করা হয় একাধিক বিজেপি কর্মীকে, তাদের মধ্যে ছিলেন মহিলারাও।

উল্লেখ্য, শনিবারের ঘটনায় সুকান্ত মণ্ডল, প্রদীপ মণ্ডল, তপন মণ্ডল এবং দেবদাস মণ্ডল নামের চার কর্মী-সমর্থক খুন হয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে বিজেপি সূত্রে । এদের মধ্যে সুকান্ত ও প্রদীপের চোখে গুলি করা হয়েছে । তপনের মাথায় গুলি লেগেছে । এখনও ১৮ জন বিজেপি কর্মী নিখোঁজ বলেও বিজেপির দাবি। অন্যদিকে কায়ুম মোল্লা নামের এক তৃণমূল কর্মীও প্রাণ হারিয়েছেন এই সংঘর্ষে। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এবং ওখানকার তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান জড়িত রয়েছেন এই ঘটনার পেছনে। বিজেপি কর্মীদের খুন করেছে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা বিজেপির বিরুদ্ধে তাদের দলীয় কর্মীকে খুন করার অভিযোগ

ছয়ের পাতায়

বিহারের বাইরে এনডিএ-র সঙ্গে থাকছে না জেডিইউ, একা লড়ার সিদ্ধান্ত চার রাজ্যে

পাটনা, ৯ জুন (হি. স.) : জনতা দল ইউনাইটেড (জেডিইউ) বিহার রাজ্যের বাইরে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্সের (এনডিএ) অংশ হিসেবে থাকছে না। ঝাড়খণ্ড, হরিয়ানা, দিল্লি এবং জম্মু ও কাশ্মীরের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে একাই লড়বে জেডিইউ। রবিবার বিহারের পাটনায় দলের জাতীয় কার্যনির্বাহী বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, জেডিইউ নেতা প্রশান্ত কিশোর, বশিষ্ঠ নারায়ণ সিং, কে সি ত্যাগী প্রমুখ।

সম্প্রতি লোকসভা নির্বাচনে ব্যাপক জয়ের পর, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খন্ডে চলতি বছরের শেষে হতে চলা বিধানসভা নির্বাচনের কৌশল নিয়ে রবিবার রাজধানী দিল্লিতে বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিজেপির সভাপতি অমিত শাহ। বিজেপির প্রধান কার্যালয়ে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর, জাতীয় সাধারণ সম্পাদক রামলাল ও বিজেপির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। অন্যদিকে, বিহার রাজ্যের বাইরে জনতা দল ইউনাইটেড (জেডিইউ) আর ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্সের (এনডিএ) অংশ হিসাবে লড়বে না। এদিন পাটনায় অনুষ্ঠিত জেডিইউ-র জাতীয় কার্যনির্বাহী বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জম্মু ও কাশ্মীর, ঝাড়খণ্ড, হরিয়ানা ও দিল্লিতে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে জেডিইউ-র একা লড়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এদিনের বৈঠকে। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় 'প্রতীকী প্রতিনিধিত্ব' করার কোনও প্রয়োজন ছিল না বলে মনে করে জেডি(ইউ) পূর্বে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী সরকারের বাইরে ছিল, কারণ বিজেপি সম্পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। তবে দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তার সহযোগী বিজেপির সঙ্গে কোনও অসুবিধার জন্য এই সিদ্ধান্ত এমনটা নয়।

রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অন্ধ্রপ্রদেশ সফরে যান। ছবি- পিআইবি।

হাওড়ার বাগনানে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে দুষ্কৃতী হামলার অভিযোগ

হাওড়া, ৯ জুন (হি.স.) : রবিবার সাতসকালে রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত হাওড়া। হাওড়ার বাগনানে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে দুষ্কৃতী হামলার অভিযোগ। গোটা ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছেছে বাগনান থানার পুলিশ । ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি ।

বাগনানের তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীকান্ত সরকারের অভিযোগ, ঘটনার সূত্রপাত শনিবার। শনিবার রাতে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী এসে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর করে। পাশাপাশি, কার্যালয়ের বাইরে বোমাবাজিও চালায় দুষ্কৃতীরা । এমনটাও অভিযোগ উঠেছে। তৃণমূলের তরফ থেকে অভিযোগ জানানো হয়েছে বাগনান থানায়। কিন্তু এই ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত রয়েছে। সেই বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়। ইতিমধ্যেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশি অভিযানে ১১ ব্যাগ দেশি বেআইনি মদ আটক, ধৃত এক

হাওড়া, ৯ জুন (হি.স.) : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তল্লাশি অভিযান করে মজুত করা বেআইনি মদ আটক করল পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হল ১১ ব্যাগ দেশি বেআইনি মদ। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় এক ব্যক্তিকে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁদের কাছে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই খবর ছিল ওই এলাকায় বেআইনিভাবে মদ পাচার করা হয়। সেই খবরের ভিত্তিতে এদিন ওই এলাকায় পুলিশ অভিযান চালায়। তখনই লিলুয়া থানার বেনারস রোডের কোনা বাজারে একটি প্রাইভেট গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ১১ ব্যাগ দেশি বেআইনি মদ। যার আনুমানিক পরিমাণ ২৫০ লিটার। এই বেআইনিভাবে মদ পাচারের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম শঙ্কর দে (৪৪)। লিলুয়ার বেলগাছিয়া রোডের দাসপাড়ার বাসিন্দা সে। দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে সে মদ পাচার করে আসছিল। আর সেই খবরও পেয়েছিল পুলিশ। সেই মতো অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করছে পুলিশ।

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্য, গ্রেফতার দুই

লখনউ, ৯ জুন (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্য সম্প্রচারিত করে একটি বেসরকারি চ্যালেনের মালিক গেরুয়া শিবিরের রোষে। এই ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নয়ডার একটি বেসরকারি চ্যালেন মালিক ইশিকা সিং ও অনুজ শুক্লাকে গ্রেফতার করে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ।

অভিযোগে বলা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করার উদ্দেশ্যে ট্যুইটার ও ফেসবুকে ওই পোস্ট শেয়ার করেছেন সাংবাদিক। তাঁর বিরুদ্ধে আইপিসি'র ৫০০ ও আইটি অ্যাক্টের ৬৬ ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। গ্রেফতারির পর হজরতগঞ্জ থানার পুলিশ প্রেস বিবৃতিতে জানায়, কানোজিয়া 'অপরাধ' স্বীকার করে নেন। ওই পোস্ট তিনিই করেছেন বলে তদন্তকারীদের জানান। তবে এই গ্রেফতারির পর উঠছে কিছু প্রশ্ন। প্রকাশ কানোজিয়া দিল্লির বাসিন্দা। তাঁকে কোথা থেকে কীভাবে গ্রেফতার করা হয়ে সেবিষয়ে কোনও মন্তব্য করে পুলিশ। সাংবাদিক গ্রেফতারের নিন্দা করে সমাজবাদী পার্টি। তোপ দেগে জানায়, আইনের শাসন ফেরাতে ব্যর্থ রাজ্য সরকার। সাংবাদিক গ্রেফতারে সেই হতাশাই প্রকাশ পেল।

অপরদিকে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বিরুদ্ধে

ছয়ের পাতায়

নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনে যেতে সোমবার বৈঠকে বসবেন জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষ নেতারা

ঢাকা, ৯ জুন (হি.স.): জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের পরিধি বাড়িয়ে নতুন নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন ঐক্যফ্রন্টের আহ্বায়ক ও গণফোরাম সভাপতি ড় কামাল হোসেন। তারই অংশ হিসেবে প্রথমেই তিনি উদ্যোগ নিয়েছেন ফ্রন্টের অভ্যন্তরীণ ক্ষোভ নিরসনের। সোমবার প্রাথমিকভাবে ফ্রন্টের শীর্ষ নেতাদের একটি বৈঠক ডেকেছেন তিনি। সেখানে সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও নিজেদের কৌশল পর্যালোচনা এবং আগামি দিনের করণীয় নিয়ে আলোচনা করবেন। বৈঠকে গৃহীত কৌশলের ভিত্তিতে ফ্রন্টের পরিধি বাড়ানোরও উদ্যোগ নেওয়া হবে। দায়িত্বশীল কয়েকটি সূত্র এমন তথ্য জানিয়েছেন।

তবে ফ্রন্টের শরিক দলগুলোর নেতাকর্মীদের কাছে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে তাদের অভ্যন্তরীণ ঐক্য, কৌশল ও কর্মপন্থা নিয়ে। আস্থার সংকটে পড়েছেন নেতারা। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা আওয়ামি লিগের প্রতি সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করা সম্ভব- এমন ভাবনা থেকেই নির্বাচনের আগে গড়ে তোলা হয় জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট। কিন্তু কাঙ্খিত ফল আসেনি।

রাজনীতিতে নানামুখী দ্বন্দ্ব-সন্দেহের মধ্য দিয়ে ঐক্যফ্রন্ট পথচলা শুরু করেছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে বিএনপি ও ২০ দলের ভিন্নমত পোষণকারী নেতারাও মেনে নিয়েছিলেন বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে। কিন্তু যে প্রত্যাশা নিয়ে ঐক্যফ্রন্ট গড়ে তোলা হয়েছিল, তার ন্যুনতম ফল পাওয়া যায়নি। একাদশ জাতীয় নির্বাচন পরিচালনা ও পরবর্তী পর্যায়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচন ইস্যুতে প্রশ্ন উঠেছে ফ্রন্টের কৌশল ও কর্মপন্থা নিয়ে। একাদশ জাতীয় নির্বাচন নিয়ে অনুষ্ঠিত গণশুনানীতেও এই প্রশ্ন তুলেছিলেন ফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থীরা। বিশেষ করে দীর্ঘদিনেও খালেদা জিয়ার মুক্তির পথ তৈরি করতে না পারা এবং রাজনীতির নিম্নস্তরঙ্গ পরিস্থিতির কারণে বিএনপি নেতাকর্মীদের মধ্যে তৈরি হয়েছে অসন্তোষ ও হতাশা। নির্বাচনের পর কয়েকটি কর্মসূচি দিলেও তা পালন হয়েছে খুবই সংক্ষিপ্ত পরিসরে। সারাদেশে সংঘটিত নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ৩০ এপ্রিল শাহবাগে 'গণজমায়েত'কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছিল। কিন্তু ২৯ এপ্রিল সন্ধ্যায় পূর্বঘোষিত 'শাহবাগে গণজমায়েত'কর্মসূচি অনিবার্য কারণবশত স্থগিত করা হয়। তারপর থেকেই নীরব জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট। দীর্ঘদিনেও ২০ দলের শরিকদের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করতে পারেনি ঐক্যফ্রন্ট। উল্টো ভাঙন ধরেছে ২০দলে। ফ্রন্টের শরিকদের মধ্যেও তৈরি হয়েছে অসন্তোষ। এমন পরিস্থিতিতে, ফ্রন্টের পরিধি বাড়ানোর উদ্যোগ ও নতুন নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনের ইঙ্গিত নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে। জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের আহ্বায়ক ও গণফোরামের সভাপতি ড় কামাল হোসেন বৃহস্পতিবার নিজ বাসভবনে নিজ দলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে ঈদ পরবর্তী শুভেচ্ছা বিনিময় করতে গিয়ে বলেন, ঐক্যফ্রন্ট মোটেও ভাঙনের পথে না। ঐক্যফ্রন্টের ঐক্য অটুট আছে। নতুন নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন জোরদার করার পরিকল্পনা নিয়ে আমরা এগোতে চাই। আগামী ১২ জুন আমরা সবাই মিলে আনুষ্ঠানিকভাবে বসছি। আমরা কৌশল ঠিক করে মাঠে নেমে ঐক্যকে আরও সুসংহত করব। সমমনা দলগুলোকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন জোরদার করার কথা জানিয়ে ড় কামাল বলেন, আমাদের লক্ষ্য জনগণের ঐক্য গড়ে তোলা। সমমনা দলগুলোকে সঙ্গে নেয়ার কাজটা অব্যাহত আছে। তা আরও জোরদার করা হবে। আমরা বিশ্বাস করি, এই ধরনের একটা স্বৈরতান্ত্রিক অবস্থা থেকে মুক্ত হতে হলে জনগণের ঐক্য প্রয়োজন এবং সচেতন রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্য অপরিহার্য। জোটের পরিধি আরও বাড়িয়ে এই বছরই আন্দোলন জোরদার করা হবে।

ওদিকে বিএনপির নেতৃত্বে ২০ দলীয় জোট বিদ্যমান থাকার পরও আলাদা করে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠন প্রশ্নে আপত্তি ছিল অনেকের। জোটের মধ্যে গুরুত্বহীন করে তোলার অভিযোগ করেছিল ২০ দলীয় জোটের কয়েকটি শরিকদল। কিন্তু বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে তখন এ নিয়ে বিএনপির আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঐক্য ধরে রেখেছিল তারা। নির্বাচনের ফল প্রত্যাখ্যানের পর ফের সংসদে যোগ দেওয়ায় বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলে যেমন ভাঙন ধরে, তেমনি অসন্তোষ তৈরি হয় জাতীয় ঐক্যফ্রন্টে। দুই দশকের সম্পর্ক ভেঙে জোট ছাড়ে ব্যারিস্টার আন্দালিভ রহমান পার্থের দল বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)। শপথগ্রহণ প্রশ্নে ২০দল ও ফ্রন্টের সঙ্গে আলোচনা না করায় তারা ক্ষুব্ধ বিএনপির ওপর। কেবল তাই নয়, এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে ফ্রন্টের কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্নের জন্ম হয়েছে। অন্যদিকে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের বিজয়ী সাত এমপির শপথ গ্রহণের ব্যাখ্যা চেয়ে জোট ছাড়ার এক মাসের আলটিমেটাম দেয় ফ্রন্টের শরিক দল কৃষক-শ্রমিক-জনতা লিগ। অসন্তোষ প্রকাশ করেন মাহমুদুর রহমান মান্নার দল নাগরিক ঐক্যের নেতারা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, বিএনপির শীর্ষ নেতারা বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে ড় কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ঐক্যফ্রন্ট গড়লেও তার প্রতি আস্থা তৈরি হয়নি দলের তৃণমূল নেতাকর্মীদের। জাতীয় নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতিতে আরও প্রকট হয়েছে সে আস্থার সংকট। নতুন উদ্যোগ কি এই আস্থার সংকট দূর করতে পারবে ?এমন প্রশ্ন বিরোধী রাজনীতির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

বাংলা জুড়ে অশান্তি করার জন্য উস্কানি দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রীই:মুকুল

কলকাতা,৯ জুন (হি.স): বাংলা জুড়ে অশান্তি করার জন্য উস্কানি দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রীই, রবিবার এই অভিযোগ করেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়। দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরে বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে তোপ দাগেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়।

তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী উস্কানি দিচ্ছেন বাংলায় গন্ডগোল করার জন্য। সন্দেশখালিতে তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছে আমাদের কর্মীরা। আরও অনেক কর্মী গ্রাম ছাড়া হয়ে গেছে'। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দায়ী করে ঘটনার দায় নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন কৈলাশ বিজয়বর্গীয়ও। এদিকে অশান্তির আশঙ্কায় সন্দেশখালিতে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

মুকুল রায় অভিযোগ করেন, 'শেখ শাহাজাহানের নেতৃত্বেই এই হামলা হয়েছে। বিজেপির ৫ জন কর্মীকে গুলি করে, কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। পুলিশ কোনও সহযোগিতা করছে না। পুরো ঘটনা আড়াল করার চেষ্টা করছে'। গতকাল যখন ঘটনা ঘটে তখন দিল্লিতেই ছিলেন মুকুল রায়। তিনি জানিয়েছেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে গোটা বিষয়টি জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি, রাজ্যে বিজয় মিছিল নিষিদ্ধ করার প্রসঙ্গে মুকুল রায় প্রশ্ন করেন, 'আইপিসি-র কোন ধারায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিচ্ছেন ? তা বলতে হবে'। নইলে তাঁর দাবি, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলতে হবে আমার রাজ্যে ল- অ্যান্ড অর্ডার নেই। কেন্দ্র হস্তক্ষেপ করুক'। রণক্ষেত্র ন্যাজাটে আজ যাচ্ছে বিজেপির রাজ্য প্রতিনিধি দল। সেই দলে রয়েছেন দিলীপ ঘোষ, মুকুল রায়, সায়ন্তন বসু, লকেট চট্টোপাধ্যায়, জগন্নাথ সরকার, শান্তনু ঠাকুর, অর্জুন সিং, প্রমুখ। সূত্র বলছে, ২টি দলে ভাগ হয়ে সন্দেশখালিতে ঢুকবে বিজেপি। একটি দল যাবে বাসন্তী হাইরোড ধরে। আরেকটি দল যাবে অন্য দিক দিয়ে। একটি দলের নেতৃত্বে থাকবেন মুকুল রায়। আরেকটি দল যাবে দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে। মুকুল রায় জানিয়েছেন, 'সাংসদদের দল এলাকা পরিদর্শন করার পরই পরবর্তী কার্যক্রম ঠিক করা হবে'।

বেহালায় 'মতামত বাক্স' বসালেন পার্থ

কলকাতা, ৯ জুন (হি.স .) : লোকসভা নির্বাচনের পরেই রাজ্যে তৃণমূল-কংগ্রেসের ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলতে শুরু করেছে গেরুয়া শিবির ঊ তার জেরে ইতিমধ্যেই বহু জায়গায় নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে তৃণমূল ঊ এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে বেহালার মানুষদের বর্তমানে তৃণমূল-কংগ্রেস সম্মন্ধে রায় কি ? তাদের অভাব অভিযোগ এই সব কিছু জানতে ও সেই প্রেক্ষিতে নিজেদের ভুল শোধরানোর জন্যই রবিবার বেহালায় বসলো 'মতামত বাক্স' ঊ এদিন বেহালার বিধায়ক তথা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এই 'মতামত বাক্স' স্থাপন করেন সেখানে।

এদিন বেহালায় কর্মী সম্মেলনের জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঊ পরে কর্মী সম্মেলন শেষে সেখানে 'মতামত বাক্স' বসান তিনি ঊ এই 'মতামত বাক্স'তে স্থানীয় নাগরিকরা তাঁদের মতামত জমা করতে পারবেন ঊ পরে প্রত্যেক মাসের একটি নির্দিষ্ঠ দিনে, সেই মতামত পার্থবাবুর কাছে পৌঁছে দেবেন দলীয় কর্মীরা ঊ স্থানীয়বাসিন্দাদের সেই মতামত অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন পার্থবাবু ।

এদিন এবিষয়ে পার্থ চট্টপাধ্যায় জানান, প্রতি বছরই এই বাক্স তিনি তাঁর ম্যান্টনের অফিসের বাইরে রাখেন। এ বারেও সেই বাক্স তিনি রেখেছেন। তিনি বলেন, "আমি প্রতি বছরই এটা করে থাকি। সবাই তো আর আমার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারেন না। সবাই দলের কর্মীও নন। তাই তাঁদের যদি কিছু জানানোর থাকে, তাঁরা এই বাক্সে জানাবেন। আমি সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব।"

অন্যদিকে এদিন কর্মী সম্মেলন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এ বারের ভোটে আমাদের অনেক নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে। কোনওদিন ভাবতে পারিনি বামের ভোট রামে চলে যাবে। তাই আমাদের সেগুলো শুধরে নিতে হবে। আমরা বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি নিচ্ছি। আর সে জন্যই এই কর্মী সম্মেলন। প্রতি বছরই করে থাকি। এ বারও করছি। কর্মীদের বোঝাচ্ছি, তাঁরা যেন প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসংযোগ বাড়ান।"

'প্রতিঘাত' নিয়ে মুখোমুখি সোহম-প্রিয়াঙ্কা

কলকাতা, ৯ জুন(হি.স.) : আরও একবার একই ফ্রেমে সোহম চক্রবর্তী ও প্রিয়াঙ্কা সরকার । রাজীব বিশ্বাসের পরিচালনায় নতুন ছবি 'প্রতিঘাত' —এ মুখোমুখি দেখা যাবে সোহম-প্রিয়াঙ্কাকে। "আমার আপনজন'-ছবির পর এটাই প্রিয়াঙ্কা-সোহমের একসঙ্গে করা দ্বিতীয় ছবি । ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে দর্শনা বণিককেও। ছবিটি মূলত প্রিয়াঙ্কার চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে । প্রেম, প্রতিহিংসা এবং স্থানীয় রাজনীতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ছবির কাহিনি । যে কাহিনি প্রিয়াঙ্কা অভিনীত চরিত্রকে কেন্দ্র করে চলে । 'চিরদিনই তুমি যে আমার' এবং 'সুলতান' 'ক্রিসক্রস'-এর পর আরও একবার তথাকথিত কমার্শিয়াল ছবিতে কাজ করতে চলেছেন প্রিয়াঙ্কা, যেখানে তাঁর চরিত্রটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ । কলকাতায় ইতিমধ্যেই ছবির শ্যুটিং শুরু হয়েছে।

কলকাতায় দেহ আনতে না দিলে রাস্তার উপরেই শবদাহ : দিলীপ

মিনাখাঁ,৯ জুন (হি.স): কলকাতায় দেহ আনতে না দিলে রাস্তার উপরেই শবদাহ করা হবে। তৃতীয় বার বাধা পাওয়ার পরে পুলিশকে হুমকি দিলেন দিলীপ ঘোষের। সন্দেশখালির হাটগাছিতে নিহত দুই কর্মীর দেহ অব্যাহত পুলিশ-বিজেপি টানাপোড়ে ন। মালঞ্চ মোড়ের পর মিনাখাঁয় আটকে দেওয়া হয় বিজেপিকে। বিজেপির দাবি, নিমতলা শ্মশানে তাঁরা দাহ করতে চান। বাধা দিচ্ছে পুলিশ। তার প্রতিবাদে মিনাখাঁয় রাস্তাতেই শব দাহ করার হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিজেপি। শুধু হুঁশিয়ারিই নয়, রাস্তাতে চিতা সাজাতেও শুরু করে দেয় বিজেপি।

পুলিশের দাবি গ্রামেই সৎকার করতে হবে নিহত দুই বিজেপি কর্মী সুকান্ত মণ্ডল, প্রদীপ মণ্ডলের। কিন্তু বিজেপি নেতৃত্ব অনড় কলকাতাতেই আনা হবে দুই কর্মীর দেহ। ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়েই রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ পুলিশকে জানিয়ে দেন দেহ নিয়ে যেতে না দিলে রাস্তার উপরেই শবদাহ করা হবে।

সন্ধে ছ'টা নাগাদ এই হুঁশিয়ারি দেন বিজেপি সভাপতি। আর তার কিছুক্ষণের মধ্যেই শবদাহের জন্য কাঠ এনে চিতা সাজানো শুরু করে দেন কর্মীরা। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি ক্রমশই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।

দুই নিহত বিজেপি কর্মীর দেহ কলকাতা আনা ঘিরে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয় সন্দেশখালিতে। আজ প্রদীপ মণ্ডল ও সুকান্ত মণ্ডলের দেহ কলকাতায় আনা হচ্ছিল। নেতৃত্বে ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। ছিলেন লকেট চট্টোপাধ্যায়, রাহুল সিনহারা। বিজেপির দাবি, প্রথমে মালঞ্চ পরে মিনাখায় আটকানো হয় দিলীপ ঘোষের গাড়ি। পুলিশের সঙ্গে রীতিমতো বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন হুগলির বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। অভিযোগ, পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে দেহ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন বিজেপি কর্মীরা। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় বিজেপি কর্মীদের।

গতকাল সন্দেশখালিতে রাজনৈতিক সংঘর্ষে বলি হয়েছেন ৪ জন। এই মৃত্যু নিয়ে শুরু হয়েছে বিজেপি-তৃণমূলের মধ্যে দোষারোপের পালা। আজই সন্দেশখালিতে যায় বিজেপি এবং তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকও। রাজ্যের কাছে পুরো ঘটনার রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে।

সংঘর্ষে নিহত দলীয় কর্মীদের কলকাতায় আনতে উদ্যোগী হয় বিজেপির প্রতিনিধি দলটি। অভিযোগ, বারবার তাঁদের পথ আটকায় পুলিশ। প্রথমে মালঞ্চ পরে মিনাখায় আটকানো হয় দিলীপ ঘোষের কনভয়। নিহত বিজেপি কর্মীদের দেহ কলকাতায় আনতে বাধা দেওয়া হয়। পুলিশের তরফে আশঙ্কা করা হয় দেহ কলকাতায় নিয়ে গেলে আইনশৃঙ্খলার অবনতি হতে পারে। যদিও পুলিশের এই আশঙ্কা পুরোপুরি মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয় বিজেপি। পুলিশের সঙ্গে রীতিমতো বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন বিজেপি নেতা-নেত্রীরা।

অশান্তির জেরে বসিরহাটে বন্ধ ইন্টারনেট পরিষেবা

কলকাতা, ৯ জুন (হি.স) : অশান্তির জেরে বসিরহাট মহকুমার একাধিক এলাকায় বন্ধ করে দেওয়া হল ইন্টারনেট পরিষেবা। পুলিশের তরফে বলা হয়েছে, অনলাইনে গুজব ছড়ানো রুখতে ও আইন-শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে।

রবিবার সন্দেশখালির ন্যাজাটে গিয়েছিল তৃণমূলের একটি প্রতিনিধি দল। তারপরেই সেখানে গিয়ে পৌঁছয় রাজ্য বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল ঊ তারা ২ বিজেপি কর্মীর মৃতদেহ কলকাতায় নিয়ে আসতে চাইলে, বিশাল পুলিশ বাহিনী বাঁধা দেয় তাদের ঊ এরপরেই বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি শুরু হয় ঊ রাস্তার মধ্যেই চিতার কাঠ সাজাতে শুরু করেন বিজেপি কর্মীরা ঊ তারা বলেন মৃত দেহ কলকাতায় না নিয়ে যেতে দিলে তাদের রাস্তার মাঝেই সতার করা হবে।

ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ চেয়েছে বিজেপি। সন্দেশখালির ঘটনাকে কেন্দ্র করে গতকালই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে জানান মুকুল রায়। তার প্রেক্ষিতে ওই দিন রাতেই রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট তলব করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। অন্যদিকে এদিন রাহুল সিনহা জানান, মৃতদেহদের কলকাতায় নিয়ে যেতে তাদের বাড়ির লোকের সায় থাকা সত্ত্বেও, পুলিশের এহেন আচরণের বিরুদ্ধে রাজ্যপালের সঙ্গে তাদের কথা হয়েছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পায়ে লিখে মাধ্যমিকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ প্রলয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন।। ইচ্ছাশক্তি ও কঠোর পরিশ্রম যে সমস্ত বাধাকে উপেক্ষা করে সাফল্য নিয়ে আসতে পারে তার প্রমাণ দিল উদয়পুরের দক্ষিণ মাতাবাড়ি এলাকার দিনমজুর সুজন কুমার দে এবং পুতুল গুহর ছেলে প্রলয়। প্রলয় দে পায়ে লিখেই মাধ্যমিকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হল। একে বিশ্বজয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন মাতাবাড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা। অদম্য মনের জোরে প্রতিবন্ধকতাকে জয় করলো প্রলয়। কথায় আছে হাতের লেখা বা লেখার হাত। প্রলয় এর ক্ষেত্রে খাটে না কোনটাই। শিশু বয়স থেকেই পায়ে লিখছে এই কৃতী। এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রলয় ৩৪৬ নম্বর পেয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। গর্বে বুক ভরে গেল মা বাবা ও শিক্ষক শিক্ষিদের। বাংলা ও ইংরেজীতে লেটার মার্ক সহ ৩৪৬ নম্বর পেয়েছে প্রলয়। সে জানায় কলা বিভাগে পড়তে চায়।

শ্রীলঙ্কা সফরে প্রথমেই বিস্ফোরণে নিহতদের জানালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী

কলম্বো, ৯ জুন (হি.স.) : ভয়াবহ জঙ্গি হামলার পর প্রথম বিশ্বের কোনও রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে শ্রীলঙ্কা সফরে গেলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঊ ভিয়েতনাম হয়ে রবিবার প্রতিবেশী রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কায় পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী। কলম্বো বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত হন রনিল বিক্রমাসিঙ্ঘে। প্রথমেই বিস্ফোরণে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মোদী। শ্রীলঙ্কায় পৌঁছে টুইটে মোদী লেখেন, সুন্দর দ্বীপরাষ্ট্রটিতে এসে দারুণ লাগছে।

গত ২১ এপ্রিল পরপর বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছিল ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা ঊ ইস্টার সানডের সেই ভয়াবহ জঙ্গি হামলার ক্ষত এখনও দগদগে। বিপর্যস্ত জনজীবন । দ্বীপবাসীদের চোখে মুখে এখনও আতঙ্ক । ধুঁকছে শ্রীলঙ্কার অর্থনীতির ভিত্তি পর্যটন শিল্পও। পর্যটকদের মতই দ্বীপরাষ্ট্রে যেতে ইতস্তত করছেন বিশ্বের বিভিন্নদেশের রাষ্ট্র নায়করা । এই পরিস্থিতিতে ভয় দূরে ঠেলে কলম্বো সফরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার সকালেই সেদেশে পৌঁছেছেন তিনি। ভিয়েতনাম হয়ে রবিবার প্রতিবেশী রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কায় পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী। কলম্বো বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত হন রনিল বিক্রমাসিঙ্ঘে। প্রথমেই বিস্ফোরণে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মোদী । এদিন কলম্বোর সেন্ট অ্যান্টনি গির্জা পরিদর্শনে গিয়ে সেখানেই বিস্ফোরণে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মোদী। এপ্রিলে ইস্টার সানডেতে শ্রীলঙ্কার একাধিক জায়গায় বিস্ফোরণ হয়। তার মধ্যে ওই গির্জাও ছিল।

শ্রীলঙ্কায় পৌঁছে টুইটে মোদী লেখেন, সুন্দর দ্বীপরাষ্ট্রটিতে এসে দারুণ লাগছে। মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কা সফরের আগে মোদী বলেছিলেন, 'প্রতিবেশীদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক ও বিশ্বাসের সম্পর্কে বিশ্বাস করে ভারত।' নাম না করে পাকিস্তানকেও দিয়েছিলেন কড়া বার্তা।

পাঁচ বাইক

● প্রথম পাতার পর

করেন। বৈঠকে বাইক চুরি আটকাতে ও চোরদের আটক করতে প্রথম থেকে প্রশাসন থেকে পদক্ষেপ নেওয়া হলেও বাইক চুরি আটকাতে ও চোরদের আটক করতে ব্যার্থ হয় পুলিস। চোররা পুলিসকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে দিনে - দুপুরে শহরের ব্যস্ততম জায়গা থেকে বাইক নিয়ে চম্পট দেয়। তারপর নড়েচড়ে বসে প্রশাসন।পুনরায় পুলিস সুপার আরক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে বসেন, বৈঠকে পুলিস সুপার বেশ কয়েকটি টিম তৈরি করে মাঠে নামান। শুরু হয় বাইক চোর আটক অভিযান। মাঠে নেমে পুলিস জানতে পারে শহরে ৩টি বাইক চোরের গ্যাং সক্রিয় রয়েছে। যারা কদমতলা, চোরাইবাড়ি ও আসাম রাজ্যের কাঠলথলী এলাকার যুবক। উত্তর জেলার অন্য জায়গার কিছু যুবক এই বাইক চুরি কাণ্ডে জড়িত রয়েছে তাদের কথা পুলিস তদন্তের স্বার্থে এখনই বলতে চাইছে না। শুক্রবার রাতে পুলিসের কাছে পুলিস সুত্রে খবর আসে চুড়াইবাড়ি রেল গেইট এলাকার নেতাজী পাড়ার তমির আলির ছেলে হাসান আলী (১৯) এই বাইক চুরি কাণ্ডে জড়িত রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ধর্মনগর থানার ওসি দেবপ্রসাদ রায় ৩জন সাব ইনস্পেক্টর নিয়ে চুড়াইবাড়ি থেকে হাসান আলীকে গ্রেফতার করে ধর্মনগর থানায় নিয়ে আসেন, এর আগে অবশ্য কদমতলা থানা প্রসেনজিৎ পাল ও মিলন দেব নামে দুই যুবককে আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদে সে জানায় দুইটি বাইক সে ধর্মনগর শহর থেকে চুরি করে আসামের কাঁঠালথলি এলাকায় তার বন্ধু পারুল হুসেনের (২২) বাড়িতে রেখেছে, সেই মোতাবেক রাতে আসামের কাঁঠালথলি এলাকার জামাল উদ্দিনের ছেলে পারুলের বাড়ি থেকে ধর্মনগর থানা হানা দিয়ে দুইটি বাইক সহ পারুল হুসেনকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে এসেছে। ধর্মনগর থানায় দুইজনকে জিজ্ঞাসাবাদে পুলিস আরও কিছু তথ্য পেয়েছে, অপরদিকে শনিবার রাতে কদমতলা থানার পুলিশ অপর এক বাইক চোরকে আটক করে। তার নাম দিগবিজয় নাথ।পিতা শৈলেন্দ্রনাথ কদমতলা থানা এলাকার সরসপুরের ৩ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা। এখন পর্যন্ত চুরি হওয়া মোট চারটি বাইক উদ্ধার হয়েছে এবং দুটি কেইসে মোট ৫ জন বাইক চোরকে আটক করেছে পুলিশ।কদম তলায় থানায় যে মামলাটি হয়েছে সেটির নম্বর হলো ২৮/৩৭৯ এবং ধর্ম নগর থানায় যে মামলাটি হয়েছে তার নাম্বার হল ৫৫/৩৭৯। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের জেরে একের পর এক নাম উঠে আসছে। পুলিশ ধরপাকড় অব্যাহত রেখেছে।তবে পুলিশের সাথে উত্তর জেলার গোয়েন্দা পুলিশেরও যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে এই কুখ্যাত বাইক চোর দের আটক করতে।

মহাসড়ক অবরোধ

আটের পাতার পর

প্রত্যাহার করা না হলে আগামী মঙ্গলবার গণঅনশন কর্মসূচি পালন করা হবে। এরপর তিনি অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। যানবাহন চলাচল শুরু হয়।

ফেডারেশনের সভাপতি লিটন জলদাস বলেন, আগে শুধু ইলিশ ধরাকে কেন্দ্র করে মা ইলিশ ও জাটকা (বাচ্চা ইলিশ) নিধন বন্ধে নিষেধাজ্ঞা ছিল। তাঁরা সেটা মেনে নিয়েছেন। এবার সরকার সব ধরনের নিষেধাজ্ঞা দেওয়ায় তাঁরা আর্থিকভাবে ব্যাপক সংকটের মুখে পড়ছেন। তাই তাঁরা এই নিষেধাজ্ঞা মানছেন না। লিটন আরও বলেন, জেলেরা মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে দাদন নিয়ে ফিশিং বোট ও জাল মেরামত করে সাগরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এই সময় ঘোষণা করা হয় ৬৫ দিন মাছ ধরা বন্ধ। বিকল্প কোনও ব্যবস্থা না রেখে মাছ ধরা বন্ধ করায় চরম বিপাকে পড়েছেন এই পেশার সঙ্গে জড়িত চট্টগ্রামের প্রায় ৫০ হাজার জেলে পরিবার। এই সময় ৬৫ দিন মাছ ধরা বন্ধ ঘোষণা করে লাখো জেলেকে বিপদে ফেলা হয়েছে। তাই জেলেরা বাধ্য হয়ে আন্দোলনে নেমেছেন। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সেলিম রেজা বলেন, সামুদ্রিক ছোট মাছ আশঙ্কাজনক হারে কমছে। এই সময়ে ছোট মাছের প্রজননের সময়। এই সময়ে আগে বাণিজ্যিকভাবে মাছ ধরা বন্ধ থাকত। এবার সরকার সব ধরণের মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়। প্রথম কিস্তিতে প্রতি তালিকাভুক্ত জেলের জন্য বরাদ্দের ৪০ কেজি চাল সীতাকুণ্ডে পৌঁছেছে। কিন্তু জেলেরা নিচ্ছেন না। সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) দায়িত্বে থাকা পরিদর্শক সুমন বণিক বলেন, জেলেরা দেড় ঘণ্টার মতো মহাসড়ক অবরোধ করেছিলেন। পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করে দুপুর পৌনে ১২টার দিকে অবরোধ তুলে নেন। তাঁরা মহাসড়ক সচল করার চেষ্টা করছেন।

গ্রেফতার দুই

পাচের পাতার পর

অবমাননাকর মন্তব্য সম্প্রচারিত করায় নয়ডার একটি বেসরকারি চ্যালেন মালিক ইশিকা সিং ও অনুজ শুক্লাকে গ্রেফতার করে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। গ্রেফতারি প্রসঙ্গে পুলিশের বক্তব্য, উপযুক্ত ব্যবস্থা না নেওয়া হলে আইন শৃঙ্খলা খারাপের দিকে এগিয়ে যেত।

গ্রেফতার একাধিক

পাচের পাতার পর

এনেছেন উত্তর ২৪ পরগণার তৃণমূলে জেলা সভাপতি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তিনি বলেন, বিজেপির হার্মাদ বাহিনী তাদের দলের কর্মী কায়ুন মোল্লাকে গুলি করে খুন করেছে।

রবিবার এই নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদেই রাস্তায় নামে বিজেপি সমর্থকরা ঊ তবে শুধুমাত্র কলকতার বুকেই নয়, এদিন সন্দেশখালির ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ সমাবেশে নামে বিজেপি কর্মীরা ।

ছোঁড়াছুঁড়িতে আহত ৬

তিনের পাতার পর

পাথর ছুঁড়ে মারেন। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত একটি মামলায় এখনও পর্যন্ত পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আহতদের প্রত্যেকে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বর্তমানে তাঁদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে।

চাপে পড়ে

● প্রথম পাতার পর

তারই প্রেমিকা। শেষে চাপে পড়ে তিনি ওই প্রেমিকাকেই বিয়ে করলেন।

ব্যবসায়ীরা

● প্রথম পাতার পর

থানায় খবর দেন। ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন কদমতলা থানার এসআই বিনোদ বিহারী দেববর্মা সহ কদমতলা থানার পুলিশ।পুলিশ এসে ঘটনাটি সরেজমিন তদন্ত করে যান।এদিকে দোকান মালিক রতন নাথ উনার দোকানে লাগানো সিসি ক্যামেরার ফুটেজ কদমতলা থানার হাতে তুলে দিয়েছে এবং উনি স্পষ্ট জানিয়েছেন সিসি ক্যামেরা ফুটেজ চোরের ছবি এসেছে।পাশাপাশি দোকান মালিক আরো জানান উনার দোকান থেকে বেশ কিছু সা-সামগ্রী সহ নগদ অর্থ নিয়ে গেছে চোরের দল।অপরদিকে কদমতলা থানার এসআই বিনোদ বিহারী দেববর্মা জানান,পুরো ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দেখছেন।দোকান মালিক রতন নাথ কদমতলা থানায় একটি চুরির মামলা রুজু করেছেন। এখন দেখার বিষয় সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পেয়েও কদমতলা থানার পুলিশ আসল চোরদের পাকড়াও করতে সক্ষম হয় কিনা?

বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

চাপের মুখে পরে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার ৭৪টি চিটফাণ্ড সংস্থার বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের সুপারিশ করেছিল। আশ্চর্যজনক বিষয় হল রাজ্যের সবচেয়ে বড় চিটফাণ্ড সংস্থা রোজভ্যালির বিরুদ্ধে তৎকালীন সরকার সিবিআই তদন্তের সুপারিশ করেনি। এনিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া এবং বিধানসভায় তীব্র চাপের মুখে পড়ে পরবর্তীকালে রোজভ্যালীর বিরুদ্ধেও সিবিআই তদন্তের সুপারিশ করে সরকার। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল রোজভ্যালীর বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের সুপারিশ করা হলেও ১ লক্ষ টাকার নীচে প্রতারণার কথা উল্লেখ করা হয় রাজ্য সরকারের তরফে। স্বাভাবিক ভাবেই সিবিআই এই মামলায় তেমন কোন গুরুত্ব দেয়নি। লোকসভা নির্বাচনের আগে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপির তৎকালীন সভাপতি অমিত শাহ রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করেছিলেন বিজেপি ক্ষমতায় ফিরলে রোজভ্যালি সহ অন্যান্য চিটফাণ্ডগুলির বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত হবে। কিছুটা বিলম্ব হলেও রোজভ্যালির বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের সুপারিশ করা হয়েছে। রোজভ্যালির বিরুদ্ধে ৯৮ কোটি ১৬ লক্ষ ৭৯ হাজার ৬৮৫ টাকা প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে বলে জানিয়েছেন বিজেপির মুখপাত্র ডঃ অশোক সিন্‌হা।

রাজনৈতিক

● প্রথম পাতার পর

প্রসঙ্গত গত লোকসভা নির্বাচনে সন্দেশখালি পাড়া গ্রামে তৃণমূলের ফল খারাপ হওয়ায় শনিবার এলাকায় মিটিংয়ের আয়োজন করে তৃণমূল। নির্বাচনের পর থেকেই ওই এলাকা জুড়ে ছিল বিজেপির ফ্ল্যাগ ও ফেস্টুনে ঢাকা। শনিবার তৃণমূলের সভা করার পাশাপাশি ওই এলাকা থেকে বিজেপির ফ্ল্যাগ ফেস্টুন খুলে নিজেদের ফ্লাগ লাগানোর চেষ্টা করছিল বলে অভিযোগ উঠেছে বিজেপির পক্ষ থেকে। তারই প্রতিবাদ করতে যায় বিজেপি কর্মীরা। তখনই বিজেপি কর্মীদের উপরে সশস্ত্র হামলা চালানো হয় বলে তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে বিজেপির পক্ষ থেকে। তৃণমূলের চালানো গুলি ও বোমাতেই বিজেপি কর্মীরা মারা যায় বলে অভিযোগ তুলেছে বিজেপি নেতৃত্ব। উল্টোদিকে বিজেপির গুলিতে তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু হয়েছে বলে তৃণমূলের পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হলেও তৃণমূলের গুলিতেই তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু হয়েছে বলে সাফাই বিজেপির।

সন্দেশখালির ন্যাজাটের ঘটনায় রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট তলব করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার সন্দেশখালিতে তৃণমূল-বিজেপির রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনার পর রাতেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়। গোটা ঘটনাটি তাঁকে জানাতে দলের নেতারা তৎপর হয়ে উঠেছে। বিজেপির পক্ষ থেকে মুকুল রায় এদিন বলেন, সন্দেশখালিতে আমাদের তিন কর্মী মারা গেল। দলীয় কর্মী খুনের ঘটনায় সরাসরি রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করেন মুকুল রায়। তোপ দেগে জানান, বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার ঘটনার দায় রাজ্য সরকারকে নিতে হবে।

ভোট পরবর্তী রাজ্যের সবথেকে বড় রাজনৈতিক হিংসা ও সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটল বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সন্দেশখালিতে। তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষে মোট পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে চারজনই বিজেপি কর্মী। মৃতরা হলেন সুকান্ত মণ্ডল, প্রদীপ মণ্ডল, তপন মণ্ডল এবং দেবদাস মণ্ডল। এদের মধ্যে সুকান্ত ও প্রদীপের চোখে গুলি করা হয়েছে। তপনের মাথায় গুলি লাগে। এখনও ১৮ জন বিজেপি কর্মী নিখোঁজ।

ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। ট্যুইটে আসানসোলের সাংসদ জানান, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হাতে সন্দেশখালিতে তিন বিজেপি কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। খবরটি শুনে মর্মাহত হয়ে পড়েছি। বাংলার মানুষ খুব তাড়াতাড়ি তৃণমূলের গুণ্ডারাজের অবসান করবে।

এদিকে চার বিজেপি কর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় ফুঁসছেন বিজেপি কর্মীরা। দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন সকলে। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বিজেপি কর্মীদের খুন করেছে।

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা বিজেপির বিরুদ্ধে তাদের দলীয় কর্মীকে খুন করার অভিযোগ এনেছেন উত্তর ২৪ পরগণার তৃণমূলে জেলা সভাপতি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। জানান, বিজেপির হার্মাদ বাহিনী তাদের দলের কর্মী কায়ুন মোল্লাকে গুলি করে খুন করেছে। রাজনৈতিক কর্মী খুন নিয়ে দুই দলের রাজনৈতিক তরজা এখন চরমে।

সৎকার সন্দেশখালিতেই, আজ ১২ ঘন্টা বসিরহাট বনধ

সন্দেশখালি,৯ জুন (হি.স): শেষ পর্যন্ত মানবিক কারনে পিছু হটল বিজেপি। বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক রাহুল সিনহা জানিয়ে দিলেন, রাস্তায় নয়, সৎকার করা হবে সন্দেশখালিতেই। কেননা,পুলিশ অমানবিক হলেও এক মৃত কর্মীর মা অসুস্থ হয়ে পরার জন্য মানবিক কারনে আমরা রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে সবাই আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তিনি জানিয়ে দেন আগামীকাল, সোমবার ১২ ঘন্টা বসিরহাট মহকুমা বনধ পালন করবে বিজেপি। রাজ্য জুড়ে কালা দিবস পালন করব। ১২ জুন মহাধিক্কার মিছিল করা হবে। ওয়েলিংটন স্কোয়্যার থেকে মিছিল করে লালবাজারে যাবে বিজেপি। হাজার হাজার মানুষকে ওই মিছিলে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

কলকাতায় আনার পরিবর্তে নিহত দুই বিজেপি কর্মীর দেহ নিয়ে এখন সন্দেশখালির পথে রাজ্য নেতৃত্ব। বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা জানিয়েছেন, নিহত এক কর্মীর মা মাঝ পথে অসুস্থ হয়ে পড়ায় গ্রামে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল বিজেপি। রাহুল সিনহা বলেন, 'পুলিশের নক্কার জনক আচরণ সত্বেও পরিবারের কথা মাথায় রেখে গ্রামেই শবদাহ হবে'।

এদিন নিহত দুই কর্মীর দেহ নিয়ে সন্দেশখালি থেকে কলকাতায় আসার চেষ্টা করতেই বাধা পায় বিজেপি। তিন দফায় বাধার পরে পুলিশ রীতিমতো মরিয়া হয়ে ওঠে মিনাখাঁ মোড়ে। কোনও ভাবেই মরদেহ নিয়ে কলকাতায় আসতে দেয়নি বিজেপিকে। এর পরে রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, পুলিশ বাধা দিলে মিনাখাঁয় রাস্তার উপরেই দাহ করে ফেলা হবে। এর পরে পুলিশের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আন্দোলন চলে।

বিজেপির পক্ষে রাহুল সিনহা জানান, পুলিশ কথা দিয়েছে সন্দেশখালিতে নিয়ম মেনে দেহ সৎকার করতে দেওয়া হবে। বাড়ির লোকেরাও অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই অবস্থায় কলকাতার পরিবর্তে সন্দেশখালিতে দেহ নিয়ে যাওয়া হলেও সোমবার বসিরহাট মহকুমায় বারো ঘণ্টার বনধ পালন করবে বিজেপি। এর পাশাপাশি কলকাতায় দাহ করতে না দেওয়ার জন্য বিজেপি আদালতে যাবে বলে জানিয়েছেন রাহুল সিনহা।

সন্দেশখালিতে নিহত দুই বিজেপি কর্মীর দেহ কলকাতায় আনা ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় রবিবার দুপুর থেকেই। দফায় দফায় বিজেপি নেতা-নেত্রীদের গাড়ি আটকানোর জেরে পুলিশ ও বিজেপি নেতা কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক ধস্তাধস্তিতে উত্তেজনা ছড়ায়। ওই মুহূর্তে মিনাখাঁর বামনপুকুরের কাছে রাস্তায় আড়াআড়ি ভাবে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বিজেপি নেতা-নেত্রীদের কনভয় আটকে দেয় পুলিশ। মালঞ্চর কাছে লকেট চট্টোপাধ্যায়কে নিগ্রহ করা হয়েছে বলে বিজেপির অভিযোগ।

শনিবার সন্দেশখালিতে বিজেপি কর্মীদের মৃত্যুর পর আজ রবিবার এলাকা পরিদর্শনে যান বিজেপি নেতা-সাংসদদের ৭ জনের একটি প্রতিনিধি দল। গতকাল নিহত দু'জনের দেহ বসিরহাট হাসপাতালে ময়নাতদন্ত হয়। তার পর মৃতদেহ নিয়ে বিজেপি নেতৃত্ব প্রথমে নিহতদের বাড়িতে যান। সেখান থেকে দু'টি শববাহী গাড়িতে মৃতদেহ-সহ দিলীপ ঘোষ, রাহুল সিংহ, অর্জুন সিংহ, লকেট চট্টোপাধ্যায়র মৃতদেহ নিয়ে কলকাতার দিকে রওয়ানা হন।

কিন্তু মালঞ্চর কাছে আসতেই পুলিশ সেই কনভয় আটকায়। আগে থেকেই সেখানে মোতায়েন ছিল র‍্যাফ। পুলিশ ও র‍্যাফ কনভয় আটকানোর চেষ্টা করতেই বিজেপি নেতা-নেত্রীরাও বলপ্রয়োগ শুরু করেন। প্রশ্ন করতে থাকেন, কেন আটকানো হচ্ছে তাঁদের ? এর পরই শুরু হয় উভয় পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি। ওই পরিস্থিতির মধ্যে পুলিশ-র‍্যাফের বাধা টপকে কলকাতার দিকে এগিয়ে আসে কনভয়। এই মালঞ্চ এলাকাতেই ধস্তাধস্তির সময় বিজেপির মহিলা মোর্চার সভানেত্রী তথা হুগলির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়কে নিগ্রহ করা হয় বলে অভিযোগ দলের।

এর পর কনভয় খানিকটা এগনোর পর মিনাখাঁর বামনপুকুরে আসতেই ফের আটকে পড়ে বিজেপির কনভয়। কারণ, আগে থেকেই রাস্তার উপর আড়াআড়ি ভাবে প্রিজন ভ্যান দাঁড় করিয়ে রাস্তা বন্ধ করে রেখেছিল পুলিশ। বিজেপি নেতারা গাড়ি থেকে নেমে স্লোগান দিতে শুরু করেন। পুলিশের সঙ্গে কথা বলেন দলের নেতা-নেত্রীরা। পুলিশকে প্রশ্ন করেন, কেন তাঁদের আটকানো হচ্ছে ? কিন্তু পুলিশ সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কোনও কথা বলতে চাননি কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকরা।

নিহত বিজেপি কর্মীদের পরিবারের লোকজনের বক্তব্য, মৃতদেহ যে কোনও জায়গায় দাহ করা যায়। তাতে পুলিশ কোনও ভাবেই বাধা দিতে পারে না। তবে কী কারণে কনভয় আটকানো হয়েছে, সে বিষয়ে পুলিশ কোনও মন্তব্য করতে চায়নি। রাস্তাইতে দেহ সৎকারের হুঁশিয়ারি দেন দিলীপ ঘোষ। সাজানো হয় চিতা। পরে সিদ্ধান্ত বদল করেন তাঁরা। পরিবারের সঙ্গে আলোচনার পর রাহুল সিনহা জানিয়ে দেন, মৃত দেহের অমর্যাদা হোক, সেটা চায় না বিজেপি।

অধ্যাপকদের লালবাজারে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ

কলকাতা,৯ জুন (হি.স): স্থায়ীকরণ ও বেতন বৃদ্ধির দাবিতে হাজরা মোড়ে পশ্চিমবঙ্গ অতিথি অধ্যাপক সমিতি অবস্থান বিক্ষোভ করে। সেখান থেকে অধ্যাপকদের লালবাজারে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ। শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় শনিবার অতিথি শিক্ষকদের আন্দোলন না করতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু সেই অনুরোধ উপেক্ষা করে আজ হাজরা মোড়ে জমায়েত কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন অতিথি শিক্ষকরা। সমাবেশ করার জন্য হাজরা মোড়ে জমায়েত হতেই পুলিশ ভ্যানে করে তাঁদের তুলে নিয়ে যায় লালবাজারে ও হেস্টিংস থানায়। প্রায় ১৭০ জনকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। নতুন করে যাতে শিক্ষকরা সেখানে জড়ো হতে না পারে সেজন্য হাজরা মোড়ে মোতায়েন রয়েছে পুলিশ। এছাড়া ঘটনাস্থলে রয়েছেন ডিসি সাউথ মিরাজ খালিদ। সাংবাদিক বৈঠক করে শনিবার শিক্ষামন্ত্রী জানান, তিনি অতিথি শিক্ষকদের সঙ্গে তাঁদের দাবি দাওয়া নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন। সেখানে তিনি শিক্ষকদের আন্দোলনের না যেতে আবেদন করেছেন। যদিও, অতিথি শিক্ষকদের মতে, এটা তাঁদের আন্দোলন ভাঙার একটা চেষ্টা।

রোজভ্যালী

● প্রথম পাতার পর

পুনরায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চিঠি পাঠানো হয় যাতে রোজভ্যালীর আর্থিক কেলেঙ্কারীর তিনটি মামলা যাতে সিবিআই গ্রহণ করে।

গণঅবস্থান

● প্রথম পাতার পর

ক্ষমতায় এনেছিল। কিন্তু ক্ষমতায় এসে বিপ্লব দেবের নেতৃত্বাধীন সরকার রাজ্যবাসীকে সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ২০১৮ সালে রাজ্যের জনগণ কংগ্রেসকে বিশ্বাস করতে পারেননি বলেও উল্লেখ করেন গোপাল বাবু। এরও কারণ রয়েছে বলে জানান তিনি। কারণ কংগ্রেস মানুষের প্রত্যাশা অনুযায়ী ২০০৮ ও ২০১৩ সালে কংগ্রেস সরকার পরিবর্তন করতে পারেনি। রাজ্যে বিজেপির সংগঠন না থাকলেও জনগণ বিজেপিকে বিকল্প শক্তি হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে প্যারাস্যুড মুখ্যমন্ত্রী বলে অখ্যায়িত করেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি গোপাল রায়। তিনি দিল্লি থেকে উড়ে এসে জুরে বসেছেন। বিপ্লববাবু ত্রিপুরার সংস্কৃতি, আলো বাতাস, পরিস্থিতি জানেন না বলে মন্তব্য করেন গোপাল বাবু। পৃথিবীর সবচেয়ে ভাগ্যবান লোক বিপ্লব বাবু বলেওও উল্লেখ করেন তিনি। মাত্র ২ বছর আগে সভাপতি হিসেবে উড়ে এসে জরে বসে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেছেন।

গণঅবস্থানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের অপর প্রাক্তন সভাপতি বীরজিৎ সিন্‌হা বলেন, কংগ্রেস নেতা কর্মীদের মিথ্যা মামলায় জেলে পাঠানো হচ্ছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ বলে উল্লেখ করেন তিনি। যে কারণেই এই ধর্না আন্দোলন।

উইকেটকিপিং গ্লাভস বিতর্কের মাঝেই বিশ্বকাপের রবিবাসরীয় মেগা ম্যাচে অজিদের বিরুদ্ধে ভারত

লন্ডন, ৯ জুন (হি.স.) : মহেন্দ্র সিং ধোনির উইকেটকিপিং গ্লাভস বিতর্কের মাঝেই বিশ্বকাপের আজ রবিবাসরীয় মেগা ম্যাচে অজিদের বিরুদ্ধে মাঠে নামছে বিরাটবাহিনী। রবিবার লন্ডনের কেনিংটন ওভালে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামছে দু'বারের বিশ্বসেরা ভারত।

বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মুখোমুখি সাক্ষাতে অনেকটাই পিছিয়ে ভারত। ১১বারের মধ্যে আটবারই বাজিমাত করেছে অজিরা। তবে শেষ পাঁচটি বিশ্বকাপে ভারতই একমাত্র দল যারা অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ব জয় আটকেছে। মোতেরায় ২০১১ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিল ধোনির ভারত। শুধু তাই নয়, সেবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। ২০১৫ বিশ্বকাপে ঘরের মাঠে পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। সেমিফাইনালে ধোনির ভারতকে হারিয়ে ২০১১ বিশ্বকাপের বদলা নিয়ে অজিবাহিনী। ভারতকে ৯৫ রানে হারিয়ে ফাইনালে ওঠা অস্ট্রেলিয়া খেতাবের লড়াইয়ে 'কিউয়ি বধ' করে বিশ্বকাপ জেতে। সেই সঙ্গে বিশ্বের একমাত্র দল হিসেবে পঞ্চমবার বিশ্বকাপ জেতে অস্ট্রেলিয়া।এবার অবশ্য ইংল্যান্ডে মাটিতে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার লড়াই হাড্ডাহাড্ডি হওয়ার আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। দুই দলেই নেতৃত্ব বদল হয়েছে। ধোনির থেকে নেতৃত্বের ব্যাটন উঠেছে বিরাট কোহলির হাতে। এ নিয়ে তৃতীয়বার বিশ্বকাপ খেললেও প্রথমবার টিম ইন্ডিয়াকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন কোহলি। আর বল টেম্পারিং কাণ্ডের জেরে বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়া দলের নেতৃত্বের ব্যাটন উঠেছে অ্যারন ফিঞ্চের হাতে।

সাউদাম্পটনে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করেছে ভারত। কোহলির নেতৃত্বে টাইটানিকের শহরে প্রোটিয়াদের ৬ উইকেটে হারায় টিম ইন্ডিয়া। বোলিং, ফিল্ডিং ও ব্যাটিং তিন বিভাগেই প্রোটিয়াদের টেক্কা দিয়ে হাসতে হাসতে ম্যাচ জিতে নেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রথমে বুমরাহ-চাহালের দুরন্ত বোলিংয়ে ২২৭ রানে প্রোটিয়াদের বেঁধে রাখার পর রোহিত শর্মার অনবদ্য সেঞ্চুরিতে ছ' উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয় কোহলি অ্যান্ড কোং।রবিবার অজিদের বিরুদ্ধে অবশ্য সেনা-চিহ্ন গ্লাভসে উইকেটকিপিং করা হবে না ধোনির। আইসিসি'র জি-১ ধারায় (পার্সোনাল মেসেজ) লঙ্ঘন করায় ধোনিকে 'বলিদান' ব্যাজ আঁকা গ্লাভস পরে মাঠে নামতে দেওয়া যাবে না বলে আইসিসি-র তরফে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়। হ্যাম্পশায়ার বোলে দক্ষিণ আফ্রিজার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর প্রতীক অর্থাৎ 'ফ্লাইং ড্যাগার' আঁকা উইকেটকিপিং গ্লাভস হাতে উইকেটের পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন ধোনি। বিষয়টি নজরে আসতেই প্রাথমিকভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় নেটিজেনদের কুর্নিশ কুড়িয়ে নেন মাহি। কিন্তু সেনাবাহিনীর প্রতি ধোনির এই শ্রদ্ধা ভালোভাবে নেয়নি আইসিসি।হিন্দুস্থান সমাচার/ সঞ্জয়

ফরাসি ওপেনের দ্বাদশ শিরোপা নাদালের

আবারও ডমিনিক টিমের প্রথম শিরোপা জয়ের স্বপ্ন গুঁড়িয়ে দিয়ে ফরাসি ওপেনে ছেলেদের এককে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন রাফায়েল নাদাল।প্যারিসের রোঁলা গারোঁয় রোববার ফাইনালে নাদালের বিপক্ষে দ্বিতীয় সেট জিতে ঘুরে দাঁড়ানোর যা একটু ইঙ্গিত দিয়েছিলেন টিম। কিন্তু পরের দুই সেটে উড়ে যান সেমি-ফাইনালে বর্তমান বিশ্বসেরা নোভাক জোকোভিচকে হারিয়ে আসা এই অস্ট্রিয়ান।৬-৩, ৫-৭, ৬-১, ৬-১ গেমে জিতে ট্রফিতে চুমু আঁকেন 'ক্লে কোর্টের রাজা'। গতবার ফাইনালে টিমকে হারিয়েছিলেন সরাসরি সেটে।ফরাসি ওপেনে শিরোপা জয়ের রেকর্ডটাকে আরও উঁচুতে নিলেন স্প্যানিশ তারকা। ২০০৫ সালে রোঁলা গারোঁয় অভিষেকের পর দ্বাদশ শিরোপা জিতলেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ১১টি শিরোপা জেতা মার্গারেট কোর্টকে ছাড়িয়ে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে এক গ্র্যান্ড স্ল্যাম শিরোপা ১২ বার জিতলেন নাদাল।

কিংস কাপের দ্বিতীয় ম্যাচে থাইল্যান্ডকে হারাল ভারতীয় ফুটবল দল

ব্যাংকক, ৯ জুন (হি.স.) : হার দিয়ে অভিযান শুরু হলেও দ্বিতীয় ম্যাচেই জয়ের মুখ দেখল ভারতীয় ফুটবল দল। ভারতীয় কোচ হিসাবে ইগর স্টিমাচ সুনীল ছেত্রীদের দায়িত্ব নেওয়ার পর কিংস কাপই মেন ইন ব্লু'র ক্রোয়েশিয়ান কোচের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে ফিফা ব্যাঙ্কিংয়ের ৮২ নম্বরে থাকা ডাচ ক্যারাবিয়ান দ্বীপরাষ্ট্র কুরাকাওয়ের কাছে ১-৩ গোলে হারলেও শনিবার থাইল্যান্ডকে ১-০ হারায় স্টিমাচের ছেলেরা।

এরিনায় এদিন থাইল্যান্ডকে হারিয়ে কিংস কাপে তিন নম্বরে শেষ করে ভারত। ম্যাচের ১৬ মিনিটে অনিরুদ্ধ থাপার গোলে জয়ের মুখ দেখে 'মেন ইন ব্লু'। ভারতীয় দলের নতুন কোচ প্রথম ম্যাচের দলে এদিন আটটি পরিবর্তন করেন। ক্যাপ্টেন সুনীল-সহ বেশ কয়েকজন সিনিয়র খেলোয়াড়কে বিশ্রাম দিয়ে তরুণদের সুযোগ দেন স্টিমাচ। ছেত্রী ছাড়াও ক্রোয়েশিয়ান কোচ দলে রাখেননি গুরপ্রীত সিং সাঁধু, উদান্ত সিং, প্রণয় হালদার ও প্রীতম কোটালকে।

ম্যাচের শুরু থেকেই এদিন আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে স্টিমাচের ছেলেরা। থাইল্যান্ড ডিফেন্সের উপর ক্রমাগত চাপ তৈরি করে রাখে। প্রথম ম্যাচে কুরাকাওয়ের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়ার্ধে এই ফুটবল দেখা গিয়েছিল ভারতীয় দলের। কিন্তু এদিন শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে গোল পেয়ে যায় ভারত। ১৬ মিনিটে সেট পিস থেকে ভারতকে এগিয়ে দেন থাপা।

প্রথম ম্যাচে সুযোগ না-পাওয়া থাপা এদিন কোচের আস্থার মর্যাদা দেন।

মাস পাঁচেক আগে এএফসি এশিয়ান কাপে এই থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৪-১ জিতেছিল ভারত। এদিনও হারলেও ম্যাচের পর ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানান থাই ফুটবল ফ্যানেরা। প্রথম ম্যাচে ভারত অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী মাইলস্টোন ছুঁলেও এদিন তাঁকে দলে রাখেননি ভরাতীয় দলের ক্রোয়েশিয়ান কোচ। ভারতের হয়ে রেকর্ড ১০৮টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে প্রতিনিধিত্ব করে বাইচুং ভুটিয়াকে টপকে যান ছেত্রী। মাইলস্টোন ম্যাচে কেরিয়ারের ৬৮তম আন্তর্জাতিক গোল করেন ভারত অধিনায়ক।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হাইভোল্টেজ ম্যাচে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত বিরাটের

লন্ডন, ৯ জুন (হি.স.) : রবিবাসরীয় কেনিংটন ওভালে দুই যুযুধান প্রতিপক্ষ ভারত-অস্ট্রেলিয়া মুখোমুখি।

প্রথম দু'ম্যাচে জয়ের পর ওভালে ভারতের বিরুদ্ধে জয়ে মরিয়া অজি বাহিনী। অন্যদিকে প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারানো পর দ্বিতীয় ম্যাচে ক্যাঙ্গারু 'শিকার' করতে পারলে পরবর্তী ম্যাচগুলোতে আত্মবিশ্বাসের ডালি নিয়ে মাঠে নামতে পারবে বিরাট অ্যান্ড কোম্পানি।

সেইসঙ্গে ২০১৫ বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে অজিদের বিরুদ্ধে হারের মধুর প্রতিশোধ নেবে 'মেন ইন ব্লু'।

রবিবার এই হাইভোল্টেজ ম্যাচে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্তই নিলেন বিরাট। দুই স্পেশালিস্ট স্পিনারের ভাবনা থেকে সরে এসে প্রাথমিকভাবে

তিন সিমার এবং এক স্পিনারে মাঠে নামার ভাবনাচিন্তা হলেও উইনিং কম্বিনেশন ভাঙতে রাজি নয় ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। অপরিবর্তিত একাদশ নিয়েই ক্যাঙ্গারু শিকারে নামতে চলেছেন বিরাট।

অন্যদিকে, বিশ্বকাপের অতীত পরিসংখ্যানের দাঁড়ি পাল্লায় অনেকটাই ভারি অস্ট্রেলিয়াও অপরিবর্তিত একাদশ নিয়েই নামছে টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে। ওভালে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার লড়াই হাড্ডাহাড্ডি হওয়ার আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা।

একনজরে ভারতের একাদশ: শিখর ধাওয়ান, রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি (অধিনায়ক), কেএল রাহুল, কেদার যাদব, এমএস ধোনি, হার্দিক পান্ডিয়া, ভুবনেশ্বর কুমার, কুলদীপ যাদব, যুবেন্দ্র চাহাল ও জসপ্রীত বুমরাহ।

একনজরে অস্ট্রেলিয়া একাদশ: অ্যারন ফিঞ্চ (অধিনায়ক), ডেভিড ওয়ার্নার, উসমান খোয়াজা, স্টিভ স্মিথ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, মার্কাস স্টোওনিস, অ্যালেক্স ক্যারি, ন্যাথান কুল্টার-নাইল, প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক ও অ্যাডাম জাম্পা।

রানের পাহাড় গড়ে অস্ট্রেলিয়াকে হারাল ভারত

টপ অর্ডার দুর্দান্ত ভিত গড়ে দেওয়ার পর বাকিরা জ্বলে ওঠায় বিশাল সংগ্রহ গড়েছিল ভারত। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রাণপণে লড়াই করল অস্ট্রেলিয়া, কিন্তু তা রান তাড়ার রেকর্ড গড়ার জন্য যথেষ্ট হয়নি। বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের সহজেই হারিয়ে বিশ্বকাপে টানা দ্বিতীয় জয় পেল বিরাট কোহলির দল।লন্ডনের দা ওভালে রোববার ৩৬ রানে জিতেছে ভারত। ৩৫২ রান তাড়ায় ৩১৬ রানে অলআউট হয়ে গেছে অস্ট্রেলিয়া। ডেভিড ওয়ার্নার, স্টিভেন স্মিথের ফিফটিতে লড়াই করে অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু তিন বলের মধ্যে স্মিথ ও মার্কাস স্টয়নিসকে ফিরিয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন ভুবনেশ্বর কুমার। শেষের দিকে ঝড়ো ফিফটিতে পরাজয়ের ব্যবধান কমান অ্যালেক্স কেয়ারি।অস্ট্রেলিয়াকে অনেকবার ভোগানো ধাওয়ান ও রোহিতের উদ্বোধনী জুটি এদিন শুরু থেকে ছিল সাবধানী। আক্রমণ থেকে দুই গতিময় পেসার মিচেল স্টার্ক ও প্যাট কামিন্স সরে যাওয়ার পর বাড়ে রানের গতি। ন্যাথান কোল্টার-নাইলকে সপ্তম ওভারে টানা তিনটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ডানা মেলেন ধাওয়ান। রানের গতিতে দম দেওয়ার কাজটা করেন বাঁহাতি এই ওপেনার।ধীরে ধীরে নিজেকে ফিরে পান আগের ম্যাচের সেঞ্চুরিয়ান রোহিত। জমে যায় জুটি। ১৯তম ওভারে তিন অঙ্ক স্পর্শ করে জুটি ও দলের রান। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে রোহিত-ধাওয়ানের এটি ষষ্ঠ শতরানের জুটি।শুরুতে রোহিতের কঠিন একটি ক্যাচ হাতছাড়া করেছিলেন কোল্টার-নাইল। এই পেসারই শেষ পর্যন্ত থামান ডানহাতি ওপেনারকে। ৭০ বলে তিন চার ও এক ছক্কায় ৫৭ রান করেন রোহিত।কোহলির সঙ্গে ৯৭ রানের আরেকটি ভালো জুটি উপহার দেন বিশ্বকাপে নিজের তৃতীয় সেঞ্চুরি তুলে নেওয়া ধাওয়ান। স্টার্কের বলে সীমানায় ক্যাচ দিয়ে শেষ হয় তার ১১৭ রানের ইনিংস। ওয়ানডেতে ১৭তম সেঞ্চুরি পাওয়া বাঁহাতি এই ওপেনারের ১০৯ বলের ইনিংস গড়া ১৬ চারে।রানের গতি বাড়াতে প্রমোশন পেয়ে চার নম্বরে নামা হার্দিক পান্ডিয়া প্রথম বলেই ক্যাচ দিয়েছিলেন। গ্লাভসে বল জমাতে পারেননি অ্যালেক্স কেয়ারি। সুযোগ দারুণভাবে কাজে লাগান এই অলরাউন্ডার। ২৭ বলে তিন ছক্কা ও চারটি চারে খেলেন ৪৮ রানের এক ইনিংস।পান্ডিয়ার সঙ্গে ৮১ রানের জুটি উপহার দেওয়া কোহলি ওয়ানডেতে তুলে নেন পঞ্চাশতম ফিফটি। বিশ্বকাপে মাত্র দ্বিতীয়বারের মতো কোনো ম্যাচে পঞ্চাশ ছোঁয়া ইনিংস খেললেন ভারতের টপ অর্ডারের তিন ব্যাটসম্যান।ক্রিজে গিয়েই শট খেলতে শুরু করেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। এই সময় কোহলি কমই পেয়েছেন স্ট্রাইক। ১৪ বলে খেলা ধোনির ২৭ রানের ঝড়ো ইনিংস শেষ হয় মার্কাস স্টয়নিসের দুর্দান্ত এক ফিরতি ক্যাচে। শেষ ওভারে ছক্কার চেষ্টায় শেষ হয় কোহলির ৮২ রানের ইনিংস। শেষ বলে চার হাঁকিয়ে বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষ প্রথম সাড়ে তিনশ ছোঁয়া সংগ্রহ এনে দেন লোকেশ রাহুল। পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে বিশ্বকাপে আগের সর্বোচ্চ ছিল গত আসরে শ্রীলঙ্কার করা ৩১২। ভারতের আগের সেরা ছিল ১৯৮৭ আসরে ৬ উইকেটে ২৮৯। সংক্ষিপ্ত স্কোর:ভারত: ৫০ ওভারে ৩৫২/৫ (রোহিত ৫৭, ধাওয়ান ১১৭, কোহলি ৮২, পান্ডিয়া ৪৮, ধোনি ২৭, রাহুল ১১*, কেদার ০*; কামিন্স ১০-০-৫৫-১, স্টার্ক ১০-০-৭৪-১, কোল্টার-নাইল ১০-১-৬৩-১, ম্যাক্সওয়েল ৭-০-৪৫-০, জ্যাম্পা ৬-০-৫০-০, স্টয়নিস ৭-০-৬২-২)

অস্ট্রেলিয়া: ৫০ ওভারে ৩১৬ (ওয়ার্নার ৫৬, ফিঞ্চ ৩৬, স্মিথ ৬৯, খাওয়াজা ৪২, ম্যাক্সওয়েল ২৮, স্টয়নিস ০, কেয়ারি ৫৫*, কোল্টার-নাইল ৪, কামিন্স ৮, স্টার্ক ৩, জ্যাম্পা ১; ভুবনেশ্বর ১০-০-৫০-৩, বুমরাহ ১০-১-৬১-৩, পান্ডিয়া ১০-০৬৮-০, কুলদীপ ৯-০-৫৫-০, চেহেল ১০-০-৬২-২, কেদার ১-০-১৪-০)

ফল: ভারত ৩৬ রানে জয়ী

ব্রু সংগ্রমা পূজার প্রস্তুতি বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন ।। রবিবার সকাল ১১ ঘটিকায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত মনপাথর বাজার সেডঘরে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আগামী ৩০ আগস্টের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতেচলেছে ১৮তম রাজ্য ভিত্তিক ব্রু সংগ্রমা পুজা। এটি রিয়াং জনজাতির কুল দেবনাত পুজা। আজকের আলোচনা সভায় ব্রু সংগ্রমার ৫টি সংগঠনের ৫০০ এর অধিক লোকজন অংশগ্রহণ করেন। এই সংগ্রমা পুজাকে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আজকের এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। আলোচনার মধ্যে পূজা সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার পাশাপাশি রিয়াং জনজাতির কূলদেবতার অর্ধসমাপ্তিত মন্দির গঠনের বিভিন্ন দিকগুলি আলোচনা করা হয় তার সঙ্গে রয়েছে রিয়াং জনজাতির ১২ দফা দাবি সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়। সংবাদ মাধ্যমের সামনে আজকের আলোচনা সম্পর্কে কিছু তথ্য তুলে ধরেন ব্রু সংগ্রমার জেনারেল সেক্রেটারি ক্ষনারাম রিয়াং। তিনি আজকের ১২ দফা দাবি সম্পর্কে জানান উনারা পূর্বে রাজ্য সরকারেরনিকট রিয়াং জনজাতির উন্নয়ন স্বার্থে ১২ দফা দাবি পেশ করেছেন যা এখন পর্যন্ত সফল হয়নি। এই দাবি যতদিন পুরন না হলে আগামীদিনে উনারা বৃহত্তম আন্দোলনে সামিল হবেন। অপরদিকে আজকের এই আলোচনাসভায় শান্তিরবাজার পুলিশের ওসডিপিও নির্দেস দেব যুবসমাজকে নেশাগ্রস্থ দ্রব্যসামগ্রী থেকে দূরে থাকার বিশেষ আহ্বান জানিয়েছেন।

কৃতিদের পাশে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন ।। দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিবাজার মহকুমায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করলেন বিধায় প্রমোদ রিয়াং।

এবারকার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় শান্তিরবাজার মহকুমায় মোট৪ জন সেরা দশের তালিকায় রয়েছে। এই চার জন কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানানোর জন্য ছাত্র ছাত্রীদের বারিতে ছুটে যায় ৩৬ শান্তিরবাজার বিধানসভার বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং। শান্তির বাজার পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুমন দেবনাথ ও অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ। বিধায়ক ছাত্র ছাত্রীদের বাড়িতে গিয়ে ছাত্র ছাত্রী ও উদের পিতা মাতকে শুভেচ্ছা জানান।

ছন্দনীড়ের সৃজন ছন্দে নজরুল ১৬ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন ।। ছন্দনীড় আয়োজিত সৃজন ছন্দে নজরুল সন্ধ্যায় এবার কলকাতা থেকে আসছেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী মনোময় ভট্টাচার্য ও নীতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ১৬ জুন রবিবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের এক নম্বর হলে হবে এই অনুষ্ঠান। প্রতি বছরের মতো এবারও কবি প্রণামের ধারাবাহিকতায় ছন্দনীড়ের এই আয়োজন। যেখানে শিল্প সুষমার ডালি উপস্থাপনা করবেন বিশিষ্ট শিল্পীরা। অনুষ্ঠানের শুরুতে থাকবে ছন্দনীড়, সুরলোক, মেঘবালিকার সমবেত সংগীত ও একক সংগীতে অনিন্দিতা রায় ও অরিজিতা ধর। এরপর থাকবে আমন্ত্রিত দুই বিশিষ্ট শিল্পী নীতা বন্দোপাধ্যায় ও মনোময় ভট্টাচার্য্যের সংগীত পরিবেশনা। অনুষ্ঠানের প্রবেশপত্র ১২ জুন থেকে বিনামূল্যে পাওয়া যাবে দৈনিক সংবাদ ও ত্রিপুরা দর্পণ অফিসে।

দূর্ঘটনায় নিহত এক, আহত আরও এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন।। জাতীয় সড়কের বড়মুড়ায় একটি বাইক ও গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষে এক যুবক প্রাণ হারিয়েছে। তার নাম বুধু দেববর্মা। বাড়ি মান্দাইয়ে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দুপুরে। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন। পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে হতাহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। এই ব্যাপারে পুলিশ একটি মামলা নিয়েছে।

রবিবার ৩৪তম বার্ষিক জেনারেল কনফারেন্স অনুষ্ঠান মঞ্চে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক সহ অনান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

সন্ত্রাসবাদ ভারত-শ্রীলঙ্কার কাছে যৌথ হুমকি : নরেন্দ্র মোদী

কলম্বো, ৯ জুন (হি.স.) : সন্ত্রাসবাদ ভারত-শ্রীলঙ্কার কাছে যৌথ হুমকি বলে ব্যাখ্যা করলেন সেদেশে সফররত ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঊরবিবার শ্রীলঙ্কার প্রেসিজেন্ট মৈথিরিপলা সিরিসেনার সঙ্গে সাক্ষাতে সন্ত্রাসবাদকে দুদেশের জন্যই “দ্দন্থ্রদ্রন্ঠ ঠন্ত্রখন্ঠ” বা যৌথ হুমকি বলে ব্যাখ্যা করলেন নরেন্দ্র মোদী। সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে একযোগে কাজ করতে সম্মত হয়েছে দুই দেশ। যৌথ ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ চলবে বলে জানানো হয়েছে এই দিন।

সন্ত্রাসের মোকাবিলায় কেন্দ্রের জিরো টলারেন্স নীতিকে হাতিয়ার করে প্রথমে মালদ্বীপ, তারপর শ্রীলঙ্কাতেও একই বক্তব্যই তুলে ধরলেন মোদী। ইস্টার সানডের সেই ভয়াবহ জঙ্গি হামলার ক্ষত এখনও দগদগে। বিপর্যস্ত জনজীবন। দ্বীপবাসীদের চোখে মুখে এখনও আতঙ্ক। ধুঁকছে শ্রীলঙ্কার অর্থনীতির ভিত্তি পর্যটন শিল্পও। পর্যটকদের মতই দ্বীপরাষ্ট্রে যেতে ইতস্তত করছেন বিশ্বের বিভিন্নদেশের রাষ্ট্র নায়করা। এই পরিস্থিতিতে ভয় দূরে ঠেলে কলম্বো সফরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার সকালেই সেদেশে পৌঁছেছেন তিনি।

ভিয়েতনাম হয়ে রবিবার প্রতিবেশী রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কায় পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী। কলম্বো বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত হন রনিল বিক্রমাসিঞ্জে। প্রথমেই বিস্ফোরণে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মোদী। এদিন কলম্বোর সেন্ট অ্যান্টনি গির্জা পরিদর্শন করেন নরেন্দ্র মোদী। সেখানেই বিস্ফোরণে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মোদী। এপ্রিলে ইস্টার সানডেতে শ্রীলঙ্কার একাধিক জায়গায় বিস্ফোরণ হয়। তার মধ্যে ওই গির্জাও ছিল।

শ্রীলঙ্কার প্রেসিজেন্ট মৈথিরিপলা সিরিসেনার সঙ্গে সাক্ষাতে সন্ত্রাসবাদকে দুদেশের জন্যই যৌথ হুমকি বলে ব্যাখ্যা করলেন নরেন্দ্র মোদী। এদিন ভারত ও শ্রীলঙ্কা দুদেশই একযোগে সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করতে সম্মত হল। যৌথ বৈঠকের পর একটি ট্যুইট করেন মোদী। শ্রীলঙ্কার নিরাপদ ভবিষ্যত্যের স্বার্থে কাজ করবে ভারত বলে আশ্বাস দিয়েছেন মোদী। প্রেসিডেন্ট সিরিসেনার সঙ্গে কথা বলার পরে মোদী জানা সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে একযোগে কাজ করতে সম্মত হয়েছে দুই দেশ। যৌথ ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ চলবে বলে জানানো হয়েছে এই দিন।

এদিন শ্রীলঙ্কা সরকারের পক্ষ থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ উপহার দেওয়া হয়। সমাধি বুদ্ধের এক মূর্তি হাতে তুলে দেওয়া হয় মোদীর। মোদীকে এদিন বিশেষ বন্ধু বলে সম্বোধন করেন সিরিসেনা।

প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে ট্যুইট করে জানানো হয় সমাধি বুদ্ধের আসল মূর্তিটি চতুর্থ ও সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ে তৈরি করা। অনুরাধাপুরা সময়ের অন্যতম স্থাপত্য নিদর্শন এটি।

এদিন শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমসিংহে ও সেদেশের রাষ্ট্রপতি মৈত্রীপালা সিরিসেনার সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী । বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রাভেশ কুমার এদিন জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফরের সৌজন্য শ্রীলঙ্কা সরকারের পক্ষ থেকে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করা হয়। এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট নিজে।

এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাক্ষাৎ করেন, বিরোধী দলনেতা তথা শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রাজাপক্ষের সঙ্গেও। এদিন শ্রীলঙ্কায় বসবাসকারী ভারতীয়দের সঙ্গেও দেখা করেন প্রধানমন্ত্রী। জানান, বিশ্বের দরবারে ভারতের অগ্রগতির অন্যতম কারিগর প্রবাসীরা। দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণের দিন থেকেই প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে বেশি গুরুত্ব দিতে দেখা গিয়েছিল নরেন্দ্র মোদীকে। ওইদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ ভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল বিমস্টেক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধানদের।

প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মদির দ্বিতীয়বার ইনিংসের শুরুতে প্রথম বিদেশ সফরে গতকাল থাইল্যান্ডে যান মোদী । সেখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে সেদেশের সর্বোচ্চ সম্মান ‘রুল অব নিশান ইজ্জুদ্দিন’ প্রদান করে মালদ্বীপের সরকার। দুই দেশের মধ্যে বেশ কয়েকটি মউ স্বাক্ষরিত হয়। ওইদিন মালদ্বীপের সংসদেও বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানেও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সরব হন তিনি। বলেন, “গোটা বিশ্বকে একত্রিত হয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। সন্ত্রাসবাদ শুধু কোনও দেশ বা কোনও এলাকার শত্রু নয়, এটা গোটা বিশ্বের শত্রু। রাষ্ট্রের মদতপুষ্ট সন্ত্রাস আরও বিপজ্জনক। আমাদের একত্রিত হয়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।” এমনকী মালদ্বীপে একটি মসজিদ গড়ারও প্রতিশ্রুতি দেন মোদি। যা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় কটাক্ষের মুখেও পড়তে হয় তাঁকে। সমালোচনার সুরে নেটিজেনদের একাংশ জানায়, যেখানে এদেশেই গেরুয়াপন্থীদের হাতে ভাঙা পড়ছে মসজিদ। সেখানে প্রধানমন্ত্রী মালদ্বীপে মসজিদ নির্মাণের কথা বলছেন।

বিশালগড়ে শিশুর শ্লীলতাহানি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৯ জুন।। শিশুর শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল পয়ষট্টি বছরের এক বৃদ্ধের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ বিশালগড় থানার অধীন অফিসটিলার শিতলটিলার রাবার বাগান এলাকায়। অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম কমল নমঃ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির সাথে ওই শিশুর পরিবারের সুসম্পর্ক রয়েছে। সেই সুবাদে শিশুটির বাড়িতে তার যাওয়া আসা আছে। গতকাল সন্ধ্যায় কমল নমঃ ওই শিশুকে তার বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তায় ওই শিশুটির জামাকাপড় খুলে ফেলে বলে অভিযোগ। এই ব্যাপারে শিশুটির বাবা বিশালগড় মহিলা থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। মামলার নম্বর ১১/১৯। মামলাটি হয়েছে ইউএস ৩৫৪(এ)/ ৫১১ আইপিসি এবং পক্সো আইন মোতাবেক।

লইয়ারস ফর ডেমোক্রেসি নতুন সংগঠন আ প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন।। ল ইয়ারস ফর ডেমোক্রেসি নামে একটি নতুন সংগঠন আত্ম প্রকাশ করেছে । রাজ্যের শতাধিক আইনজীবীকে নিয়ে গঠিত এই সংগঠন রাজ্যে আইনের শাসন বজায় রাখা, আইনজীবী সহ সকল অংশের মানুষের অধিকার রক্ষায় কাজ করার অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন সংগঠনের সদস্যরা। আইনজীবী তথা মানবাধিকার কর্মী পুরুষোত্তম রায় বর্মন জানান, বর্তমান সরকারের আমলে রাজ্যে আইনের শাসন ভূলুণ্ঠিত। কথা বলার অধিকার আক্রান্ত। আইনজীবীদের উপরও আক্রমণ নেমে আসছে। এ অবস্থায় দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে আইনজীবীরা বসে থাকতে পারেন না। সে কারণেই আইনজীবীরা ল ইয়ারস ফর ডেমোক্রেসি নামে নতুন এই সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। সংগঠনের ৩ জন কনভেনার নিযুক্ত হয়েছেন। তারা হলেন- ভাস্কর দেববর্মা, রঘুনাথ মুখার্জী এবং অনুবালা গুহ। এই সংগঠনের ইতিমধ্যে শতাধিক আইনজীবী শামিল হয়েছেন। সংগঠনটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক। সংগঠনের আত্মপ্রকাশের পর আইনজীবী পুরুষত্তম রায় বর্মন বলেন, নতুন সরকার রাজ্যে প্রতিষ্ঠীত হওয়ার পর থেকে আইনের শাসন ভেঙে পরার উপক্রম হয়েছে। মানুষের কথা বলার অধিকার আক্রান্ত। রাজ্যের নানা স্থানে আইনজীবীদের উপরও আক্রমণ সংগঠিত হচ্ছে। মানুষ এফআইআর করার সাহস পাচ্ছেন না। অনেক ক্ষেত্রে থানায় এফআইআর করতে গেলে পুলিশ এফআর নিচ্ছে না।

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে এধরনের কার্যকলাপ খুবই উদ্বেগজনক। সে কারণেই সংগঠন আদালতের ভিতরে এবং আদালতের বাইরে মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে শাসক দলের জোর প্রস্তুতি ঊনকোটি জেলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৯ জুন।। রাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন আসন্ন। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই দলের কর্মসূচী শুরু করেছে শাসক দল বিজেপি।

আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি উনকোটি জেলাতেও দলের তরফে চলছে জোর প্রস্তুতি ।রবিবার জেলার কুমারঘাট মহকুমার পাবিয়াছড়া মণ্ডলের উদ্যোগে স্থানীয় মানসী মিলনায়তনে দলীয় নেতৃত্ব এবং কর্মী সমর্থকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এক দ্বীবসীয় সাংগঠনিক সভা ।সভায় উপস্থিত ছিলেন পাবিয়াছড়া কেন্দ্রের বিধায়ক তথা বিজেপি উনকোটি জেলা সভাপতি ভগবান দাস,পাবিয়াছড়া মণ্ডল সভাপতি কার্তিক দাস,যুব মোর্চার উনকোটি জেলা সভাপতি দ্বীপঙ্কর গোস্বামী সহ আরও অনেকে।

সাগরে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদে জেলেদের ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ

ঢাকা, ৯ জুন(হি.স.): সাগরে মাছ ধরা বন্ধে সরকার ঘোষিত ৬৫ দিনের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার দাবিতে রবিবার সকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন জেলেরা। বিক্ষোভে দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই মহাসড়কে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামগামী এবং চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী কয়েক হাজার গাড়ি আটকে যায়। জেলেদের বক্তব্য, আমরা প্রতিদিন মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করি। একদিন বন্ধ থাকলে উপোস করতে হয়। সরকার আমাদের জন্যে চাল বরাদ্দ করেছে, কিন্তু আমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছি।

আজ সকাল ১০টার দিকে ‘উত্তর চট্টলা উপকূলীয় মৎস্যজীবী জলদাস কল্যাণ ফেডারেশন’এর ব্যানারে তিন হাজারেরও বেশি নারী-পুরুষ ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডের ফৌজদারহাট-বন্দর সড়ক অবরোধ করেন। এসব জেলে চট্টগ্রামের পতেঙ্গা থেকে সীতাকুন্ড পর্যন্ত ৩৮টি গ্রামের বাসিন্দা। ফেডারেশনের নেতা চট্টগ্রামের ভাটিয়ারির বাসিন্দা নন্দ কিশোর জলদাস প্রশ্ন করেন, চাল খেয়ে আমাদের জীবন বাঁচবে ?

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে জানানো হয়, সামুদ্রিক ছোট মাছ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ২০ মে থেকে আগামী ২৩ জুলাই পর্যন্ত টানা ৬৫ দিন সমুদ্রে সব ধরনের মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে সরকার। এই সময়ের মধ্যে তালিকাভুক্ত জেলেদের জন্য ৮০ কেজি করে চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে ৪০ কেজি করে চাল সীতাকুন্ডে পৌঁছেছে। কিন্তু জেলেরা চাল নিচ্ছে না।

চট্টগ্রাম থেকে পাওয়া খবরে জানা যায়, সকাল সোয়া নয়টার দিকে বাস ও ট্রাকে করে জেলেরা মহাসড়কের ফৌজদারহাট বন্দর সড়কের মাথায় জড়ো হতে থাকেন। সকাল ১০টার দিকে মহাসড়কে মানববন্ধন শুরু করেন তাঁরা। সকাল সোয়া ১০টার দিকে বৃষ্টির মধ্যেও মহাসড়কে ব্যানার নিয়ে অবরোধ করেন। এই সময় মহাসড়কের উভয় দিকে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়, তবে তারা মানববন্ধনে বাধা দেয়নি। বেলা ১১টার দিকে অবরোধস্থলে আসেন সীতাকুন্ডের সাংসদ দিদারুল আলম। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড় রানা দাশগুপ্ত অবরোধস্থলে গিয়ে বক্তব্যের পর দুপুর পৌনে ১২টার দিকে অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন জেলেরা।

এই সময় সাংসদ দিদারুল আলম বলেন, মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা শুধু সীতাকুন্ডের জন্য নয়, এটি সারা দেশের জেলেদের ওপর কার্যকর রয়েছে। তবু জেলেদের স্মারকলিপি দিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেবেন। রানা দাশগুপ্ত বলেন, জেলেদের দাবির সঙ্গে তিনি একমত। আগামিকাল সোমবারের মধ্যে নিষেধাজ্ঞা

ছয়ের পাতায় দেখুন

পঞ্চায়েত নির্বাচনের রনকৌশলস্থির করতে প্রদেশ কংগ্রেসের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন।। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের রনকৌশলস্থির করতে প্রদেশ কংগ্রেসের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক কংগ্রেস ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি, প্রাক্তন সভাপতিদ্বয়, পিসিসি সদস্য, লোকসভার বিজিত প্রার্থী সহ জেলা ও ব্লকস্তরের শীর্ষস্থানের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গত বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে কংগ্রেস দলের ভরাডুবি হলেও লোকসভা নির্বাচনে সেই সঙ্কট অনেকটাই কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে কংগ্রেস। প্রধান বিরোধী দল সিপিআইএমকে অনেক পেছনে ফেলে কংগ্রেস দ্বিতীয়স্থানে উঠে এসেছে। বিশেষ করে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি পদে প্রদ্যুৎকিশোর দেববর্মনকে দায়িত্ব প্রদানের পর থেকেই রাজ্যে সংগঠনকে চাঙ্গা করার উদ্যোগ নেন প্রদ্যোৎ কিশোর। পাহাড় ও সমতল সর্বত্রই সাংগঠনিক শক্তিকে পুরুজ্জীত করতে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বিগত লোকসভা নির্বাচনে তার সুফল অনেকটা কুড়াতে সক্ষম হয়েছে কংগ্রেস দল। লোকসভার দুটি আসনে কংগ্রেস প্রার্থীরা জয়ী না হলেও ২৫ শতাংশের বেশী ভোট পেয়েছে কংগ্রেস দল। পক্ষান্তরে প্রধান বিরোধীদল সিপিআইএম পেয়েছে মাত্র ১৫ শতাংশের মতো ভোট। প্রধান বিরোধদলকে পেছনে ফেলে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া কংগ্রেস যেভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে তা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছেও প্রশংসা কুড়িয়েছে। সামনেই রাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস দল কোমড় বেঁধে ময়দানে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এরই অঙ্গ হিসেবে রবিবার আগরতলা কংগ্রেস ভবনে জেলা, ব্লক ও প্রদেশ কংগ্রেসের সকলস্তরের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সব নেতাদের ঐক্যবদ্ধ করে ত্রি স্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে কমল ঘরে তোলার কৌশল নিচ্ছেন। যে কারণেই ঘর ঘুচানোর কাজ আগেভাগেই শুরু করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। নির্বাচনের রণকৌশল চূড়ান্ত করতে নেতৃবৃন্দকে নিয়ে বৈঠক করেন। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে প্রতিটি আসনে কংগ্রেস প্রার্থী দেবে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন বলেন, বিগত লোকসভা নির্বাচনে ১০টি বিধানসভা এলাকায় কংগ্রেস দললিড নিয়েছে। ১০টি বিধানসভা এলাকায় কংগ্রেস দ্বিতীয়স্থানে রয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে এর সুফল মিলবে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি বিপ্লব কুমার দেবের অভিযোগ খারিজ করে দিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন বলেন, কংগ্রেস প্রার্থীদের জামানত জব্দ হয়নি, জামানত জব্দ হয়েছে বিজেপির শরীক দল আইপিএফটির।

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেসের সকল স্তরের নেতাদের নির্বাচনি কাজে শামিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কারকে বিজ্ঞান সম্মত বলে আখ্যায়িত করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন ।। ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কারকে বিজ্ঞান সম্মত বলে আখ্যায়িত করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। রবিবার আগরতলায় শ্রীশ্রী রাধামাধব জিউ সেবা পরিচালনা সমিতির নয়া কেন্দ্রীয় কমিটির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ধর্মীয় আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এই অভিমত ব্যক্ত করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, ভারতীয় রীতিনীতি, কৃষ্টি ও আচার আচরণ খুবই সমৃদ্ধ। আদি অনন্তকাল ধরেই এ ধারা চলে আসছে। ভারতবর্ষে নানাধর্ম, নানা ভাষা, নানা বর্ণের মানুষ বসবাস করেন। তাদের নানা রীতিনীতি, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান রয়েছে। সবগুলিই বিজ্ঞান সম্মত। ভারতীয় রীতিনীতি কুসংস্কার নয় তিনি বলেন, যারা সংস্কার মানেন না তারা বিচ্ছিন্নতার পরিচারক। যার মধ্যে সংস্কার থাকে তিনিই সুশাসন করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেশভক্তি ও দেশপ্রেম তুলে ধরেন। ভারতীয় কৃষ্টি সংস্থাটির পৃষ্টপোষক হওয়াতেই দেশ সঠিক পথে পরিচালিত হচ্ছে। মানব সভ্যতা টিকে আছে। যারা এসব ধ্বংস করে দিতে চায় তাদের দেশবাসী ক্ষমা করবেন না।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অখিলেশ যাদব ও মায়াবতী জাতপাতের রাজনীতি করতে গিয়েই শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে কেউ আঙুল তুলতে পারবেন না বলেও তিনি উল্লেখ করেন। বিগত জাতীয় নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে কেউ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করতে পারেননি। রাজনীতিতে এটি এক নতুন অধ্যায় বলেও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। জনগণের বিশ্বাস অর্জন করতে পারাতেই তা সম্ভব হয়েছে। বিপুল জয় সম্ভব হয়েছে। এবারের নির্বাচনে জনগণকে আগাম কোন প্রতিশ্রুতি না দেওয়া সত্ত্বেও জনগণ প্রধানমন্ত্রীর পুনরায় নরেন্দ্র মোদির হাতে তুলে দিয়েছিল।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বৈষ্ণব মন্ডলির পক্ষ থেকে কিছু দাবিসনদ পেশ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী এসব দাবি পূরণের যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এল এন বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।